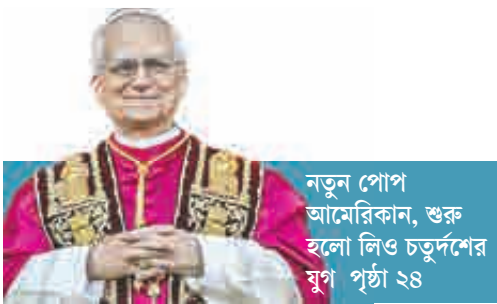




নতুন পোপ
আমেরিকান, শুরু
হলো লিও চতুর্দশের
যুগ পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 8 May 2025, 9th Year, Issue 425, 40 Pages



উত্তেজনা কমান,
মানুষকে সুরক্ষা
দিন: মালালা
পৃষ্ঠা ২৩

বৃহস্পতিবার, ৮ মে এপ্রিল ২০২৫, ২৫ বৈশাখ ১৪৩২, ১০ জিলকদ ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২৫, পৃষ্ঠা ৪০

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

ভারতের সেনা স্থাপনায় হামলা পাকিস্তানের

সিন্ধুরের প্রতিক্রিয়া

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় ওই এলাকা বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কাশ্মীরের জম্মু ও উদহামপুর এবং পাজাবের পাঠানকোটে সেনাবাহিনীর তিনটি অবস্থান লক্ষ্য করে পাকিস্তান থেকে ক্ষেপণাস্র ও ড্রোন ছোড়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে ভারত। দেশটি বলেছে, এসব ক্ষেপণাস্র ও ড্রোন মাঝ আকাশেই ধ্বংস করা হয়েছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় ওই এলাকা বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রয়টার্সের একজন সাবাদিক জানান, সাইরেন বাজার পাশাপাশি জম্মুর আকাশে লাল শিখা ও 'প্রজেক্টাইল' দেখা যায়। সে সময় নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে ভারতীয় একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছিলেন, জম্মুর বেশ কয়েক জায়গা এবং পাশের শহর আধুনুর, সাধা ও কাঠুয়ায় হামলা হয়েছে।

ভারতের একাধিক প্রতিরক্ষাসূত্রের বরাতে দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুর খবরে বলা হয়, পাকিস্তান থেকে ছোড়া আর্টিস্ট্র ক্ষেপণাস্র নিশানায় আঘাত হানার আগেই মাঝ আকাশে ধ্বংস করা হয়েছে। এসব ক্ষেপণাস্র ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের জম্মুর সাতওয়ারি, সাধা, আরএস পুরা ও



সীমান্তে দুই দেশের সেনাদের গুলিবিধিনির্ঘাের পর ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাড়ি। গতকাল ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের উরি সীমান্ত এলাকায়।

আরনিয়ার দিকে ছোড়া হয়েছিল। আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করে সেগুলো মাঝ আকাশে ধ্বংস করা হয়েছে।

পরে বিবিসি লাইভে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বিবৃতির উল্লেখ করা হয়। তাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী বলেছে, কাশ্মীরের জম্মু ও উদহামপুর এবং পাজাব জেলার পাঠানকোটে ভারতীয় সেনাবাহিনী তিনটি অবস্থান লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করে পাকিস্তান। এসব ড্রোন

ও ক্ষেপণাস্র নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

তবে ভারতে হামলার কথা অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। দেশটির সংবাদমাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের জম্মুতে হামলার যে খবর ভারতীয় সংবাদমাধ্যম প্রচার করেছে, তা 'ভূয়া ও মিথ্যা'। পাকিস্তানের কয়েকটি নিরাপত্তাসূত্র এই দাবি করেছে। সূত্রগুলোর বরাতে

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম পিটিভি নিউজ এই খবর প্রচার করেছে।

পিটিভি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছে। এতে নিরাপত্তাসূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে কাশ্মীরে হামলার যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভূয়া ও মিথ্যা।' এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

২৩ মে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা সাদাত হোসাইন উদ্বোধন করবেন ৩৪তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। আগামী ২৩ মে (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা ৬টায় জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে এই বইমেলায় বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

চার দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ২৬ মে পর্যন্ত। নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষীদের এই অন্যতম সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসবে আমেরিকা ও কানাডা থেকে বিপুল সংখ্যক লেখক অংশ নেবেন। মেলায় যোগ দেবে বাংলাদেশ ও

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যেতে পারে খালেদা জিয়াকে

ঢাকা ডেস্ক

রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। ক্রতই সভা-সমাবেশে দেখা যেতে পারে তাকে। দেশকে গণতন্ত্রে ফেরাতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব বেশি প্রয়োজন বলে মনে করছেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা। তারা বলছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও দেশ পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হবে দেশ ও দল।

উন্নত চিকিৎসা শেষে গত মঙ্গলবার লন্ডন থেকে দেশে ফেরেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির শীর্ষ নেতা বেগম খালেদা জিয়া। গুলশানের বাসা ফিরোজায় প্রবেশ করেন পায়ে হেঁটেই।



খালেদা জিয়া

লন্ডনে ৪ মাস পরিবারের প্রিয় মুখগুলোর সান্নিধ্যে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে আগের চেয়ে সুস্থ বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসক।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থান

উন্নতিতে নতুন করে উজ্জীবিত দলের নেতারা। তাদের প্রত্যাশা, এবার রাজনীতিতেও সক্রিয় হবেন বিএনপি প্রধান।

দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের সংকটে আছে দেশ। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের তিনি একজন অগ্রদূত। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব।'

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রতিকূলতায় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা বর্তমান বাস্তবতায় বিএনপিকে পথ দেখাবে বলে মনে

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

১৫ মে'র মধ্যে পিপিএলে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে

সিডিপেপের গ্রাহক

সিডিপেপের ব্যয় ২০১৯ সালে ২.৫ বিলিয়ন থেকে ২০২৫ সালে ১২ বিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে এই ব্যয় আরও বাড়বে বলে অনুমান।

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্কের 'হোম হেলথ এইড' সার্ভিসের 'সিডিপেপ' (কনজিউমার ডিরেক্ট্রি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স) প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনা হয়েছে। 'সিডিপেপ' সার্ভিসকে ফিসকাল ইন্টারমিডিয়েরি প্রতিষ্ঠান 'পিপিএল'(পাবলিক পার্টারশিপ এলএলসি) স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে, এই পরিবর্তন নিয়ে অনেক সেবাদানকারীর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে—বিশেষ করে কনজিউমার, কেয়ারগিভার এবং সার্বিক সেবার মান কতটা প্রভাবিত হবে তা নিয়ে।

'হোম হেলথ এইড' সার্ভিস মূলত ঘরে বসে সহায়তা প্রদানকারী একটি পরিষেবা, যার আওতায় সাধারণত দুটি প্রধান প্রোগ্রাম পড়ে: 'পিসিএ' (পার্সোনাল কেয়ার এসিস্টেন্ট)—যেখানে একজন পেশাদার কেয়ারগিভার সরকার বা এজেন্সির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং তিনি রোগী বা বয়স্ক ব্যক্তির ব্যক্তিগত যত্নের জন্য কাজ করেন। অন্যদিকে, 'সিডিপেপ'— মেডিকেড প্রোগ্রামের আওতায়, যেখানে কনজিউমার নিজেই প্রতিনিধির মাধ্যমে কেয়ারগিভার নিয়োগ করতে পারেন, এমনকি



পরিবার, আত্মীয় বা বন্ধুদেরও। 'পিসিএ' হিসাবে কাজ করতে হলে প্রশিক্ষণরত সার্টিফিকেট দরকার হয়। 'সিডিপেপ' এ সেটা দরকার হয় না।

'সিডিপেপ' এর ব্যয় ২০১৯ সালে \$২.৫ বিলিয়ন থেকে ২০২৫ সালে \$১২ বিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ভবিষ্যতে এই ব্যয় আরও বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই ব্যয়ের বৃদ্ধির কারণে, সাথে প্রতারণা ও অপব্যবহার,

এবং প্রোগ্রামের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য স্টেট সরকার 'সিডিপেপ'-এর কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। তবে যারা ইতোমধ্যে পিপিএলের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছেন তারা পূর্বের মতোই সেবা পাবেন।

এ বছরের জানুয়ারিতে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানিয়েছিলেন, স্টেট হোম কেয়ার সেবা আরও ভালো করতে 'সিডিপেপ' প্রোগ্রামে নতুন অংশীদার হিসেবে ১১টি ইনডিপেনডেন্ট লিভিং সেন্টার (আইএলসি)-কে যুক্ত করা হয়েছে। এই কাজটি করা হয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম ১০০ দিন

বিদেশি চলচ্চিত্রে শতভাগ শুদ্ধ আরোপের ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪ মে রোববার রাতে ঘোষণা দিয়েছেন, বিদেশে নির্মিত যেকোনো চলচ্চিত্র আমদানির ওপর ১০০ শতাংশ শুদ্ধ আরোপ করা হবে। তার দাবি, মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্প এক ভয়াবহ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং অন্য দেশগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মার্কিন নির্মাতাদের নিজেদের দিকে টেনে

নিচ্ছে। ট্রাম্প সোশাল-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে ট্রাম্প লেখেন, "আমেরিকার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

অভিবাসন নীতিতে আমূল পরিবর্তন

বিশেষ প্রতিনিধি

দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প প্রশাসনের ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে ৩০ এপ্রিল এই সময়ে অভিবাসন নীতির প্রায় প্রতিটি দিককে কঠোরভাবে 'অ্যান্টি-ইমিগ্র্যান্ট' দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মানবিক ও অননুমোদিত অভিবাসন হ্রাস, নিয়মিত অভিবাসনের পথ সংকুচিত, বর্ধিত নজরদারি ও অভিবাসীদের জীবনকে কঠিনতর করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট অভিবাসীর সংখ্যা কমাতে এবং অবশিষ্টদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রশাসন পরিচালিত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

CDPAP Transition Community Outreach Partner

● Bangla ● Hindi ● Urdu ● Spanish

+1 347 571 1804



ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- শুল্ক বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- RAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH

AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER



Our Other Services:

- PHOTOCOPIY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING



Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগ্যে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাঙ্গিক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিন্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন কিল ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির শপথ গ্রহণ, চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (৪ মে) বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ সভায় নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। শপথ গ্রহণ শেষে ট্রাস্টি সদস্যদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের কর্মকর্তারা।

এদিকে শপথ গ্রহণের পরপর বোর্ড অব ট্রাস্টির সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রথম সভায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার কথা থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য শাহ নেওয়াজকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচালনায় যৌথ সভায় অন্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সাধারণ



শাহ নেওয়াজ

সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরী সদস্য-হারুন ও রশিদ (চেয়ারম্যান), জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক

পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

এছাড়াও সভায় নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্যদের মধ্যে কাজী আজহারুল হক মিলন, আজিমুর রহমান বোরহান, মোঃ আতোয়ারুল আলম, আব্দুর রহিম হাওলাদার, শাহ নেওয়াজ, ডাঃ মোঃ এনামুল হক, জুনেদ আহমদ চৌধুরী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবিব এবং নাসিম টুটুল উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ট্রাস্টি সদস্যদের আগামী দিনে সংগঠনের সকল কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান জানান। একইসাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সোসাইটির জন্য বাংলাদেশ সেন্টার করার ব্যাপারে তাদের বিশেষ সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় ট্রাস্টি সদস্যরা সোসাইটির কল্যাণে সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে সব সময় পাশে থাকবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, আগামী ১ জুন থেকে এই ট্রাস্টি বোর্ড তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং আগামী ৩১ মে, ২০২৭ সালে তাদের দায়িত্ব কাল শেষ হবে।

সালমান এফ রহমান-সংশ্লিষ্ট সব শেয়ার ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেঞ্জিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তাঁর পরিবারের সদস্য, বেঞ্জিমকো গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব কোম্পানির শেয়ার, বিও হিসাব ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এই নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।

ব্রুকলিন কমিউনিটি বোর্ড ১২ এর মেম্বর হলেন ফিরোজ আহমেদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ এর সভাপতি, বিশিষ্ট কমিউনিটি এন্টিভিস্ট ফিরোজ আহমেদ ব্রুকলিন কমিউনিটি বোর্ড ১২ এর বোর্ড মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী দুই বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন।

ফিরোজ আহমেদ এর আগেও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সাবেক ২ বারের নির্বাচন কমিশনার, ফোবানার সাবেক মেম্বর সেক্রেটারি, সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ এর সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, ফোবানা বর্তমান স্ট্রয়ারিং কমিটির ট্রেজারার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সদস্য সহ আরো



অনেক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসঙ্গত, কমিউনিটি বোর্ড ১২ এর এলাকা হচ্ছে কেনসিংটন, বড়ো পার্ক, ওশান পার্কওয়ে, মিডউড। কমিউনিটি বোর্ড ১২ এই এলাকাগুলির বাজেট, উন্নয়ন, পুলিশিং, ট্রান্সপোর্ট, পার্কসহ নানান বিষয়ে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র, বোরো প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিল মেম্বারদের সাথে কাজ করে থাকে।

PEOPLE N TECH

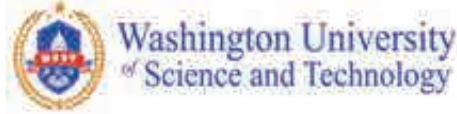
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleN Tech Alumni from Partner University: www.wust.edu



If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

Authorized Employment Agency by:



Certified Training Institute by:



জ্যামাইকার সার্টফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, গ্রন্থি, ইকোজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, চিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।



আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এডজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যাথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehil Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটোর *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারসি ভিসা প্রসেসিং

Do you want apply for a green card? Are you being deported?
Are you having credit card problems? Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed? Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সম্মত এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলার কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

**LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.**



SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- পাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলায় মারাত্মক দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে পেলো
- লোক পরাধীন
- কৃষকের কামড়ানো
- ডাকাতের ক্রীড় চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
allmd@surdezlaw.com
allmd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
**নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা**
সদান করি



আমাদের সার্ভিস সমূহ

**এয়ার টিকেটিং**

**ইজ প্যাকেজ**
সার্ভিস প্রোভাইডার

**হোটেল বুকিং**

**ভিসা প্রোসেসিং**

**ওয়ারাই প্যাকেজ**
সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

**বিশেষজ্ঞ দল**

**যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট**

**প্রিমিয়াম সহায়তা**

**নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা**

এয়ার লাইন সমূহ

**SAUDIA**

**QATAR**

**Emirates**

**TURKISH AIRLINES**

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mallah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Pregoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
f : @ zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com **zamzamtravelus@gmail.com**

Welcome



**CENTERLIGHT
Healthcare PACE**

**CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।**

**আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।**



**আপনার PACE®-এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org**



KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



**We Care
Your Family
Like Ours**



Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)

PCA (Personal Care Assistant)

CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- ◆ Queens
- ◆ Nassau
- ◆ Suffolk
- ◆ Bronx
- ◆ Westchester
- ◆ Dutchess
- ◆ Orange
- ◆ Rockland
- ◆ Sullivan
- ◆ Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Main Office

37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office

167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432



Fax: 347-338-6799



347-621-6640

সম্পাদকীয়

মানুষ কথা বলুক—ভয় নয়, প্রত্যাশা নিয়ে

শেখ হাসিনার দীর্ঘ দুই দশকের শাসনের পর ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে ঘটে যাওয়া গণবিক্ষোভের মুখে তার সরকারের পতন ঘটে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সূচিত হয় একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ের ব্যর্থতা, দমন-পীড়ন ও দুর্নীতির পাহাড় ডিঙিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আজ আরও জোরালো।

এ প্রেক্ষাপটে ১ মে, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা তাদের খ্যাতনামা “101 East” অনুষ্ঠানে “Rebuilding Bangladesh after Sheikh Hasina’s fall” শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রামাণ্যচিত্র সম্প্রচার করে। এই ডকুমেন্টারিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক রূপান্তর, মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ-সম্ভাবনা নিয়ে তুলে ধরা হয়েছে বিস্তারিত বিশ্লেষণ।

২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার ছাত্র, তরুণ, মানবাধিকারকর্মী ও সাধারণ মানুষ শেখ হাসিনার সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। অভিযোগ ছিল—রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্বাচন কারচুপির বিরুদ্ধে। জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।

আল জাজিরা জানায়, এই নতুন সরকার মানবাধিকার রক্ষায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংস্কারে পদক্ষেপ নিচ্ছে। নিখোঁজদের সন্ধানে গঠিত হয়েছে একটি স্বাধীন কমিশন। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সহিংসতা কমাতে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছে শূন্য সহনশীলতার নীতি।

প্রামাণ্যচিত্রে বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হয়েছে, যাদের স্বজনদেরা গুম হয়েছেন বা নিখোঁজ রয়েছেন বহু বছর। একজন তরুণী বলছেন, “২০১৯ সালে রাতে বাবা বাসা থেকে তুলে নেওয়া হয়, এরপর আর কোনো খোঁজ নেই।” র‍‌যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার। প্রতিবেদনে শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে গণতন্ত্রের সংকোচন, মিডিয়ার স্বাধীনতা হরণ, বিরোধী নেতাকর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন ও বিচার ব্যবস্থার রাজনৈতিক ব্যবহারের কথাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব কারণেই জনগণের মনে তৈরি হওয়া অসন্তোষ একপর্যায়ে সরকারের পতনে রূপ নেয়। বিশ্লেষকদের মতে, ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার এখন কঠিন পথ পাড়ি দিচ্ছে। এক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনব্যবস্থা, আইনের শাসন ও বিচার প্রতিষ্ঠা, এবং আন্তর্জাতিক আস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা—এসবই এখন সময়ের দাবি।

যারা একসময় নিখোঁজ হয়েছিলেন, তাদের স্বজনেরা আজ প্রকাশ্যে কথা বলছেন। কেউ বলছেন, “তিন বছর অপেক্ষা করলাম, একটা ফোনও আসেনি।” কেউ বলছেন, “এটাই আমাদের সময়—পরিবর্তনের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।”

- প্রশ্ন রয়ে গেছে—
 - কে গুম করেছিল?
 - কে দায় নেবে?
 - আর কত পরিবার শুধু “বিচার চাই” বলেই থেমে থাকবে?
- সময় এসেছে প্রশ্নটি জোরালো করে উঠানোর, আমরা কি শুধু একজন নেতার জায়গা পরিবর্তন করব, নাকি পুরো শাসনব্যবস্থার ন্যায় ও মানবাধিকারের ভিত্তি পুনর্গঠন করব?
- বাংলাদেশের মানুষ আশায় বুক বাঁধে। পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে বারবার প্রতারিত হয়। এবার অন্তত মানুষ কথা বলুক—ভয় নয়, প্রত্যাশা নিয়ে।

বাংলাদেশের মানুষ আশায় বুক বাঁধে। পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে বারবার প্রতারিত হয়। এবার অন্তত মানুষ কথা বলুক—ভয় নয়, প্রত্যাশা নিয়ে।

অন্ধবিশ্বাস এবং কোকা-কোলা আর আমাদের জ্ঞানচক্ষু

কাকন রেজা

একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলছিলেন, ‘দেশে কোকা-কোলাসহ বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির পণ্য বয়কট করা হচ্ছে ইসরায়েলের সমর্থনের কারণে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভাংচুরের খবর আমরা শুনছি। এ নিয়ে কিছু লিখছেন না কেন?’ তার প্রশ্নটা খুব জটিল ছিল না। কিন্তু নানা কারণে সময় হয়ে উঠছিল না এবং ইস্যুর পর ইস্যু সৃষ্টি হবার কারণে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া মানে লিখা হয়নি।

বলতে পারেন আজ লিখছি কেন। লিখছি এ কারণে যে, আজকে বসুন্ধরা শপিং মলের সামনে দিয়ে হাটছিলাম। একটা পরিচিত দোকান থেকে নিজের ও ছেলের জন্য জুতা মানে পিতা-পুত্র দুজনে বুট লাভার বলে বুট কিনতে গিয়ে রীতিমত পেরেশান অবস্থা গরমে। আশেপাশের দোকানে কোকা-কোলা খুঁজছিলাম। দোকানিরা এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন কোনো অপরাধ করে ফেলেছি। বুঝলাম কোকা-কোলা বয়কটের ধাক্কাটা শেষ হয়নি। একজনকে বললাম, কোকা-কোলা কোন দেশের আপনি কি জানেন? সোজা উত্তর, ইসরায়েলের। বললাম, শুনুন কোকা-কোলা মূলত একটি মার্কিন কোম্পানি। তাদের প্রধান অফিস মার্কিন মুলুকের জর্জিয়ায়। কোকা-

কোলা আবিষ্কার করেন জন স্টিথ পেয়ারটন এবং তা ১৮৬৬ সালে। আর ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৪৮ সালে। অর্থাৎ কোকা-কোলার জন্ম ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রটি জন্ম নেয়ার অনেক আগেই হয়েছিল। অথচ তাকে দোষ দেয়া হয় ইসরায়েলের পণ্য বলে। কেন দেয়া হয় সেটা পরে বলছি; তার আগে দেখে নিই গাজায় কোকা-কোলার প্লাস্টি বিষয়ে। গাজায় যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোকা-কোলার অংশীদার হয়ে প্লাস্টি শুরু করেন, তিনি হলেন জাহে খোরি। তিনি মূলত ইসরায়েলি, কিন্তু ধর্মে খ্রিস্টান।

এই খ্রিস্টান প্রশ্নে আসি। জানলে আশ্চর্য হবেন, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে খ্রিস্টানদের একটি সংখ্যা রয়েছে। তাদেরও ইসরায়েল বিতাড়িত করেছে মূল ভূখণ্ড থেকে। তারাও মুসলিমদের মত বাস্তুহারা। কি জানতেন এসব? জানতেন না। কারণ এসব আমাদের জানতে দেয়া হয় না। আপনারা কি জানেন, ইসরায়েলের পার্লামেন্ট মুসলিম সদস্য রয়েছেন। বিগত সংসদে দুজন নারীর সদস্যও ছিলেন। জানেন না তো, ওই যে বলাম আমাদের জানতে দেয়া হয় না। ইসরায়েলের মূল ভূখণ্ডে মুসলিমদের ভোটের সংখ্যাও কম নয়। শতকরা হিসেবে মুসলিমদের ভোটের সংখ্যা ২১ ভাগ। অর্থাৎ ইসরায়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসভা হলো মুসলিম। গত সংসদে মুসলিম সাংসদের সংখ্যা ছিলো ১৫ জন।

প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমি কেন কোকা-কোলার জন্ম বৃত্তান্ত বলছি। না, কোকা-কোলার জন্ম বৃত্তান্ত

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত ও মিয়ানমার পরিস্থিতি কি একই সূত্রে গাঁথা

ফজলুল কবির

এপ্রিলে কাশ্মীরে ‘সন্ত্রাসী’ হামলায় ২৬ পর্যটক নিহতের পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনা সংঘাতে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। শুরুতে সীমান্তে গুলিবিনিময়, টহল ও অতি-অবশ্যিকভাবে উভয়পক্ষের কর্তাব্যক্তিরের তরফে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে বিষয়টি আবদ্ধ থাকে। আশঙ্কা ছিলই যে, এই বাণ্যযুদ্ধের কোনো এক অসতর্ক অবস্থা থেকে বিপদ ঘটে যেতে পারে। এখন সে রকমই পরিস্থিতি। এই প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্নটি সামনে আসছে, তা হলো—মিয়ানমারের দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা পরিস্থিতির কি কোনোভাবে এর সঙ্গে যোগ আছে?

প্রশ্নটি একটু বেখালা মনে হলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা জানি যে, এই গোটা অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক সমীকরণ বেশ কিছুদিন ধরেই বেশ জটিল আকার নিয়েছে। এই সমীকরণে বর্তমান বিশ্বের বড় বড় খেলোয়াড়েরা যুক্ত। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন তো বটেই রাশিয়াও যুক্ত। এই সমীকরণে ভারতের উপস্থিতিও বেশ শক্ত। পাকিস্তান চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের দূরবর্তী মিত্র হিসেবে উপস্থিত। আবার সুদূর তুরস্কের উপস্থিতিও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু তুলনায় দুর্বল হয়েছে এই বারোয়ারি বিবাদে বাংলাদেশ কীভাবে যেন ঢুকে বসে আছে। কীভাবে, সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

এর আগে গোটা বিশ্বব্যবস্থার নয়া বাক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বাক্ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সঙ্গে গ্রহের যেমন উপগ্রহ থাকে, তেমনি এ দুইয়ের মিত্র বিবেচনায় আরও বহু দেশ সামনে হাজির। তারা আপাতত এ দুই দেশের তৈরি করা বৃত্তে অবস্থান করলেও সামর্থ্য বাড়িয়ে নিজেদেরই আলাদা বৃত্ত তৈরির মনোবাঞ্চাও রয়েছে উল্লেখযোগ্য মিত্রদের।

ইউক্রেন অভিযান যেমন রাশিয়ার একার কোনো ব্যাপার নয়, এমনকি ইউক্রেনেরও, তেমনি এই ভারত-পাকিস্তান সংঘাতও শুধু ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপার নয়। ঠিক যেমন মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আর শুধু সে দেশের বিষয় নয়।

বিরল খনিজ হোক বা চীনের বিআরআই প্রকল্প—এই গোটা অঞ্চল এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নানা প্রকল্পের রুট বা কাঁচামালের মজুতের দরুনই এক জ্বলন্ত চুল্লির ওপর বসে আছে। পাকিস্তানে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্পের বড় বিনিয়োগ রয়েছে। মিয়ানমারেও তাই। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের সংযোগ টানার কথা ছিল। অনেক বিবেচনার পর ভারত এই প্রকল্পে প্রবেশ করেনি। কিন্তু পুরো ত্যাগ করেছি কি? সোজা উত্তর—না। ত্যাগ করলে চীনের সঙ্গে এত দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্ক সত্ত্বেও ভারত কোনোভাবেই ব্রিকসে নিজের অবস্থান ধরে রাখত না। আবার গ্রহণ করেনি বলেই চার দেশীয় জোট কোয়াডে যুক্ত হয়ে বসে আছে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, পাকিস্তান, মিয়ানমার ও চীন একই সূত্রে গাঁথা। কারণ, ভারত মহাসাগর এবং সেখানে চীনের স্বার্থকে বিবেচনায় নিলে মিয়ানমার এবং আরব সাগর বিবেচনায় পাকিস্তানের বন্দর চীনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমারের কোকোফু বন্দর ঘিরে চীন ৭৩০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে বসে আছে, যা ভারত মহাসাগর দিয়ে চীনা বাণিজ্যের দরজা। আর পাকিস্তানে যৌথ কর্তৃত্ব হিসেবে সিপিইসির অধীনে ২০২২ সালের মধ্যে এ বিনিয়োগ সাড়ে ৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ছুঁয়েছে। এ দুই অঞ্চলে নিজেদের পদছাপ নিশ্চিত না করতে পারলে চীনের উচ্চাভিলাষী বিআরআই প্রকল্পকে খাবি খেতে হয়। আর এ কারণেই উভয় দেশে বিআরআইয়ের অধীনে বড় অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে চীন।

আসা যাক মিয়ানমারে। দেশটিতে বিশ্বের এই দ্বন্দ্বমুখর শক্তির প্রায় সবাই উপস্থিত। কারা এবং কীভাবে? জাভা সরকারের সঙ্গে আছে রাশিয়া। তারা জাভা সরকারকে মোট অস্ত্রের ৪০ শতাংশের ওপর দিয়ে আসছে। আছে চীন। তারা জাভাকে সহায়তা দেয়, আবার বিদ্রোহী বেশ কিছু গোষ্ঠীকেও মদদ দেয়। যুক্তরাষ্ট্র অং সান সু চির অংশ নিয়ে গঠিত ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টকে সরাসরি স্বীকৃতি দিয়ে বসে আছে। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর একটি হলো আরাকান আর্মি, যারা রাখাইনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বসে আছে। এই আরাকান আর্মির ওপর চীনের

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত ও মিয়ানমার পরিস্থিতি কি একই সূত্রে গাঁথা



ভারতের হামলার পর পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মোজাফ্ফরাবাদের চিত্র। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে

যেমন প্রভাব আছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রভাব আছে। যুক্তরাষ্ট্র চাইছে যেকোনোভাবে হোক আরকানকে আলাদা করে সেখানে তার সমর্থিত প্রশাসন বসাতে। এ জন্য একটা আঞ্চলিক স্বীকৃতি দরকার। আরকান আর্মির মধ্যে থাকা চীনা প্রভাবের দরুন এখনো তা সম্ভব হচ্ছে না। সঙ্গে রয়েছে চীনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল জাভা সরকার ও জাভা সরকারের ছাতার নিচে থাকা বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী।

এ দৃশ্যেই ঢুকে পড়ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যে রাখাইনের জন্য ‘মানবিক করিডর’-এর প্রসঙ্গ বেশ আলোচনায় এসেছে। সর্বশেষ আরাকান আর্মির প্রশাসনে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিত্ব চেয়ে বসেছে ঢাকা, যা মিয়ানমারের অখণ্ডতার বিষয়েই এক বড় প্রশ্নচিহ্ন ঐকে দিয়েছে। মিয়ানমারের জাভা সরকার ঢাকার এই অবস্থানে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, এমনকি জাতিসংঘের পৌরোহিত্যে কোনো সংলাপ হলে তারা তা মানবে না। হজতে, জাতিসংঘ শুধু এনইউজিকে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে (যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র এনইউজিকে স্বীকৃতি দেয়)। ফলে জটিলতা তো সুস্পষ্ট। ফলে ঢাকার তরফ থেকে এ ধরনের একটি ভাষ্য এলে বড় প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা। কিন্তু কে করবে সে প্রতিক্রিয়া?

এবার একটু অন্য দৃশ্য ঘুরে আসা যাক। কাশ্মীর নিয়ে যখন উত্তেজনা চলছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, ঠিক তখন খোয়াল করুন—রাশিয়া জানাচ্ছে যে, তারা দিল্লির পাশে আছে। শুধু তাই নয়, ভ্লাদিমির পুতিন দিল্লি সফর করবেন বলেও জানাচ্ছে মস্কো। এবার জাভা সরকারের সঙ্গে মস্কোর যৌথায়ন ও তাদের একীভূত স্বার্থকে মিলিয়ে দেখুন। বলার উপায় নেই যে, মস্কোর ইঙ্কনেই ভারত পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদূর চালিয়েছে। বরং এটিও একটি সম্ভাবনা।

প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কোথায় দাঁড়িয়ে। যুক্তরাষ্ট্র এত দূর এসে গায়ে খেটে কোনো যুদ্ধ করবে না—এটা বোকাও বুঝবে। যুক্তরাষ্ট্র এমনকি যুদ্ধ এড়াতে পারলেও খুশি। আর চীন কবে কোথায় সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়েছে—খুঁজতে গেলে যেমে-নেয়ে ক্লাস্ত হতে হবে। অর্থাৎ, গোটা অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা বা সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হলেও সহজে বড় শক্তিশুলো এখানে কোনো যুদ্ধ সেভাবে বাধাবে না হয়তো। হয়তো বলা হচ্ছে কারণ, বাকিটা নির্ভর করছে এই অঞ্চলের সদা-উত্তেজিত ও কম অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী মাংঘের ওপর।

মিয়ানমারের আরাকান, চিন ও কাচিন চীনের জন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুই কারণেই—বিরল খনিজ ও বিআরআই। আবার এই অঞ্চলে ভাগ বসাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। একইসঙ্গে বিআরআইয়ের সূতা ছিন্নও করতে চায় তারা। ফলে এখানে তাদের ছায়াযুদ্ধ অব্যাহিত। এই ছায়াযুদ্ধ যদি ভাড়াটে সেনা, কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী, তাদের দমনের জন্য কিছু সামরিক অভিযান ইত্যাকার সমীকরণ দিয়ে পুথিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে যুদ্ধ কে জড়ায়। চীন-যুক্তরাষ্ট্র অন্তত সে অবস্থানে বেশ দৃঢ়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত ও মিয়ানমার পরিস্থিতি কি একই সূত্রে গাঁথা



ভারতের হামলার পর পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মোজাফ্ফরাবাদের চিত্র। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে

বাকি থাকে মস্কো। চীনের ফ্রন্টলাইনার হিসেবে মস্কো নামবার সম্ভাবনা প্রবল বলা যায়। সেটা কী রকম?

যুক্তরাষ্ট্র ভূরাজনৈতিক দাবার কোর্টে আরাকান আর্মির প্রশাসনে রোহিঙ্গা অন্তর্ভুক্তির চাওয়ার কথা জানিয়ে ঢাকার মাধ্যমে একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি দিয়ে বসল। এটা অনেকটা নতুন মানচিত্র ঘোষণার মতো বিষয়। এর প্রতিক্রিয়ায় জাভার মিত্র হিসেবে এবং বাংলাদেশ কেন্দ্রিক জটিলতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মস্কো ও দিল্লি অপর প্রান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল, ‘সন্ত্রাসী হামলার’ পাল্টা জবাব হিসেবে। ওই প্রান্ত বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে আবার বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো মিত্র পাকিস্তানের সাম্প্রতিক তৎপরতাকে মাথায় নিতে হবে।

ফলে কাশ্মীর হামলা যেমন, তেমনি এর জবাব হিসেবে পাকিস্তানে ভারতের হামলাকে বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক দাবাখেলার ছকে বসেই পাঠ করতে হবে। এখানে চীন পাকিস্তানের মিত্র, মিয়ানমারেরও মিত্র। আবার যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মিত্র, আবার পাকিস্তানেরও মিত্র। মস্কো-দিল্লি সম্পর্ক অনেক পুরোনো। মাঝে কিছুটা ছেদ পড়লেও তা উধাও হয়ে যায়নি। যায়নি যে, তার প্রমাণ পুতিনের ভারত সফরের বার্তা কিংবা ভারত-পাকিস্তান সম্ভাব্য সংঘাতে ভারতের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি। আর বাংলাদেশ?

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নানা গুঞ্জনের জেরে স্বপ্নগোদিত হয়েছে বলেছেন, বাংলাদেশ কোনো প্রক্সি ওয়ায়ে (ছায়াযুদ্ধে) জড়াবে না। এটা আশার কথা। কিন্তু ছায়া যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে কিনা, তেমন কোনো শঙ্কা আছে কিনা—সে বিষয়ে এখনই পরিস্কার করা দরকার। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা বড় বিপদ ডাকতে পারে। সামরিক সক্ষমতা কিংবা অর্থনৈতিক সক্ষমতা কোনো বিচারেই যুযুধান পক্ষগুলোর কোনোটরই সমকক্ষ নয় বাংলাদেশ। প্রধান উপদেষ্টা সেই সক্ষমতা অর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন এই কিছুদিন আগে। সেটার প্রেক্ষাপটও আলোচনার দাবি রাখা। তবু তা এড়িয়ে এটুকু অন্তত বলা যায় যে, সেই আহ্বানের পর এই অল্প কদিনে বাংলাদেশ অন্তত তেমন কোনো সক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়নি।

এ ক্ষেত্রে স্পষ্টতা দরকার আরও বড় একটি কারণে। আর তা হলো—পাকিস্তানে ও মে দিবাগত রাতে যে ভারতীয় হামলা হলো, সেখানে যারা নিহত হয়েছে, তাদের একটা অংশ সাধারণ, আর ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে যে হামলা হয়েছিল—তারাও সবাই সাধারণ। আরাকানে সংঘাতে যারা উদ্বাস্তু হয়েছে, যারা সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের বড় অংশের সবচেয়ে বড় পরিচয় তারা অতিসাধারণ, তারা বেসামরিক। কিন্তু যেকোনো যুদ্ধে এই বেসামরিক ও সাধারণেরাই তো প্রাণ দেয় সবার আগে। দিতে হয়। বিক্ষোভক ও আশ্বনের এই পৃথিবীতে সবার আগে জ্বলে-পুড়ে মরে এই সাধারণ-অতিসাধারণ নামের মানুষেরাই। ফলে কী হতে যাচ্ছে, কীভাবে হতে যাচ্ছে, কেন হতে যাচ্ছে—তার পূর্ণঙ্গ ও পরিষ্কার চিত্র সাধারণের সামনে থাকা চাই। অনেকেই হয়তো জানেন, বলছেন না।

বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের জোয়ার : সংখ্যার ভিড়ে মানের প্রশ্ন

শাহাবুদ্দিন শুভ

বাংলাদেশ- সব সত্ত্বের দেশ। এখানে এমন কিছু নেই, যা ইচ্ছা করলেই করা যায় না। রাজনৈতিক শক্তি, অর্থ এবং প্রভাব থাকলে সব কিছু সম্ভব। আর এসবের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে রাজনীতি। বিগত ৮ মাসে দেশে নতুন রাজনৈতিক দলের যে অভাবনীয় উত্থান ঘটেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। গত বছর ১১টি এবং চলতি বছরের প্রথম চার মাসেই আরও ১২টি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছে। গড়ে প্রতি মাসে প্রায় তিনটি করে নতুন দল বা সংগঠন গঠিত হয়েছে। গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর- এই পাঁচ মাসে ১১টি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দল জন্ম নেয় সেপ্টেম্বরে। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে নিউক্লিয়াস পার্টি অব বাংলাদেশ (এনপিবি) আত্মপ্রকাশ করে। এরপর একে একে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি, ওয়ার্ল্ড মুসলিম কমিউনিটি, সমতা পার্টি, বাংলাদেশ জনপ্রিয় পার্টি, সার্বভৌমত্ব আন্দোলন, বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি, বাংলাদেশ মুক্তির ডাক ৭১, বাংলাদেশ জাগ্রত পার্টি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি এবং জাতীয় বিপ্লবী পরিষদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আরও ১২টি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। গত ৪ জানুয়ারি দেশ জনতা পার্টির আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে বছর শুরু হয়। এরপর ২৮ জানুয়ারি একই দিনে আমজনতার দল ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শক্তি গঠিত হয়। ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ জন-অধিকার পার্টি এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। মার্চে জনতার বাংলাদেশ পার্টি এবং জনতার দল আত্মপ্রকাশ করে। এপ্রিল মাসে গণতান্ত্রিক নাগরিক শক্তি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি, বাংলাদেশ আ-আম জনতা পার্টি এবং জনতা পার্টি বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেয়।



এত বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক দলের জন্মের পেছনে আসলেই কী উদ্দেশ্য কাজ করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

একটি সাক্ষাৎকারে এমএলএম ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত রফিকুল আমীন তার হঠাৎ রাজনীতিতে নাম লেখানোর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানান, রাজনৈতিক পরিচয় না থাকার কারণে, যখন ক্ষমতাত্যাগ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালান, তখন অনেককে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও তিনি সে সুযোগ পাননি। রফিকুল আমীন বলেন, ‘যেদিন হাসিনা পালিয়ে গেলেন, পাঁচ তারিখ, ছয় তারিখ, সাত তারিখ, আট তারিখ, নয় তারিখ- এই কয়দিনে ঢাকা জেল প্রায় খালি হয়ে গেছে। মানুষকে দিন-রাত মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত লোকের জামিন কিভাবে হলো? বলে, না, জামিন হয়নি, রাজনৈতিক



ডেসটিনির রফিকুল আমীনের মতো ব্যক্তির যদি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করেন, তাহলে প্রশ্ন জাগে, তারা সাধারণ মানুষের জন্য কী করবেন? আর যদি অধিকাংশ নতুন দলের জন্মের পেছনে এ রকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা থাকে, তাহলে এই দলগুলো দিয়ে দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র কিংবা জনগণের কতটুকু উপকার হবে- এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় প্রশ্ন।

বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি তখন জেল সুপারের কাছে দৌড়ে গেলাম। বললাম, আমি তো এত দিন ধরে বন্দি আছি, আমাকে ছাড়েন। তিনি বললেন, আপনি তো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। যদি অন্তত হরকাতুল জিহাদ

কিংবা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্যও হতেন, তবুও আপনাকে রাজনৈতিক বিবেচনায় মুক্তি দেওয়া যেত।’ এই অভিজ্ঞতা থেকেই রফিকুল আমীন উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়া

নিজেকে রক্ষার উপায় নেই। তাই তিনি রাজনৈতিক মঞ্চকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চান, যেন ভবিষ্যতে যে প্রশাসক বা রাষ্ট্রশাসক থাকবেন, তার কাছে নিজের ‘জুলুমের কথা’ পৌঁছে দিতে পারেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, অনেক নতুন রাজনৈতিক দল কেবল নাম সর্বস্ব। এর আগে বাংলাদেশে বা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে একসঙ্গে এত বেশি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে কিনা? হয়তো বাংলাদেশই একটি অনন্য বিশ্ব রেকর্ড করেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই বিপুল সংখ্যক দল গঠনের মাধ্যমে আদৌ গুণগত মান ও চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন আসবে কি না?

একটি বিষয় লক্ষ্য করছি- মাত্র একটি দল থেকে বিভিন্ন কারণে বেরিয়ে এসে পাঁচ-ছয়টি নতুন দলের প্রধান বা শীর্ষ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। তাদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। সত্যি বলতে, তাদের রাজনৈতিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংগঠন পরিচালনার সক্ষমতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে কি তারা একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনা বা একটি পার্টির ‘থিঙ্ক ট্যাংক’ হিসেবে কাজ করার মতো উপযুক্ত অবস্থানে আছেন?

ডেসটিনির রফিকুল আমীনের মতো ব্যক্তির যদি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করেন, তাহলে প্রশ্ন জাগে, তারা সাধারণ মানুষের জন্য কী করবেন? আর যদি অধিকাংশ নতুন দলের জন্মের পেছনে এ রকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা থাকে, তাহলে এই দলগুলো দিয়ে দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র কিংবা জনগণের কতটুকু উপকার হবে- এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় প্রশ্ন।

তবুও আমি আশাবাদী। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুণগত পরিবর্তন আসবে। পরিবর্তন হবে সংখ্যায় নয়, মানের দিক থেকে। সত্যিকারের নেতৃত্ব, জনমানুষের চিন্তা ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা নিয়ে একদিন গড়ে উঠবে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, যারা বাংলাদেশকে আরও উন্নত এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে।

লেখক: ফ্রান্স প্রবাসী সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট

- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

মানবিক করিডরে বাংলাদেশের ফায়দা কী

আজাদুর রহমান চন্দন

গৃহযুদ্ধকবলিত মিয়ানমারের রাখাইনে দ্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর জন্য শর্ত সাপেক্ষে একটি প্যাসেজ বা করিডর দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সম্মত বলে সম্প্রতি জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তোহিদ হোসেন। এর পর থেকে বিষয়টি নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে। দেশে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা না করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যুতে অন্তর্বর্তী সরকার কিসের ভিত্তিতে এবং কোন প্রক্রিয়ায় ‘মানবিক করিডর’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। কোনো অনির্বাচিত সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রাখে কি না, সে প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। কারও কারও আশঙ্কা, এ ধরনের সিদ্ধান্তে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে। রাজনৈতিক বিতর্ক ও প্রশ্নের মুখে এখন কথা যোরাানোর চেষ্টা করছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার দণ্ডর থেকে জানানো হয়েছে, সরকার তথাকথিত ‘মানবিক করিডর’ নিয়ে জাতিসংঘ অথবা অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেনি।

বিশ্বের যেসব সংঘাতময় অঞ্চলে মানুষ খাদ্য, ওষুধসহ জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী পায় না কিংবা বেসামরিক নাগরিকসহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে মানবিক করিডরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। আন্তর্জাতিক ও মানবাধিকার-সংক্রান্ত আইনের আওতায় যাদের সরাসরি সহযোগিতা করা যায় না, তাদের জন্যই এ ধরনের উদ্দোগ নেওয়া হয়। বিশ্বের যেসব জায়গায় এ ধরনের মানবিক করিডর হয়েছে তার কোনো কোনোটি বিবদমান পক্ষগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনার মাধ্যমে, আবার কোনোটি তৃতীয় পক্ষ, বিশেষ করে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় হয়েছে। মূলত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ৪৬/১৮২ এবং ৫৮/১১৪ নম্বর রেজল্যুশনে এ ধরনের মানবিক নীতির অনুমোদন দেওয়া আছে। কিন্তু রাখাইনে মানবিক করিডরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জাতিসংঘের কোনো ফোরামে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে তথ্য নেই। তাহলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের লোকজন কেন বিষয়টি নিয়ে এত সরব? পেছন থেকে কলকাঠিটা নাড়ছে কে?

রাখাইনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে আসার পর গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভায় ভাঁচুয়ালি দেওয়া বক্তৃতায় প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সমস্যা ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলি-সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি খলিলুর রহমান আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগের ধারণা দিয়েছিলেন। ওই আলোচনা সভায়ই সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাবেক প্রিন্সিপাল



স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহফুজুর রহমান মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং মানবিক করিডর খোলার প্রস্তাব দেন। এরপর মার্চের শুরুতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড নিয়ে কাজ করা মানবাধিকার সংস্থা ফরটিফাই রাইটস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রাখাইনের যুদ্ধবিশ্রস্ত বেসামরিক নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশ ও আরাকান আর্মির মানবিক করিডর প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে মন্তব্য করে। এর কয়েক দিন পরই জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ঢাকায় আসেন এবং কক্সবাজারে গিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বললেও কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম দাবি করে, জাতিসংঘ মহাসচিবের ওই সফরকালেই নাকি রাখাইনে মানবিক সহায়তার জন্য একটি করিডর চালু করতে বাংলাদেশের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কিন সেনাবাহিনীর প্যাসিফিক কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল জোয়েল পি. ভাওয়েলের বাংলাদেশ সফরকেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর ৮ এপ্রিল ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে

খলিলুর রহমান মানবিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিকল্প না থাকার কথা তুলে ধরেন। রাখাইনের সঙ্গে করিডর তৈরির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের প্রবল আগ্রহ গোপন কিছু নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বৈরথ, তার রক্ষমঞ্চ হয়ে উঠেছে ইন্দো-প্যাসিফিক এলাকা। বিশেষ করে বিশ্বের একক সুপারপাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইদানীং অত্যধিক গুরুত্ব পাচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল। যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর মধ্যপ্রাচ্য ও

আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ধীরে ধীরে নজর সরিয়ে এনেছে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনায় ইন্দো-প্যাসিফিক হচ্ছে প্রধান অংশ। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দেশ আছে এক ডজনের বেশি। আছে চীন, ভারত, পাকিস্তানের মতো পারমাণবিক শক্তিদ্বর দেশ। আছে জাপান-কোরিয়ার মতো অর্থনৈতিক শক্তি। ২০২১ সালে ঘোষিত ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে যুক্তরাষ্ট্র দেখিয়েছে, ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোতে যে জনসংখ্যা, সেটা বৈশ্বিক জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি, যার ৫৮ শতাংশই আবার তরুণ। কর্মশক্তি এবং ভোক্তা—দুই হিসাবেই সংখ্যাটা বিশাল। এখানকার অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক অর্থনীতির দুই-তৃতীয়াংশ, জিডিপির পরিমাণ বৈশ্বিক জিডিপির ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া বিশ্বে যে সমুদ্র আছে, তার ৬৫ শতাংশ পড়েছে ইন্দো-প্যাসিফিকে, ভূমির ক্ষেত্রে যেটা ২৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে এই অঞ্চল হয়ে উঠছে বৈশ্বিক রাজনীতির ভরকেন্দ্র। এই অঞ্চলে চীনের আধিপত্য বাড়লে এখানকার সমুদ্রকেন্দ্রিক বাণিজ্যের ওপর চীনের একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। বঙ্গোপসাগরের পানি ঘোলা হওয়ার চিত্র ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। এই অঞ্চলে চলছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভূ-রাজনৈতিক মাইন্ডগেম। বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে কবেকটি সুপার পাওয়ারের সর্বগ্রাসী যুদ্ধের রণাঙ্গন বানানোর চক্রান্ত চলছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এ অঞ্চলে চীন, ভারত, জাপান, রাশিয়ার স্বার্থও কম নয়। রাখাইনে চীনের ৯০০ কোটি ডলারের বিশাল কিয়াউকপিউ প্রজেক্ট যেমন আছে, তেমনি ভারতেরও আছে কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট প্রজেক্ট। ভারতের কলকাতা বন্দরের সঙ্গে মিয়ানমারের সিতওয়ে বন্দরের মাধ্যমে মিজোরামের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্প ভারতের ড্রিম প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচিত। রাখাইন রাজ্যের যে অংশটুকু এখনো রাশিয়ার

সহায়তায় চীনের দখলে আছে, সেই অংশ অর্থাৎ সিতওয়ে বন্দর এবং কিয়াউকপিউ বন্দর মুক্ত করতে এক সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ আসন্ন। যৌথভাবে এই যুদ্ধ শুরু করতে পারে আরাকান আর্মি, রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র গ্রুপ আরসা এবং চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট। এদের ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য এখন বাংলাদেশকে দরকার যুক্তরাষ্ট্রের। তারা মিয়ানমারের সব কটি বিদ্রোহী গ্রুপকে এক ছাতার নিচে এনে একটা শক্তিশালী আক্রমণ চালিয়ে সিতওয়ে এবং কিয়াউকপিউ বন্দর মুক্ত করতে চায়। এটা করতে পারলেই রাখাইনের পুরোটা মিয়ানমার জাভামুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ আরাকান রাষ্ট্র হয়ে যাবে, যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। পুরো মিশনটির সাফল্য নির্ভর করছে কক্সবাজারের শিলখালীতে একটি বেজক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করতে পারার ওপর। রাখাইন দখলে নেওয়ার এই যুদ্ধে বাংলাদেশকে যেভাবে জড়ানোর তথ্য বিদেশি সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে, সেগুলো রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো।

দেশে দেশে মানবিক করিডর চালুর অভিজ্ঞতা এমনতইেই সুখকর নয়। অনেক জায়গায়ই তা নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে। শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন হয়নি—এমন জায়গায় বিবদমান কোনো কোনো পক্ষের এই প্যাসেজে আক্রমণ করার নজির আছে। এমনকি অনেক জায়গায় মানবিক করিডরে হামলায় বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানিও ঘটেছে। আবার কোনো জায়গায় এমন করিডরে থাকা সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এমন করিডরের রাজনৈতিক ও সামরিক অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকে। আবার অস্ত্র চোরাচালানের জন্যও এই করিডর ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাখাইন একটি অতি সংঘাতপূর্ণ এলাকা। সেখানে কিছু করতে গেলে সংঘাতে জড়িত সব পক্ষের লিখিত সম্মতি থাকতে হবে। মিয়ানমার সরকারের সম্মতি ছাড়া করিডর চালু করা হলে আন্তর্জাতিক আইনে তা বৈধতা পাবে না। আর আন্তর্জাতিক কাঠামো ও রীতিনীতির আওতায় প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রভাবশালী বিভিন্ন পক্ষ এমন করিডরের ধারণা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কোনো অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার দাবি তুলতে পারে।

মানবিক করিডরের মধুর ও মুখরোচক নামের আড়ালে বাংলাদেশকে প্রক্সি যুদ্ধে জড়ালে লাভের গুড় পুরোটাই যাবে যুক্তরাষ্ট্রের পেটে। নিজের স্বার্থ হাসিল করে গেলে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশা কিংবা ভূখণ্ড খণ্ডবিখণ্ড হলো কি না, সে দিকে ফিরেও তাকাবে না; যেমন তাকাচ্ছে না ইউক্রেনের জনগণ ও হাতছাড়া হওয়া ভূখণ্ডের দিকে। মনে রাখতে হবে, ভারতের সেনাবাহিনীর দুটো ডিভিশন মিয়ানমারে অবস্থান করছে। চীন কিয়াউকপিউ বন্দরসহ তার বিআরআই রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। নীরব থাকবে না রাশিয়াও। কারণ, মিয়ানমারে সেও যৌথ প্রকল্পের অংশীদার। এখানে বাংলাদেশের স্বার্থটা কোথায়?

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

বিশ্বমানের শিক্ষা থেকে ক্যারিয়ার বিল্ডিং

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা

ফারজানা সুলতানা

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছে – একটি অভূতপূর্ব রেকর্ড। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের মেধাবী তরুণ-তরুণীরা বিশ্বসেরা শিক্ষার সন্ধানে যুক্তরাষ্ট্রকেই বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু কেন?

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য বিখ্যাত, যার মধ্যে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি), স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং এবং টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাংকিংয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি বছরই শীর্ষ ১০ অবস্থান ধরে রাখে।

এখানকার গবেষণা সুবিধা বিশ্বের সর্বাধুনিক মানের - অত্যাধুনিক গবেষণাগার, পরীক্ষামূলক সুবিধা এবং ডেটা সেন্টার গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত। বিশেষ করে বায়োটেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ক্লিন এনার্জি বায়োটেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ক্লিন এনার্জি এবং ক্লাইমেট সায়েন্সের মতো অগ্রগামী ক্ষেত্রগুলিতে ম্নাত ও ম্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণা কাজ এখানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সাফল্যের গল্পও এখানে উল্লেখ করার মতো। নাসার গবেষক থেকে শুরু করে মাইক্রোসফট, গুগল, অ্যামাজন, টেসলা- এমনসব প্রতিষ্ঠানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ও পলিসি অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন আমাদের দেশের মেধাবীরা। হার্ভার্ড এবং এমআইটির মতো প্রতিষ্ঠান থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী বাংলাদেশীরা শুধু নিজদেশেই নয়, দেশের ভাবমূর্তিকেও সমুন্নত করছেন বিশ্বদরবারে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা তার অসাধারণ নমনীয়তা ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতির জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাংলাদেশসহ ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় এখানে

শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে তাদের আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী কোর্স ও বিষয় বেছে নেওয়ার ব্যাপক স্বাধীনতা। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মেজর পরিবর্তনের সুবিধা। অনেক শিক্ষার্থীই ম্নাতক পর্যায়ে তাদের মূল বিষয় পরিবর্তন করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ- একজন শিক্ষার্থী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্থানান্তর করতে পারেন অথবা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডেটা অ্যানালিটিক্সে সুইচ করতে পারেন। এই নমনীয়তা শিক্ষার্থীদের তাদের প্রকৃত আগ্রহ ও দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি অনন্য দিক হলো একই সময়ে একাধিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ। শিক্ষার্থীরা একই সময়ে দুটি ভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন (ডাবল মেজর) অথবা একটি অতিরিক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন (মাইনর)। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে সাইকেলজি ও মার্কেটিংয়ের যৌথ অধ্যয়নকে উল্লেখ করা যায়। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে বহুমুখী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষাকে অনেকে ব্যাবহুল মনে করলেও বাস্তবে রয়েছে নানাবিধ আর্থিক সহায়তার সুযোগ। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে, যা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন হার্ভার্ড, ইয়েল এবং প্রিন্সটনে ‘নিড-ব্রাইন্ড অ্যাডমিশন’ নীতি চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে একাডেমিক যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ফান্ডিং দেওয়া হয়। অর্থাৎ, যোগ্যতা থাকলে আর্থিক অস্বচ্ছলতা কখনই উচ্চশিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোরডিউ ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো মেধাভিত্তিক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এসব স্কলারশিপ পেতে এসএটি/এসিটি অথবা জিআরই/জিএমএটি-তে ভালো স্কোর অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে একাডেমিক রেকর্ড এবং এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাভিডিটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়।

▶ **যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা তার অসাধারণ নমনীয়তা ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতির জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাংলাদেশসহ ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে তাদের আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী কোর্স ও বিষয় বেছে নেওয়ার ব্যাপক স্বাধীনতা। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মেজর পরিবর্তনের সুবিধা।**

ম্নাতকোত্তর পর্যায়ে টিচিং এসিসট্যান্ট (টিএ), রিসার্চ এসিসট্যান্ট (আরএ) এবং গ্রাজুয়েট এসিসট্যান্টশিপের (জিএ) মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, মাসিক ২ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত স্টাইপেন্ডও পাওয়া যায়। এই সুবিধাগুলো পেতে সাধারণত ভালো একাডেমিক পারফরম্যান্স এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রফেসরদের সুপারিশ প্রয়োজন হয়।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি আংশিক বা সম্পূর্ণ স্কলারশিপের সুবিধা ভোগ করছেন। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৪০ শতাংশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী টিচিং বা রিসার্চ এসিসট্যান্টের মাধ্যমে তাদের পড়াশোনার খরচ মেটাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে ও পরবর্তী কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান, যা শিক্ষার্থীদের পেশাগত ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীরা তাদের অধ্যয়নকালীন সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘণ্টা ক্যাম্পাসভিত্তিক কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই কাজগুলির মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সহকারী হিসেবে কাজ, লাইব্রেরি ডিউটি, বা গবেষণা সহায়কের পদ। এসব কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের আংশিক ব্যয়ভার বহন

করতে সক্ষম হন।

সাকুলার প্রাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের (সিপিপি) আওতায় শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাক্টরুমের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। অন্যদিকে, অপশনাল প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং (ওপিটি) প্রোগ্রামের মাধ্যমে ম্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১-৩ বছর বৈধভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এসটিইএম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়সীমা ৩ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওপিটি শেষে যোগ্য শিক্ষার্থীরা এইচ-৩য়ানবি কর্মভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন। এই ভিসা প্রাপ্তির পর অনেকেই স্থায়ী বসবাসের অনুমতি (গ্রিন কার্ড) লাভের পথে এগিয়ে যান। বিশেষ করে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রকৌশল খাতের পেশাজীবীদের জন্য এই সুযোগ তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য। বর্তমান বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ডেটা অ্যানালিটিক্স, সাইবারসিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, হেলথ ইনফরমেটিক্স, রিনিউএবল এনার্জি খাতে দক্ষ পেশাজীবীদের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকলে চাকরির সুযোগ অনেক বেশি, বিশেষ করে ওপিটি এবং এইচ-৩য়ানবি ভিসার জন্য অগ্রাধিকার পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়ন শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষের পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা বয়ে আনে। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া তৈরি হয়।

প্রতিটি প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সক্রিয় বাংলাদেশী স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (বিএসএ) রয়েছে, যা নবাবত শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। এসব সংগঠন নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করে, আবাসন ও পরিবহন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে নানাবিধ সহশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক অনুষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম, সেমিনার এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেন।

এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরির অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা একটি বৈশ্বিক প্রাক্তন শিক্ষার্থী নেটওয়ার্কের অংশে পরিণত হন। এই নেটওয়ার্ক ভবিষ্যতে চাকরি খোঁজা, ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি অথবা গবেষণা কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারশিপ ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে F-1 স্টুডেন্ট ভিসার প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেক দ্রুততর হয়েছে। সঠিক কাগজপত্র জমা দিলে এখন বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে ভিসা পেয়ে যাচ্ছেন। এই উন্নতির ফলে আবেদন প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়েছে।

এসটিইএম বিষয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য এচট-৩য়ানবি ভিসা স্পন্সরশিপ এখনও অব্যাহত আছে। তবে প্রতিযোগিতা ক্রমাগত বাড়ার কারণে ভালো সিজিপিএ এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইন্টারশিপ এবং গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন আসলেও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রয়েছে। বিশেষ করে এসটিইএম ক্ষেত্রের গবেষক, বিজ্ঞানী এবং উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবীদের জন্য এখনও অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। এসটিইএম শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য মার্কিন নীতিমালায় এখনও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষিত রয়েছে।

সঠিক গাইডেন্স ও কৌশলগত প্রস্তুতি নিলে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য হতে পারে জীবন পরিবর্তনকারী এক মাইলফলক। পরিকল্পিত পদক্ষেপ ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এখানকার শিক্ষা আপনাকে পৌঁছে দিতে পারে সাফল্যের অনন্য উচ্চতায়। উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পথে আপনার যাত্রা হোক স্বপ্নের সমার্থক!

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদের সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত



Timothy Bompert, Esq.
Attorney at Law



গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন

৯১৭-২৮২-৯২৫৬

কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এন্ট্রেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompert

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompert is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্রাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +1 ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক ইনকিলাব সত্যের সন্ধানে আপোষহীন

WWW.WEEKLYINQILAB.COM

WEEKLY INQILAB

আপনার পত্রিকা সংগ্রহ করুন

প্রথম সংখ্যা প্রকাশ

মে ৬, ২০২৫ থেকে



ইনকিলাব এখন পাঠকের হাতের মুঠোয়

অনলাইনে খবর পড়ুন যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গা থেকে



www.weeklyinqilab.com



929-328-5971 | info@weeklyinqilab.com
86-11 101 Avenue, Ozone Park, NY-11416



এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmmrahman.com



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses



■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: **naea** **NYSSEA**

Tel: 718-440-6712
718-205-3460

Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com



ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

গ্রন্থাঙ্ক বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন
করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার
অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২



বৃহস্পতিবার রাতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিষয়ে সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।

আ.লীগের নিষিদ্ধের দাবিতে হাসনাতের নেতৃত্বে যমুনার সামনে অবস্থান

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগের বিচার ও দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিষয়ে সুস্পষ্ট রোডম্যাপ (পথনকশা) ঘোষণার দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। তাঁর সঙ্গে সেখানে আরও অনেকে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা আওয়ামী লীগের বিচার ও দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে নানা স্লোগান দিচ্ছেন।

এই কর্মসূচিতে সবাইকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে এক ফেসবুক পোস্টে হাসনাত আবদুল্লাহ ঘোষণা দেন, গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগের বিচার নিশ্চিত করা ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ (পথনকশা) না পাওয়া পর্যন্ত রাত ১০টা থেকে যমুনার সামনে তিনি অবস্থান নবেন।

রাত ১০টার পর হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে যমুনার সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সেখানে তাঁর সঙ্গে এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা যোগ

দিয়েছেন। অবস্থান কর্মসূচিতে ‘ব্যান করো ব্যান করো, আওয়ামী লীগ ব্যান করো’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’, ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি আজাদি’ প্রভৃতি স্লোগান দেওয়া হচ্ছে।

এই কর্মসূচি চলার মধ্যেই রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম লিখেছেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফ্যাসিস্ট ও খুনি আওয়ামী লীগের বিচার নিয়ে টালবাহানা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল ও নিষিদ্ধের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। আসামিদের জামিন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবৈধ ফ্যাসিস্ট সরকারের রাষ্ট্রপতিকে চোখের সামনে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে। বিচার প্রক্ষেপে সরকারের প্রতি আমাদের অনাস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে।’

নাহিদ ইসলাম ফেসবুক স্ট্যাটাসে আরও লিখেছেন, ‘জুলাইয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল খুনিদের বিচার এবং মুজিববাদীরা বাংলার মাটিতে আর কখনো রাজনীতি করতে পারবে না। আজ রাতেই ফয়সালা হবে আওয়ামী লীগের বিষয়ে। আওয়ামী লীগের বিচার, নিবন্ধন বাতিল ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না আসা পর্যন্ত আমরা রাজপথ থেকে উঠব না।’

২৩ মে নিউইয়র্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা। পাঠকদের জন্য থাকবে অসংখ্য নতুন বইয়ের সম্ভার।

উল্লেখযোগ্য যে, তরুণ লেখক সাদাত হোসাইনের এটি প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর। উপন্যাস, ছোটগল্প ও কবিতার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বব্যাপী বাংলা পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন ‘কালি ও কলম সাহিত্য পুরস্কার’ (আইএফআইসি ব্যাংক নির্বেদিত), ‘এক্সিম ব্যাংক-অন্যদিন হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার’, ‘শুভজন সাহিত্য সম্মাননা’, ‘এসবিএসপি-আরপি ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার’, ভারতের ‘চোখ সাহিত্য পুরস্কার’ ২০১৯সহ বহু সম্মাননা।

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও তিনি অর্জন করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ‘বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬’।

মেলার আহ্বায়ক রোকেয়া হায়দার বাংলা ভাষাপ্রেমী সবাইকে এই বইমেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সক্রিয় রাজনীতিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেন দলের নেতারা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দলের এবং বিভিন্ন দিবসের আচার অনুষ্ঠানে হয়ত শারীরিকভাবে তিনি উপস্থিত থাকতে পারছেন না। সামনে ওনার শারীরিক সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে অবশ্যই যথাযথভাবে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে নেতৃত্ব দেবেন। এটাই আমরা আশা করি। কিন্তু এটা নির্ভর করবে শারীরিক সক্ষমতার ওপরে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, গণতন্ত্র উত্তরণ এবং গণতান্ত্রিক পথযাত্রায় তিনি সব সময় আমাদের নেতৃত্বে থাকবেন।’

বিএনপি নেতারা মনে করেন, সভা-সমাবেশে খালেদা জিয়ার উপস্থিতি নেতাকর্মীরা উজ্জীবিত করবে। তবে সব কিছু নির্ভর করছে খালেদা জিয়ার শারীরিক সুস্থতার ওপর।

Tax & Immigration Services



Tax Immigration Real Estate Mortgage Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filing

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & \$1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সার্টিফিন ব্রুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস-সালাম ফার্মেসি
(সার্টিফিন ব্রুবার্ড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭



Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up

DMV/TLE, School Physical

Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine

Blood, Urine Test, EKG

Immigration Physical

Podiatric Surgery

COVID Test & COVID Vaccine

All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



যুক্তরাষ্ট্রে দুই শহরে কাউন্সিলম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্যালক-দুলাভাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটি ও মিশিগানের হেমট্রামিক শহরের কাউন্সিলম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শ্যালক ও দুলাভাই। তারা দুজনেই বাংলাদেশী। গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায়। সে দুজন হলেন সোহেল আহমেদ ও মাহফুজুর রহমান।

জানা গেছে, প্রবাসী বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত সোহেল এর আগেও নির্বাচন করে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অল্পের জন্য ঘটে ফল বিপর্যয়। এবার তিনি কাউন্সিল এট লার্জ পদে রানিং মেয়রের প্যানেলে ডেমোক্রেন্ট থেকে লড়াই করছেন। আগামী ১০ জুন সে শহরে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে।

এক প্রতিক্রিয়ায় সোহেল বলেন, প্রবাসীদের পক্ষে সিটিতে কথা বলতে চাই আমি। বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেই আমার এই লড়াই।

এদিকে বিগত ১১-১২ বছর ধরে মাহফুজ আমেরিকার অনলাইনে ও অফলাইনসহ দেশে ও প্রবাসের বেশ কিছু সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। কাজ করছেন মানবিকতা নিয়ে বিভিন্ন প্রাক্টফর্মও। তিনি চলতি বছরের আগস্টের ৫ তারিখের প্রাইমারি নির্বাচনের জন্য মিশিগানের বাংলাদেশী আরব পোলিশ আমেরিকানদের শহর হেমট্রামিক শহরে কাউন্সিলম্যান পদে লড়াইবেন। একই সাথে তিনি সেখানকার মিডিয়াকর্মীদেরও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

তার ব্যক্তিগত সহকারী শাহজাহান হিটলার প্রার্থীতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা কুমো-অ্যাডামসের

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক গভর্নর অ্যাড্‌মি কুমো ও বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস। যা প্রাইমারির আগে মেয়র নির্বাচনকে আরও জমিয়ে তুলেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই পদক্ষেপ সিটির রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করতে পারে।

জানা গেছে, কুমো ডেমোক্রেন্টিক প্রাইমারি নির্বাচনে তিনি বড় ধরনের লিডে ছিলেন। গত ৫ মে আসন্ন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া ঘোষণা দেন তিনি। তিনি ‘ফাইট এবং ডেলিভার’ নামক একটি নতুন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডেমোক্রেন্ট, স্বতন্ত্র এবং রিপাবলিকান ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে চান।

বিশ্লেষকরা বলছেন, কুমোর এই সিদ্ধান্তের ফলে জুলাই মাসে ডেমোক্রেন্টিক প্রাইমারি হারলেও নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন তিনি। তার এই কৌশলটি একদিকে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিবে অন্যদিকে শক্তিশালী প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম করবে।



অ্যাড্‌মি কুমো



এরিক অ্যাডামস

এদিকে বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসও একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি গত ৩ এপ্রিল ঘোষণা করেন ডেমোক্রেন্টিক প্রাইমারি ত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। অ্যাডামসের এই সিদ্ধান্ত তার জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কেলঙ্কারি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি চেষ্টা বলে মনে হচ্ছে।

নিউইয়র্কের রাজনীতির বিশ্লেষকরা কুমোর সিদ্ধান্তকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন। তবে কুমোর অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত চিন্তা তাকে এই নির্বাচনী লড়াইয়ে এগিয়ে রাখতে পারে বলে মনে করছেন তারা।

আটলান্টিক সিটিতে ‘বন্যার ঝুঁকি ও মোকাবেলায় করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালা

স্বতন্ত্র চৌধুরী

নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে ‘বন্যার ঝুঁকি ও মোকাবেলায় করণীয়’ শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ মে (বুধবার) বিকেলে আটলান্টিক সিটি নগর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সহযোগিতায় বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন আটলান্টিক সিটির অগ্নি নির্বাপন বিভাগের প্রধান ও জরুরি ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক স্কট কে. ইভান্স, ম্যাট বমগার্টনার, স্টিফেন হলম্যান প্রমুখ।

তারা বন্যা সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি, তার পূর্বপ্রস্তুতি এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন কৌশল নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্থানীয় বিভিন্ন কমিউনিটির বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন এবং সক্রিয়ভাবে মতামত ও প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন।

চলতি বছরের ডিভি ভিসার ফল প্রকাশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ডিভি-২০২৬ বা বেচিগ্রাময় অভিবাসন ভিসা লটারির ফল প্রকাশ করেছে। যারা ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন করেছেন তারা অনলাইনে ফলাফল দেখতে পারবেন। তবে অতীতে বেশি সংখ্যক মানুষ অভিবাসন করা বাংলাদেশ, ভারত, চীন এবং ব্রাজিলের নাগরিকরা এবার এই প্রক্রিয়ার আওতায় আসেননি।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দিতে প্রতিবছর এই ভিসা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৫৫ হাজার আবেদনকারীকে নির্বাচিত করা হয়। আবেদনকারীরা তাদের জীবনসঙ্গী এবং একুশ বছরের কম বয়সী সন্তানদের একসাথে যুক্ত করতে পারেন।

ফলাফল দেখার জন্য নির্ধারিত সরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনকারীদের নিজেদের কনফারমেশন নম্বর, শেষ নাম এবং জন্ম সাল লিখে ফলাফল দেখতে হবে। অনলাইনে এই ফলাফল দেখা যাবে ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা কোনও নির্বাচিত ব্যক্তিকে ইমেইল, চিঠি বা ফোন কলের মাধ্যমে জানায় না। কেউ যদি ঢাকা বা ব্যক্তিগত তথ্য দাবি করে, তাহলে সেটি প্রতারণা বলে গণ্য করতে হবে।

নিউইয়র্কে এমপাওয়ারিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে এমপাওয়ারিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (ইডিপি) দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ উপলক্ষে গত শনিবার (২৬ এপ্রিল) কুইন্সের জয়া হলে সম্মাননা প্রদানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শারমিন সিরাজ সোনিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইডিপির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আশিয়া বেগম। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আশিকুর রহমান আশিকের সার্বিক সহযোগিতায় এবং প্রেসিডেন্ট এমএস আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা আহমেদ শরীফ এবং তাঁর সহধর্মিণী সঙ্গীত শিল্পী মেহেরুন আহমেদ, এসেবলী প্রতিনিধি সাগির খান।

অনুষ্ঠানে জন ল্যু ইডিপির সাফল্য ও কমিউনিটির উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আশিয়া বেগমের প্রশংসা করেন। স্টেট সাগির খান ইডিপি-কে ফান্ডিংয়ে সহযোগিতার কথা জানান।

কণ্ঠশিল্পী চন্দ্রা রায় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গান পরিবেশন

করেন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অফিস এবং নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেমবলিমেন্টার জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে ইডিপি-কে প্রক্লেমেশন দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সিটি কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফের অফিস থেকে ইডিপির কম্পিউটার ট্রেনিং প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন আশিয়া বেগম এবং এমএস আলম।

আশিয়া বেগম বলেন, ‘কমিউনিটিতে তার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ও স্টেট এসেমবলি সম্মাননা ক্রেস্ট ও অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। এটি ছিল ইডিপির দীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম ও কমিউনিটির সেবায় অবিচল নিষ্ঠার এক অনন্য স্বীকৃতি। এই সম্মাননা ইডিপির শিক্ষার্থীদের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল ইডিপির দশ বছরের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও কমিউনিটির উন্নয়নে অবিরাম প্রচেষ্টার এক গৌরবময় প্রতিচ্ছবি। এটি ছিল প্রতিষ্ঠানটির জন্য এক স্মরণীয় দিন।’

ইডিপির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যসমূহের ঘোষণা দিয়ে আশিয়া বেগম বলেন, ‘এটি বৃহত্তর পরিসরে কমিউনিটির কল্যাণে আরও ভূমিকা রাখবে।’

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরফল ও একাউন্টিং-এর টিউটোরিয়ালসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মান্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফর্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সার্বিসিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লোকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইল

MITU DISABILITY CENTER MITU PHYSICAL THERAPY P.C. MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

**আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন**

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, কিনবিন করা, মাথা ঘরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

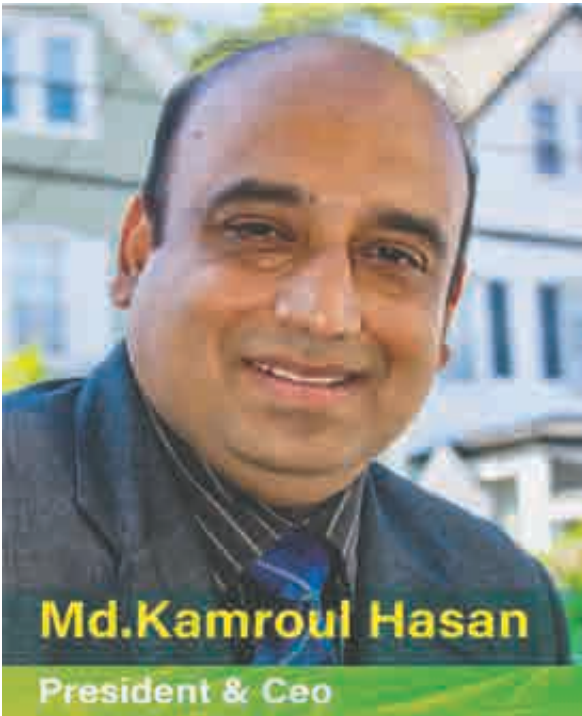
N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

আপনার মা-বাবা, স্বতন্ত্র শ্রমিক, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md. Kamroul Hasan
President & Ceo

**YOUR HOME SOLD
GUARANTEED REALTY**
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্রান্সি মিড্রি এবং
টিএনএল ইনস্ট্রুমেন্টস করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্ট্রুমেন্টস করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

**HASAN
TAXI
SERVICES INC**



GLOBAL

Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT WITH OUR OTA

www.globaltravelbd.com

"We provide 24/7 customer support"



FLIGHT



VISA



HOTEL

\$300 OFF

* Minimum \$10000 cash
purchase required

CALL NOW

718-406-9745
718-200-2655



Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলান্ট সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাব্দিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL
COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তাল জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫, ৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com



CURRY COMPETITION

Starter/ Appetizer (Chatpoti/ Fuchka etc.)

Dessert (Sweet/Cake/Pitha etc.)

Main Course (Polao/ Roast/ Korma/ Biryani/ Curry etc.)

QUEENS

SUNDAY, MAY 11, 2025 | 4.00 PM

AASHA PARTY HALL

89-14 168th Street, Jamaica, NY 11432

BRONX

SUNDAY, MAY 18, 2025 | 4.00 PM

KHALIL BIRYANI HOUSE

1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

SCAN HERE
FOR REGISTRATION



JOINTLY ORGANIZED BY



Khalil Group of Industries



Aasha Group

More Details

Sadia Khondokar, Coordinator

917-722-4703, 347-459-8489, 929-624-8398



দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো রিয়েল এস্টেট এক্সপো

নিউইয়র্ক

গত শনিবার লাগোডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে দিনব্যাপী এই এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো ইউএসবিসিসিআই আয়োজিত রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৫। গত শনিবার (৩ মে) লাগোডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এই এক্সপো। রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত দেশি-বিদেশি অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়।

এক্সপোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইউএসবিসিসিআই এর সভাপতি লিটন আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন



ফাহাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসোসিয়েশন ও সিটি মেয়র পদে

ডেমোফ্রনিক প্রাইমারি প্রাবী জোহরান মামদানী, ইউএসবিসিসিআই'র পরিচালক

আহাদ আলী, ইসমাইল হোসেনসহ ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা

বক্তব্য রাখেন।

বক্তরা বলেন, এই আয়োজন শুধু একটি বাণিজ্যিক মেলা নয়, এটি ছিল অভিবাসী বাংলাদেশিদের স্বপ্নপূরণের পথে একটি নতুন ধাপ, যেখানে তথ্য, সংযোগ ও সহযোগিতা—সবকিছুই মিলে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এক্সপোতে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়া ছয়টি সেমিনারে বাড়ি কেনাবেচা, মর্টগেজ, লোন, আইনগত দিকসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ফাইন্যান্সিং নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

ব্যাংক, মর্টগেজ কোম্পানি ও এটর্নি অফিসের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক্সপোটি হয়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ রিয়েল এস্টেট ও ফাইন্যান্স সন্মেলন। যারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সফল হয়েছেন, তাদের হাতে সম্মাননা ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। নতুন সদস্যদের স্বীকৃতি প্রদানও ছিল এক্সপোর অংশ।

পাকিস্তানের লাহোরে কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছে মার্কিন কনসুলেট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের লাহোর শহরের আকাশে ড্রোন বিস্ফোরণ ও ভূপাতিত হওয়ার ঘটনা এবং হঠাৎ আকাশসীমায় হামলার আশঙ্কায় কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কনসুলেট জেনারেল। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

কনসুলেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়, লাহোরের প্রধান বিমানবন্দরের আশপাশের কিছু এলাকায় লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক তথ্যও তারা পেয়েছে। কাশ্মীরের পোহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার জের ধরে গত বুধবার রাতে পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্র হামলা চালায় ভারত। এতে পাকিস্তানের ৩১ জন নিহত হয়েছে। পাল্টা হামলায় ভারতের কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনার মধ্যে এমন পদক্ষেপ নিল যুক্তরাষ্ট্র।

Foot Specialist

ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave. Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave. Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toenails
Fracture Management

Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Available

We Accept all Major insurance Plan

Dr. Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেস্তুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মানোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও সফল শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আদর্শ সর্বো ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra palace

Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।



COMMITTED HOME CARE



সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত **FACILATOR** হিসেবে **CDPAP** সার্ভিস **TRANSFER** এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য **COMMITTED HOME CARE** নাম উল্লেখ্য করতে হবে।



Giash Ahmed
Vice President

Committed Home Care

Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814

Cell : 917-744-7308

giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,

Jackson Heights, NY 11372

Tel : 718-457-0813

Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, স্বত্ব-পার্বত্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com



M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA



প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718) 874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718) 874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কোল্ডে

সরব্রহ্মণের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসআইলার ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে শ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যাজাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজ্ঞানস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA, LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529



KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here

+1 516 451 3748





- ✓ **প্রাইভেট অকশনের বাড়ি**
- ✓ **পাবলিক অকশনের বাড়ি**
- ✓ **ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়ি**
- ✓ **শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি**

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR



HOMECARE

LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

**PPL
Facilitator**



বাংলাদেশী মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

ও আমরা বাংলায় কথা বলি
ও আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট
করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,

E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM

WEB: WWW.DHCARENY.COM



বারী হোম কেয়ার

- Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
- Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE Service Provider

- Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
- We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care –
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.**

**Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.**



THE BARI GROUP



Head Office:

37-16 73rd St., 4th FL.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:

169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:

1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Woodside Office:

49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:

31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:

469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:

1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:

59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:

977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower

74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomocare.com www.barihomocare.com

শিল্পী অনিমা রায়ের একক সঙ্গীত সন্ধ্যা

নিউইয়র্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিউইয়র্কে সংগীতশিল্পী ড. অনিমা রায়ের একক সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (৩ মে) সন্ধ্যায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ-এর আয়োজনে আশা পার্টি হলে এই আয়োজনটি সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অনিমা রায় একুশটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনিমা রায় অনুষ্ঠান শুরু করেন “আকাশভরা সূর্য-তারা” গান দিয়ে। এরপর একে একে পরিবেশন করেন “এসো এসো আমার ঘরে”, “ভালোবেসে সখী”, “কুফলি আমি তারেই বলি”, “আমার হিয়ার মারে”, “পুরানো সেই দিনের কথা”, “তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা”, “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে”, “আকাশ আমার ভরল আলোয়” সহ আরও বহু জনপ্রিয় গান।

শুধু গান নয়, অনিমা রায় প্রতিটি গানের পেছনের গল্প ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দিকগুলোও তুলে ধরেন। তিনি



বলেন, রবীন্দ্রনাথের গান শুধু সুর নয়, একেটি গান যেন একেটি দর্শন। কোনটি প্রকৃতিকে নিয়ে, কোনটি ভালোবাসা বা ঈশ্বরকে ঘিরে, আবার কোন গান সমাজ ও রাজনীতির দিক নির্দেশ করে। তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমরা সবাই রাজা’ গানটির মধ্যেও কবি বিশ্ব রাজনীতির গভীর দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। অনিমা রায়ের কথায় ও সুরে দর্শকরা যেন রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেন।

শিল্পীর পরিবেশনায় কাদম্বরী দেবী, রানু মুখার্জী, নলিনী, আনা তডখড, ভিক্টোরিয়া ওকাস্পোর মতো রবীন্দ্রজীবনের নানা নারী চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন সাদিয়া খন্দকার। শ্রোতারা অত্যন্ত মনোযোগ ও আবেগ নিয়ে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের শেষপ্রান্তে দর্শকদের অনুরোধে অনিমা রায় আরও কিছু গান ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

ইউক্রেনকে চাপে রেখে পুতিনকে খুশি করছেন ট্রাম্প: বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ইউক্রেনকে চাপে রেখে ভ্লাদিমির পুতিনকে খুশি করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত সোমবার ডেলাওয়্যারে নিজ বাসভবনে সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর এই প্রথম সরাসরি কোনো সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন জো বাইডেন। সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, ‘রাশিয়ার জন্য ভুখণ্ড ছেড়ে দিতে ইউক্রেনের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা হলো “আধুনিক যুগের তোষণনীতি”। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিশ্বাস করেন ইউক্রেন রাশিয়ার অংশ। আর কেউ যদি মনে করেন কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিলে শান্তিচুক্তি সম্ভব, তাহলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন।’

বিবিসির সাক্ষাৎকারে ইউক্রেন নিয়ে বাইডেনের নিজস্ব নীতির পাশাপাশি ২০২৪ সালের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়।

জ্যামাইকা থিয়েটার ইনকের নতুন কমিটি

সভাপতি আখতার বাবুল, সম্পাদক নাজিয়া

জলি আহমেদ

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় জ্যামাইকা থিয়েটার ইনক-এর ২০২৫-২৬ মেয়াদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। স্টার কাবাব রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আখতার বাবুল সভাপতি ও নাজিয়া জাহান সাধারণ সম্পাদক করে নতুন নেতৃত্ব নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় নাজিয়া জাহান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, আর সভাপতি পদের জন্য তিন প্রার্থী আলোচনার মাধ্যমে আখতার বাবুলকে মনোনীত করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সভাপতি শেখ হায়দার আলী, পরিচালনা করেন বাবু গোবিন্দ দাস। নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফখরুল আলমের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন। নবগঠিত



আখতার বাবুল নাজিয়া জাহান

কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ ফারুক হোসেন, সহ-সভাপতি তাসকিনুল হক এবং নাট্যপরিচালক কামরুল ইসলাম জয়।

সভায় জ্যামাইকা থিয়েটার ইনক-এর বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জানান, দ্রুতই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে এবং সংগঠনের ঐতিহাসিক নাটক ‘গিরগিটি’ নতুনভাবে মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে।



কানাডা বিক্রির জন্য নয়

ট্রাম্পের সাথে প্রথম সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি

ফারজানা নাজ শম্পা, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা

সারা বিশ্বের কাছে বহুল প্রত্যাশিত আমেরিকার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বহুল প্রতীক্ষিত প্রথম সরাসরি সাক্ষাতকারে কানাডার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, ‘কানাডা নট ফর সেল’।

গত সপ্তাহের কানাডার ফেডারেল নির্বাচনে মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি বিজয়ী হওয়ার পর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এই দুই নেতার প্রথম বৈঠক ছিল।

কার্নি যখন কথা বলছিলেন, তখন ট্রাম্প হেসে মাথা নাড়লেন। তিনি সীমান্তকে ‘কৃত্রিম রেখা’ হিসেবেও উল্লেখ করলেন এবং জোর দিয়ে বললেন, ‘কখনও কখনও বলা না।’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, আমার অনেক, অনেক কিছু হয়েছে; যা করা সম্ভব ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয়েছে এবং তা শুধুমাত্র খুব বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে করা সম্ভব। ‘কিন্তু যদি এটি সকলের উপকারের জন্য হয়, তাহলে আপনি জানেন, কানাডা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরা কানাডাকে ভালোবাসি। আমার মনে হয়, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’

বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে যাকে কার্নি ‘গঠনমূলক আলোচনা’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন যে, এই আলোচনাটি ‘দুটি সার্বভৌম, স্বাধীন দেশের নেতাদের’ মধ্যে ছিল।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কানাডাকে ৫১তম স্টেট এই মন্তব্য সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে বলা হলে কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি বলেন, ‘আমি আনন্দিত যে, আপনি আমার মনে কী চলছে তা বলতে পারবেন না।’ ‘প্রথম বিষয়টির বিষয়ে, রাষ্ট্রপতি কিছু সময়ের জন্য এই বিষয়ে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি সর্বদা ইচ্ছা এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সতর্ক ছিলাম।’ ওভাল অফিসে আমি স্পষ্ট ছিলাম, যেমনটা কানাডিয়ানদের পক্ষ থেকে আমি সব সময় স্পষ্ট করে বলেছি যে, এই বিষয়টি কখনোই ঘটবে না।’

যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কি ট্রাম্পকে কানাডাকে ৫১তম রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা বন্ধ করতে বলেছেন, তখন কার্নি বলেন, ‘হ্যাঁ।’ ট্রাম্পের সেই অনুরোধের প্রতি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কার্নি বলেন, ‘দেখুন, আমি জানি না, তিনিই রাষ্ট্রপতি। তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন ... তবে আমি প্রকাশ্যে এবং ধারাবাহিকভাবে খুব স্বচ্ছ সুদৃঢ় এবং স্পষ্ট ছিলাম। একই সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বচ্ছ আর স্পষ্ট ছিলাম ওভাল অফিসের সব আলোচনায়।’

কানাডিয়ান পণ্যের উপর ট্রাম্পের ব্যাপক ও জুপীকৃত শুল্ক আরোপের পাশাপাশি কানাডার সার্বভৌমত্বের ক্রমাগত হুমকির মুখে, প্রধানমন্ত্রী কার্নি বারবার বলেছেন, কানাডা আমেরিকার সীমান্তের উভয় পাশের নাগরিকরা এটি আত্মস্থ করতে পেরেছে যে, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ‘শেষ’। ট্রাম্প বলেন, ‘এটি সম্ভবত রাজনীতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যাবর্তনগুলির মধ্যে একটি ছিল, সম্ভবত আমার চেয়েও বড়।’

কানাডার নির্বাচন প্রসঙ্গে কমান্ডার-ইন-চিফ আরও যোগ করেছেন যে তিনি ‘আগ্রহের সাথে’ নির্বাচনটি দেখেছেন এবং বিশ্বাস করেন যে কানাডা ‘একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি, একজন নিঃসন্দেহে খুব ভালো ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছে।’

কার্নি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তার আতিথেয়তা এবং নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে ‘রূপান্তরকারী রাষ্ট্রপতি বলে অভিহিত করেছেন। সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার প্রাসঙ্গিক পটভূমিতে মত বিনিময়ের সময় একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা তাঁর মন্তব্যে বলেন, ‘বৈঠক-পরবর্তী মধ্যাহ্নভোজের সময় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ তাঁর সুর অব্যাহত ছিল।’

কর্মকর্তা বলেন, ‘মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ট্রাম্প কিছু করেন পলিসি বা বৈদেশিক নীতির বিষয়ে কার্নির দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করেছেন এবং দুজনেই আকটিক, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য যুদ্ধসহ আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, এটি তাদের কাছে ‘উৎসাহজনক এবং আকর্ষণীয়’ বলে মনে হয়েছে।’



ফাস্ট এইড হোম কেয়ার

WE PAY HIGHEST RATE

CDPAP Service

HHA/PCA Service

Skilled NURSING

We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.

Dr. Gee Cee Pat
Vice President

Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President

Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।

917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254

Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

মার্কিন আদালতের রায়ে স্থগিত লিবিয়ায় অভিবাসী পাঠানোর পরিকল্পনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বস্টনের একটি মার্কিন আদালত ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের লিবিয়ায় অভিবাসী প্রত্যাভাসনের পরিকল্পনার ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আদালতের এই আদেশে বলা হয়েছে, পরিকল্পনাটি অভিবাসীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকারের পরিপন্থী এবং এটি পূর্বে দেওয়া আদালতের একটি আদেশকে স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে।

আদালতে দাখিল করা এক আবেদনে অভিবাসীদের আইনজীবীরা জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে লিবিয়ায় অভিবাসী বহনের জন্য ফ্লাইট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। বিচারক ব্রায়ান মারফি তাদের যুক্তির প্রেক্ষিতে বৃদ্ধবার বিকেলে এই নিষেধাজ্ঞা দেন। তিনি উল্লেখ করেন, অভিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় লিখিত নোটিশ এবং তাদের পক্ষে আবেদন করার একটি বাস্তব সুযোগ না দিলে এ ধরনের প্রত্যাভাসন আইনবিরুদ্ধ।

এই আদেশের আগেই, দুটি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, উত্তর আফ্রিকার সংঘাতপীড়িত দেশ লিবিয়ায় অভিবাসী পাঠানো নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের প্রস্তুতি চলছে এবং এটি সন্তোষের মধ্যেই শুরু হতে পারে। তবে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, ২০১১ সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকে লিবিয়া গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক বিভাজন এবং সহিংসতার মধ্যে রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নাগরিকদের দেশটিতে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়ে রেখেছে।

এই পরিস্থিতিতে লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবদুল হামিদ দিবেইবা এক বিবৃতিতে বলেন, লিবিয়া কোনোভাবেই অন্য দেশের অভিবাসন সমস্যার বোঝা বহন করবে না। আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, কোনো প্রেক্ষাপটেই অভিবাসী প্রত্যাভাসনের গন্তব্য হতে রাজি নই।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করুন। যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে রুম্যন্ডা, বেনিন, অ্যাঙ্গোলা, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, এসওয়াতিনি ও মলডোভার সঙ্গে অভিবাসী প্রত্যাভাসন বিষয়ে আলোচনার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তেজনা কমান, মানুষকে সুরক্ষা দিন: মালালা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের প্রতি চলমান উত্তেজনা কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই। তিনি বলেন, ‘উত্তেজনা কমিয়ে আনতে এবং বেসামরিক মানুষজন, বিশেষ করে শিশুদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ নিন। বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন।’

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার পরিস্থিতিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এল্লে দেওয়া এক পোস্টে মালালা লেখেন, ‘আমরা একে অপরের শত্রু নই, ঘৃণা ও সহিংসতা আমাদের সাধারণ শত্রু।’

সীমান্তে পাল্টাপাল্টি হামলায় উভয় দেশে প্রিয়জন হারানো বেসামরিক মানুষদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে মালালা আরও লেখেন, এই ‘বিপজ্জনক সময়’ে তিনি পাকিস্তানে তাঁর বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করা সব সমর্থক, শিক্ষাবিদ ও মেয়েদের কথা ভাবছেন। পোস্টে মালালা আরও লিখেছেন, ‘আমাদের সম্মিলিত নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তিই একমাত্র পথ।’ তিনি লেখেন, ‘এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এখনই সংলাপ আর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে।’

মালালা ১৯৯৭ সালের ১২ জুলাই পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার



মালালা ইউসুফজাই

মিনগোরায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর স্কুল থেকে ফেরার পথে হামলার শিকার হয় কিশোরী মালালা। স্কুলের গাড়িতে মালালা ও তার দুই বান্ধবী তালেবানের গুলিতে জখম হয়।

উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয় মালালাকে। সুস্থ হয়ে সেখানেই পড়াশোনা শুরু করেন তিনি। মাত্র ১৭ বছরে বয়সে শান্তিতে নোবেল পান মালালা। এত অল্প বয়সে এর আগে কেউ নোবেল পাননি।

মালালা এখন সপরিবার যুক্তরাজ্যেই বাস করছেন। এরই মধ্যে আত্মজীবনী লিখেছেন এই নোবেলজয়ী। বইয়ের নাম ‘আই অ্যাম মালালা: হাউ ওয়ান গার্ল ষ্ট্রুড আপ ফর এডুকেশন অ্যান্ড চেঞ্জড দ্য ওয়ার্ল্ড’। শত বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও নারীশিক্ষা বিস্তারের সক্রিয় অবদান রেখে আসছেন তিনি।

গর্ভপাতের ওষুধ নিয়ে মামলা খারিজ

এইচবি রিভা

ট্রাম্প প্রশাসন টেক্সাসের ফেডারেল বিচারকের কাছে গর্ভপাতের ওষুধ মাইফেপ্রিস্টোনের অ্যাক্সেস সীমিত করার লক্ষ্যে করা মামলাটি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করছে।

মামলাটি শুরু হয়েছিল ডেমোক্রেট সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সময়। বিচার বিভাগের আদালতে দায়ের করা মামলায় ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে, ‘আইভাহো, মিসৌরি ও কানসাসের সঙ্গে টেক্সাসের কোনো সম্পর্ক নেই, যেখানে মামলাটি দায়ের হয়েছে।’ তাই তাদের যুক্তি, এই অঙ্গরাজ্যগুলোর কোনো আইনগত অধিকার নেই খাদ্য ও

ওষুধ প্রশাসনের (এফডিআই) বিরুদ্ধে এই মামলায় অংশ নেওয়ার, যেখানে এফডিআইয়ের নিয়মানুযায়ী মাইফেপ্রিস্টোন অনলাইনে ও ডাকের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ আদালতে লিখেছে, ‘এই মামলার বাইরে অঙ্গরাজ্যগুলো স্বীকার করেছে যে, তাদের দাবির সঙ্গে টেক্সাসের নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা আরও বলেছে, “প্রাথমিক মামলাকারীদের মামলার বৈধতা আদালত অস্বীকার করেছে, তারা নিজেরা মামলা তুলে নিয়েছে, আর এখন যেসব রাজ্য মামলায় আছে তাদের দাবিরও এই জেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।” তাই এই মামলা টিকিয়ে রাখার সুযোগ নেই।’

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

ATTORNEY CHANDA THAPA

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

নির্মাণ সাইট বা রেন্টোরায় কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা আমাদের কল করুন

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না। এটি একটি বিজ্ঞপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

এখন কুইন্সেই পাবেন বিশেষজ্ঞ হৃদরোগ চিকিৎসা

Kumar Sarkar, MD

**Kumar Sarkar, MD—Northwell’s Cardiovascular Institute-র
একজন সম্মানিত সদস্য। এখন নতুন ঠিকানায়।**

8040 Cooper Avenue, Glendale, Queens

ডাঃ সরকার গ্লেনডেল, কুইন্সে প্রতিরোধমূলক কার্ডিওলজি, কার্ডিয়াক ইমেজিং, স্ট্রেস টেস্টিং এবং আধুনিক কার্ডিয়াক সেবায় পারদর্শী। তিনি একই স্থানে পরামর্শ, পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করেন, যাতে রোগীরা সহজেই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন। বিশেষভাবে, তিনি দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের অনন্য সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদার প্রতি গভীর মনোযোগ দেন।

আমরা অভিজ্ঞ কার্ডিওভাসকুলার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি, যা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে আপনাকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে নিবেদিত।

**একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট
বুক করুন**



নতুন পোপ আমেরিকান, শুরু হলো লিও চতুর্দশের যুগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি ক্যাথলিকদের নতুন নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট। ৬৯ বছর বয়সী এই ধর্মগুরু এখন থেকে পরিচিত হবেন পোপ চতুর্দশ লিও নামে। তিনি হচ্ছেন ইতিহাসে প্রথম মার্কিন নাগরিক যিনি পোপের আসনে বসছেন।

বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিএনএন জানিয়েছে, প্রেভোস্টের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের শিকাগোতে। তবে তার অভিজ্ঞতা শুধু আমেরিকায় সীমাবদ্ধ নয়। মিশনারি হিসেবে তিনি বহু বছর কাটিয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকায়। তিনি পেরুর ক্রাজিয়ো শহরে এক দশক কাজ করেছেন এবং পরে চিকলায়ো শহরের বিশপ নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সাল থেকে তিনি পেরুর নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছেন।

ভ্যাটিকানে বিশপ নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের প্রধান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকেই মনে করছেন, তিনি পোপ ফ্রান্সিসের সংস্কারমূলক নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।

ভ্যাটিকান নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেভোস্ট বলেছেন, 'আমি নিজেকে এখনও একজন মিশনারি ভাবি। প্রতিটি খ্রিস্টানের মতোই আমারও মূল পরিচয়—যেখানেই থাকি, সেখানেই সুসমাচার প্রচার করা।'

বৃহস্পতিবার সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার ব্যালকনিতে উঠে নতুন পোপ লিও চতুর্দশ প্রথমবারের মতো জনসাধারণের উদ্দেশে বলেন, 'তোমাদের সবার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।'

তিনি আরও বলেন, 'এটি পুনরুজ্জীবিত খ্রিস্টের প্রথম শুভেচ্ছা—তিনিই সেই মঙ্গলময় রাখাল, যিনি ঈশ্বরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি চাই এই শান্তির বাণী আমাদের হৃদয়ে এবং পরিবারে প্রবেশ করুক।'

বক্তব্য দেওয়ার সময় পোপ লিও চতুর্দশকে আবেগান্বিত দেখা যায়। ব্যালকনি থেকে নিচের ভক্তসমাগমকে তিনি হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।



Sarah Care USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

- ✓ CDPAP/PCA/HHA
- ✓ No Certificate Required
- ✓ Highest pay with Benefit

We Speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole



Dr. Gee Cee Pat
Vice President



Dr. Shajadi Parvin
CEO/President

Need Job?

Call Us: 917-745-0949

- With Best Income Up to \$85,000 Annually
- LAN/RN OT/PT/DIETICIAN Medical Supply
- Work at Home

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

Free Service: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office
37-18-73rd Street, Suit # 301
Jackson Heights, NY 11372

Jamaica Office
170-05 & 185-08 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11432

Brooklyn Office
2033 Bath Ave,
Brooklyn, NY 11214

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482

Buffalo Office
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

Email: sarah@sarahcareusa.com | Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

মর্টগেজ

নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem



MEADOWBROOK

FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ
দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ইনভেস্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাস্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain





NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



CALL US NOW:

718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

ওরল্যান্ডোতে বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে বৈশাখী উৎসব

জুয়েল সাদত

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার উদ্যোগে আয়োজিত হলো বর্ণাঢ্য বৈশাখী উৎসব। গত ৩ মে ওরল্যান্ডোর ‘আপনা ইভেন্ট প্লাজা’তে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। চারুশিল্পী লিপির সৃজনশীল আলপনা ও বৈশাখী সাজে সজ্জিত হয় পুরো অনুষ্ঠানস্থল। আয়োজনে ১৬টি ভেভার স্টল স্থান পায়। চারকল জাইকা রেস্তোরাঁয়ের স্টলে ছিল জনপ্রিয় পান্তা-ইলিশ, যার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল মাত্র ১৫ ডলার। এছাড়া আরও ছয়টি খাবারের স্টল এবং নয়টি পণ্যের স্টল বৈশাখী উৎসবের আয়োজনে যোগ করে বেচিগ্রা।

শিশুদের জন্য ছিল বিনামূল্যে ফেস পেইন্টিং ও কার্টুন বেলুন বিতরণ। ছিল ‘যেমন খুশি তেমন সাজ’ প্রতিযোগিতা, গান, নাচ ও কবিতা পাঠসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সন্ধ্যায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইভেন্ট ভেন্যু প্রদক্ষিণ করে উৎসবের রঙ আরও গাঢ় করে তোলে।

নিউইয়র্ক থেকে আগত জনপ্রিয় শিল্পী রোকসানা মিজা ও প্রেমা রহমান তাদের পরিবেশনায় উৎসবমুখর পরিবেশ



আরও রাঙিয়ে তোলেন। র‍্যাফেল ড্রতে ৬৫ ও ৫৫ ইঞ্চি টেলিভিশন জিতেছেন সানস ইউ শোভন ও সেয়াদ মিলু। তৃতীয় পুরস্কার স্টার্টেস সেট পেয়েছেন মেলবোর্নের সাজ্জাদ হোসেন।

সোসাইটির সভাপতি রোমেল হোসেন বলেন, বৈশাখ উদযাপনে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আগামী বছর আরও বড় পরিসরে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক ইউনুস হোসেন জানান, সোসাইটির সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় এ আয়োজন সফল হয়েছে।

অনুষ্ঠান আয়োজনে আরও যুক্ত ছিলেন শহিদুল ইসলাম সাহেদ, শহিদুল ইসলাম বাবু, রিফাত আহমদ, মইনুল হোসেন, সামসুদ তোহা, রকিবুল হাসান আলম, তোফায়েল আহমদ, মনির ও লিপি।

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত: এয়ার লাইন্স শিল্পে বড় সংকেত

রোকেরা দীপা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যে নিউয়ার্ক লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে মারাত্মক ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিলের কারণে যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে।

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ গত শনিবার (৩ মে) জানিয়েছে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থার দীর্ঘ দিনের সংকট এবং সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তারা নিউয়ার্ক থেকে প্রতিদিনের ৩৫টি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট স্থগিত করেছে।

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্কেট কিরবি বলেন, ‘নিউয়ার্কের সংশ্লিষ্ট এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি দীর্ঘ দিন ধরে জনবল সংকটে ভুগছে। সম্প্রতি প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের একাংশের কর্মবিরতিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।’

তিনি জানান, এই পরিস্থিতিতে এয়ারপোর্টটি নির্ধারিত সংখ্যক উড়ান পরিচালনা করতে পারছে না।

ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে,

গত শনিবার সকালে আসা ফ্লাইটগুলো গড়ে দুই ঘণ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্বে পৌঁছেছে। বিকেলের দিকে আসা ফ্লাইটের বিলম্বের সময় বেড়ে তিন ঘণ্টা ছাড়িয়ে যায়, যদিও ছাড়ার ফ্লাইটগুলো কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে গড়ে আধা ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে।

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স নিউয়ার্ক বিমানবন্দর থেকে দেশের ৭৬টি শহর এবং ৮১টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করে, যা ওই এয়ারপোর্টের সর্বোচ্চ।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় মার্কিন পরিবহন সচিব শন ডাফি বৃহস্পতিবার ঘোষণা দেন, ‘নতুন কন্ট্রোলার নিয়োগ ও বিদ্যমানদের অবসরে যাওয়া রোধে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

তবে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার বর্তমান অবকাঠামো ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাকে ‘জরুরিভাবে আধুনিকায়ন প্রয়োজন’ বলে মন্তব্য করেছে এ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সংগঠন।

এ সংকটের ফলে যাত্রীদের যাত্রা পরিকল্পনা ও বিমানসংস্থাগুলোর আর্থিক পূর্বাভাসেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিবন্ধিত বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত



মেডিকেল অফিস

We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.০০টা থেকে পূর্বের সমন্বয়ধারী



ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিসিএফি প্রফেসর, কুইল হাসপাতাল সেফটর)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা



ডাঃ আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
ফনরেল বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হাস্যকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেলিড ও ফ্যামিলি হেল্প প্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকিজ, প্রেগনেন্সী টেস্ট
বন্ডা টেস্ট, টিকা এবং হৃদযন্ত্র বাতীর টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।



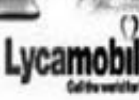
JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।





Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্টার্ড কাজী

MATRIMONIAL SERVICE

NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস
নিউইয়র্ক



MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
| Speak Bangla, Urdu, Arabic, English |

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423



পাত্র-পাত্রী চাই

15 years exprience

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নিষ্ঠুরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার হসবাসকারীদের সেবার সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগঃ
JIBON SONGI
E-mail: jibonsong2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-8023

আটলান্টিক সিটিতে গভর্নর প্রার্থী স্টিভেন ফুলপের ‘মিট এন্ড গ্রিট’ অনুষ্ঠান

সূত্রত চৌধুরী, নিউ জার্সি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের উদ্যোগে তাঁর বাসভবনে গত শনিবার (৩ মে) দুপুরে ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

আগামী ১০ জুন অনুষ্ঠিতব্য প্রাইমারি নির্বাচনে ডেমোক্রটিক পার্টি থেকে রাজ্যের গভর্নর পদপ্রার্থী স্টিভেন ফুলপের সম্মানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মার্টি স্মলের সঞ্চালনায় স্টিভেন ফুলপ উপস্থিত সুধীজনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন ও সুধীজনের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন।

সুধীজন স্টিভেন ফুলপের সাথে

শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করেন এবং তাঁর প্রতি সমর্থন জানান।

স্টিভেন ফুলপ তাঁকে সমর্থন জানানোর জন্য উপস্থিত সুধীজনকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে আটলান্টিক সিটি স্কুল জেলার সুপারিনটেনডেন্ট লা কোয়েটা স্মল, কার্ডিনাল এট লার্জ প্রার্থী সোহেল আহমেদ, আটলান্টিক কাউন্টি কমিশনার প্রার্থী পেট্রার কলিন্স এ ডেইস সিনিয়র, আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির সভানেত্রী কনস্ট্যান্স চ্যাপম্যান, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের সদস্য সূত্রত চৌধুরী, বিএএসজে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক, গিয়াস উদ্দীন পাঠান, আফিয়া নাসরিন, আনজুম জিয়া, আমির কাশ্মীরি উপস্থিত ছিলেন।

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাতে ১৮৭ স্ক্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি সম্পূর্ণ বেসমেন্ট এখন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬৫১-৭১৮৮, ৯১৭-৬৫১-৯৫২৮

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ গ্লেন কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে। 718-675-9305

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. \$1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্য-য়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইন্জিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফার্সী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATH-EMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।

যোগাযোগঃ

rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগঃ সাদ্দ-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাগুই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell : 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email : jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিত্তরী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessal4@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগঃ desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগঃ (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী রোববার (১১ মে) সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সিটির ৫৪৫ নর্থ আলবেনি এভিনিউর বদর ফিল্ডে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।

টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে এক হাজার ডলার ও রানার্স আপ দল পাবে ৫০০ ডলার।

টুর্নামেন্ট সফল করার লক্ষ্যে

ফরহাদ সিদ্দিক, রাহিন তাই, শাহীন, শাহেদ, মুন্না প্রমুখ সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

টুর্নামেন্টে আটলান্টিক সিটি ও পার্শ্ববর্তী শহরে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিত থেকে ক্রিকেট খেলা উপভোগ করার জন্য আহ্বান জনিয়েছেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা।

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com



দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
- সুস্বজ্জিত হলে বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।



www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718 734 6000



LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)



ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:

41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:

170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600

info@libertybkg.com, www.libertybkg.com



যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পার্টির মহান মে দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতীয় শ্রমিক পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সভায় দলের সভাপতি হারুন রশিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল মুন্নার পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপার সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান।

এছাড়াও সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, মাহাবুব রহমান চৌধুরী, সিনিয়র সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি শফিউল আলম, এবং প্রধান বক্তা ছিলেন জাপার সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু।

মহান মে দিবসের মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধান বক্তা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু বলেন, মে দিবস হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামের আলোকবর্তিকা। এটি শোষণ, বৈষম্য, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক।

তিনি আরও বলেন, মহান মে দিবস আমাদের শিখায় কিভাবে শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় এবং সত্যের পথে অবিচল থাকতে হয়।

২৪ মে ফ্লোরিডার টেম্পায় পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ফেস্ট

জুয়েল সাদত

পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ২০২৫-এর সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামী ২৪ ও ২৫ মে টেম্পায় টেম্পা হাইটস ইউথ ডেভেলপমেন্ট এন্ড কমিউনিটি সেন্টার দুই দিন ব্যাপী ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্টভ্যালকে ঘিরে ফ্লোরিডাজুড়ে উৎসবের আমেজ শুরু হয়েছে। পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার ফেস্টের মধ্য এবার নিয়ে ৩টি ওয়ার্ল্ড ফেস্ট ফ্লোরিডায় হচ্ছে ফ্লোরিডার আবহাওয়ার জন্য ওয়ার্ল্ড ফেস্টের পরিচালকদের পছন্দের তালিকায় ফ্লোরিডা।

ফ্লোরিডার আকর্ষণীয় ওরলাভো, ক্রিয়ারওয়ার বীচে এবার টেম্পায় ওয়ার্ল্ড ফেস্টের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমেরিকায় নানা শহরের অনেকেই ফেস্টে অংশগ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। স্পঙ্গারদের নিকট থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। অনেক ভিআইপি এবার থাকছেন। নানা আয়োজনে এবং প্রায় ২০ টি সেগমেন্ট এবার যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রোমান্টিক কাপল শো, টান সেলিব্রিটি শো, ইউথ স্পীচ কম্পিটিশন, আর্ট কম্পিটিশন, শেফ কনটেস্ট উল্লেখযোগ্য। মে -জুনজুড়ে ফ্লোরিডা জুড়ে নানা অনুষ্ঠান থাকলেও পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ২০২৫-কে নিয়ে প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

এই আয়োজনের অন্যতম সংগঠক সাবেক রোটারিয়ান এবং কমিউনিটি

এক্টিভিস্ট তারেক মাহমুদ জানান, ৪টি সফল ওয়ার্ল্ড ফেস্টের সফলতার পর পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ফেস্টকে বৃহৎ পরিসরে সাজানো হয়েছে। ব্যাপক আয়োজনে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন। নানা অপপ্রচারকে পাশ কাটিয়ে এই সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি অনেক সুদৃঢ়। এবার আমাদের আয়োজনটাও বড় পরিসরে সাজিয়েছি। অনেক নতুন সেগমেন্ট যুক্ত হয়েছে। বর্ণাঢ্য আয়োজনের এই ফেস্টে যারাই আসবেন ভিন্নতা দেখবেন।

ফেস্টের মিডিয়া পার্টনার হিসাবে প্রথম আলো, বাংলা টাইমস, যুগ্ম টাইমসসহ আরো বেশ কয়েকটি মিডিয়া হাউস জড়িত।

ফেস্টের অন্যতম পরিচালক সোহেল চৌধুরী জানান, এবার আমাদের আয়োজনের নতুনত্ব অনেক নতুন পরিচালকের সম্পৃক্ততার সফল। অনেক ক্রিয়েটিভ প্রবাসী আমাদের সাথে তাদের চিন্তা শেয়ার করেছেন। সেই আলোকে পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্টকে সাজানো হয়েছে। আশা করি, টেম্পার এই আয়োজন সফলতা পাবে। স্থানীয় প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আয়োজনে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। থাকবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উপর তথ্যভিত্তিক ডকুমেন্টারি। সবাই উপভোগ করবেন দুই দিনের কালচারাল শো। জনপ্রিয় শিল্পীরা থাকবেন শেষ দিনে। কয়েকজন গুণিজনকে সম্মানিত করা হবে।

Save Yourself This Tax Season



Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO
PRACTICE
BEFORE THE IRS

ENROLLED
AGENT

Authorized
E-file
Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate

Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.

● Sales and Payroll Tax ● Business Licenses and Setup ● FBAR and FATCA Filing
● Notary Public ● Immigration Form Fill-Up Services
● Credit Repair, Real State and much more...

Member of



NYSSEA
New York State Society of Enrolled Agents



nabea
National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432



CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন



ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)



Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন



এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেয়ে
পাবার জন্য আজই কল করুন



**PROHEALTH
HOMECARE**
(Ordinary People. Extraordinary Care)

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117



রবিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ডাট গ্রুপ অভিটোরিয়ামে ‘রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান।

তরুণ প্রজন্মকে রাষ্ট্র গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে: সেলিমা রহমান

জাহিদ রহমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেছেন, রাষ্ট্র গঠনে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণরা এখন আধুনিক চিন্তা-ধারায় বিশ্বাসী এবং তাদের চিন্তা ক্ষমতা প্রবীণদের তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। আগামী দিনের রাষ্ট্রক্ষমতা তরুণদের হাতে তুলে দিতে হবে,—এটি তারেক রহমানের দীর্ঘদিনের দাবি। যা তিনি আবারও পুনঃব্যক্ত করেছেন।

রবিবার (৪ মে) সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ডাট গ্রুপ অভিটোরিয়ামে ‘রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেলিমা রহমান। এই সভায় তিনি উল্লেখ করেন, রাষ্ট্র কাঠামোকে জনবান্ধব, ন্যায়ভিত্তিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে গড়ে তোলার জন্য ৩১ দফা রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে। এটি কোনো দলীয় স্বার্থ নয়, বরং জাতির স্বার্থে গৃহীত একটি যুগান্তকারী

অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন ও বেগম মেহেরুন্নেসা।

পরিকল্পনা।

সেলিমা রহমান আরও বলেন, বিএনপি যখন হাজার হাজার গাইবি মামলায় জর্জরিত। লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী জেলে বন্দি তখনও বিএনপি শেখ হাসিনার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংস্কারের প্রস্তাব করেছে। বিএনপি সবসময় রাজপথে সৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং আন্দোলন করেছে, একদিকে দেশ

গঠনের চিন্তা করেছে।

তিনি বিএনপির কার্যক্রমের প্রতি প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে বলেন, বিএনপি কখনও জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তারা সরকারে থাকুক বা বিরোধী দলে থাকুক, জনগণের পাশে থেকে তাদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসী নেতাকর্মীদেরও ৩১ দফা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন ও বেগম মেহেরুন্নেসা।

আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী এম রহমান, সহ সভাপতি মজনু মিয়া, ভার্জিনিয়া বিএনপির সভাপতি জহির খান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তেফায়েল। আলোচনা সভায় বিএনপির শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

চির নতুনের দিল ডাক

শেষ পৃষ্ঠার পর

রথ। তারপর একসময় তারাও পুরোনো

অপার বিস্ময়! ধর্মীয় সংকীর্ণতায় রবীন্দ্রনাথকে বন্দী করার ফন্দি - ফিকির ছিল সব সময়। কিন্তু সংস্কৃতির প্রতি অগাধ আস্থা রয়েছে যাদের, তারা বারবার রবীন্দ্রনাথের কাছেই আশ্রয় খুঁজেছেন, পেয়েছেনও। জাতির যেকোনো বিপর্যয়ের সময় মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায়। তাই, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল হয়ে ওঠেন স্বাধিকার আন্দোলনের, স্বাধীনতায়ুদ্ধের শৈল্পিক

পথপ্রদর্শক।

চির নতুনের দিল ডাক পাকিস্তান আমলে যখন নয়া উপনিবেশবাদের খপ্পরে পড়ল বাঙালি, তখনই বাঙালি মুসলমান নতুন করে চিনল রবীন্দ্রনাথকে। আগের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে জাতিগত পরিচয়ে নিজের সভাকে প্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাথ সেই চলার পথে করলেন জলসিঞ্চন। রবীন্দ্রনাথের ‘রথের রশি’র কথাই স্মরণ করতে হচ্ছে আজ। পা বেতলা হয়ে গেলে পথটি হয়ে ওঠে দুর্গম। সে কথা তিনি ‘রথের রশি’তে বলেছেন। রথ যখন পুরোনোদের হাতে চলে না, তখন নতুনরা

আসে, তাদের টানে তর তর করে চলে রথ। তারপর একসময় তারাও পুরোনো হয়ে যায়। আসে নতুন মানুষ। নতুনভাবে চলে রথ। পৃথিবী এই ধারাবাহিকতার বাইরে যেতে পারেনি। আবার নতুন কিছু দেখার জন্য উদ্গীব্ব হয়ে থাকে নতুন মানুষ। গান দিয়ে, কবিতা দিয়ে, ছোট গল্প দিয়ে, উপন্যাস দিয়ে, সমাজভাবনা দিয়ে যেভাবে বাঙালিকে একটা সুন্দর দিবাযাতের তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তা তাঁর নোবেল পুরস্কারের চেয়ে অনেক বড়। সেই বড়ত্বের কাছে গিয়েই বলতে হয়, ‘আজি দখিন-দুয়ার খোলা...’

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে কাটছাঁট

শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্যাপিটল হিলে বিতর্ককে প্রভাবিত করে। এছাড়া, এই বাজেট প্রস্তাবগুলি প্রায়শই বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন এতে কঠোর নীতি সমঝোতা বা জনপ্রিয় কর্মসূচিতে কাটছাঁটের প্রস্তাব থাকে।

ট্রাম্পের নতুন প্রস্তাবগুলি সরকারের পরবর্তী তহবিল আলোচনাকে প্রভাবিত করতে পারে, যেখানে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তহবিল মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। মার্চের শুরুতে ছয় মাসের জন্য একটি তহবিল বিল পাস হলেও এটি সিনেটে ৬০ ভোটের ফিলিবাস্টার নিয়মের অধীন অর্থাৎ রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসে এটি আইন হতে গেলে ডেমোক্র্যাটদের উল্লেখযোগ্য সমর্থন প্রয়োজন।

ট্রাম্পের বাজেটে বহু পরিচিত ফেডারেল কর্মসূচিতে ব্যাপক কাটছাঁটের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন–

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথের (এনআইএইচ) তহবিল ২০২৫ সালের তুলনায় ১৮ বিলিয়ন ডলার কমানো।

লো ইনকাম হোম এনার্জি অ্যাসিসট্যান্স প্রোগ্রামে (এলআইএইচইএপি) ৪ বিলিয়ন ডলার কাটছাঁট। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) তহবিল ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার হ্রাস। এছাড়া,

হাউস স্পিকার মাইক জনসন

নিউইয়র্কে বিমান ভ্রমণে রিয়েল আইডি বাধ্যতামূলক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের সবকটি বিমানবন্দরে আগামী ৭ মে থেকে রিয়েল আইডি বাধ্যতামূলকের বিধান কার্যকর হচ্ছে। যার ফলে বিমানে পাসপোর্ট ছাড়া যাত্রা করার জন্য যাত্রীদেরকে একটি রিয়েল আইডি নিয়ে চলেতে হবে। তবে যারা গ্রিনকার্ডধারী বা সিটিজেন নয় তারা রিয়েল আইডি বা এনহ্যান্সড আইডি পাবেন না।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির পোর্ট কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এখন থেকে কেউ যদি পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসনের চেকপয়েন্টে রিয়েল আইডি অনুযায়ী পরিচয়পত্র বা তাদের অনুমোদিত অন্য কোনো বিকল্প পরিচয়পত্র দেখাতে না পারেন তাহলে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। এ ছাড়া দীর্ঘ অপেক্ষা এবং বিমানে ওঠার অনুমতি না পাওয়ার মতো সমস্যায়ও পড়তে হতে পারে।

জানা গেছে, রিয়েল আইডি হচ্ছে একটি ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি উন্নতমানের পরিচয়পত্র। যা বিমানবন্দর এবং সরকারি ভবনে প্রবেশের সময় নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে। এটি সাধারণত রাজ্য সরকারের দেওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পরিচয়পত্রের উন্নত সংস্করণ। যেখানে একটি বিশেষ তথ্য চিহ্ন থাকে।

২০১৯ সালে করোনার সময় রিয়েল আইডি করার নিয়ম ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে বিভিন্ন কারণে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ সময় পেছানোর পর ৭ মে থেকে এটি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। রিয়েল আইডি ছাড়াও যারা পাসপোর্ট বা পাসপোর্ট কার্ড ছাড়াই বিমানে অভ্যন্তরীণ রুটে ভ্রমণ করতে চান তাদের জন্যও এই আইডি অপরিহার্য।

নিউইয়র্কের নাগরিকরা তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিয়ে রিয়েল আইডি তৈরি করতে পারবেন। নিউইয়র্ক সিটির ডিএমভির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ মে থেকে ফেডারেল আইন অনুসারে রিয়েল আইডি বাধ্যতামূলক হবে। শুধুমাত্র সিটিজেন ও গ্রিনকার্ডধারীরা এটি পেতে পারবেন।

পোর্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যারা পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসনের প্রি-প্রশিক্ষিত সুবিধা ব্যবহার করেন তারাও এই নিয়মের বাইরে নন। এমনকি অভিভাবকরা যদি কোনো শিশু যাত্রীকে বিমানবন্দরের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বা অনুমোদিত অন্য কোনো পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।

এসপি প্রত্যাহার, আরও তিন পুলিশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

দপ্তরের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) ইনামুল হক সাগর এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। একই সঙ্গে মো. আবদুল হামিদের দেশত্যাগের ঘটনা তদন্তে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. মতিউর রহমান শেখকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের আরেকটি সূত্রে জানা যায়, ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) তাহসিনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই আয়োজন সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণচূড়া ফুলকে বৈশাখ মাস তথা গ্রীষ্মকালের ফুল হিসেবে পরিচিত করা, কৃষ্ণচূড়া রসমকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবারের থিম ছিল কৃষ্ণচূড়া ফুল।

সকাল থেকেই ইয়র্ক কলেজ একাডেমিক কোর বিল্ডিংয়ের প্রাঙ্গণ সেজে ওঠে বৈশাখী সাজে। ছিলো জেইউ আলমনাই আখতার আহমেদ রাশার পরিকল্পনা ও অঙ্কনে ১০০ ফিট লম্বা চট্টের উপর আলপনা, যেটা ছোট বড় সবার নজর কেড়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আর্টিফিশিয়াল কৃষ্ণচূড়া ফুল আনা হয়েছিল ছবি তোলার প্রপস হিসেবে। আরও ছিলো কৃষ্ণচূড়া ফুল ও গাছের বিশাল ক্যানভাস। সেটা এই বৈশাখী সাজ সজ্জাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এট্রিয়ামের ভিতরে রংধনুর সাতটি রঙের কাপড়ে আলপনা একে সাজানো হয়।

পোশাকের পরিকল্পনায় ছিল সিলেটের মণিপুরী শাড়ি। রংধনুর উজ্জল রঙের প্রতিটি রঙ্গের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এই পোশাকের সমন্বয় চারিদিকে

ডিএইচএসের অভিনব পরিকল্পনা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরলেই মিলবে অর্থ ও ভ্রমণ সহায়তা

রোকোয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসীদের জন্য একটি নতুন কর্মসূচি চালু করেছে দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। এই কর্মসূচির আওতায় যারা নিজ ইচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে নিজ দেশে ফিরে যাবেন, তাদের জন্য ১ হাজার মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আজ ডিএইচএস একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ ঘোষণা করেছে। সিবিপি হোম অ্যাপ ব্যবহার করে যারা নিজ দেশে ফিরে যাবেন, তারা ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করার পর পাবেন এককালীন ১ হাজার ডলার স্টাইপেন্ড।’

ডিএইচএস জানিয়েছে, এই উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিপুল পরিমাণ ব্যয় সঞ্চয় করবে। বর্তমানে একজন অভিবাসীকে আটক রাখলে এবং নিজ

সরকারকে দুদুর হুঁশিয়ারি

ঢাকা ডেস্ক

দেশের বিরাজমান সমস্যা সমাধানে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার বিকল্প কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। এ জন্য দেশের মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে অবিলম্বে রোডম্যাপ ঘোষণা করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অন্যথায় অতীতের পতিত সরকারের মতোই এই সরকারের পরিণত হতে পারে—এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির এই নেতা।

এবারের বাজেট শ্রমজীবী

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিভাগে ১ হাজার ৫০০ সদস্যের নতুন ইউনিট গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইউনিফর্মধারী অফিসারের সংখ্যা ৩৫ হাজারে উন্নীত করা হবে।

শহরের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ১৭৩.৪ বিলিয়ন মূলধন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা, সেতু, স্কুল, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, লাইব্রেরি এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আবাসন সংকট মোকাবেলায় আগামী ১৫ বছরে ৮০ হাজার নতুন ইউনিট এবং ‘ম্যানহাটন প্ল্যান’র আওতায় ১ লাখ ইউনিট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

দেশে ফেরত পাঠাতে গড়ে খরচ হয় ১৭ হাজার ১১১ ডলার। নিজ উদ্যোগে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেই ব্যয় প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যাবে।

এরই মধ্যে একজন অভিবাসী শিকাগো থেকে হন্ডুরাসে ফেরার জন্য এই অ্যাপ ব্যবহার করে সফলভাবে এই সুবিধা নিয়েছেন। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আরও কয়েকটি টিকিট বুক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিভাগটি।

ডিএইচএসের সচিব ক্রিস্টি নোয়েম বলেন, ‘যারা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন, তাদের জন্য নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার এটি সবচেয়ে নিরাপদ, কার্যকর ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উপায়। সরকার এখন আর্থিক সহায়তা ও ভ্রমণ খরচ দিচ্ছে যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা নিজ দেশে ফিরতে পারেন।’

এই কর্মসূচি অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন মোড় এনে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক নাগরিক সমাবেশে এই

হুঁশিয়ার দেন শামসুজ্জামান দুদু। সরকারের উদ্দেশে দুদু বলেন, গণতন্ত্র না মানার কারণে আইয়ুব খান পালিয়েছে। একদলীয় বাকশাল কায়ম করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ভয়ংকর পরিণতি হয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছর গণতন্ত্র হরণ করে ফ্যাসিবাদ কায়ম করার জন্য শেখ হাসিনাও পালাতে বাধ্য হয়েছেন। তাই গণতন্ত্র মেনে নিন। নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করুন, জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন।

করা হয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করতে বাজেটটি স্বাস্থ্যসেবা, ভাড়ার সুরক্ষা, ফোষ্টার কেয়ার, গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের আর্থসহ বিভিন্ন সামাজিক সেবায় প্রায় ৮৪০ মিলিয়ন

ডলার অতিরিক্ত বরাদ্দ করেছে।

মেয়র অ্যাডমস জোর দিয়ে বলেন, কোনও পরিষেবা বা কর্মসূচি ছাটাই না করে। কর্মী ছাটাই না করে এবং কর না বাড়িয়েই আমরা ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট পেশ করতে পেরেছি। আমাদের শক্তিশালী আর্থিক পরিকল্পনা ও রিজার্ভের কারণে যেকোনো ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।



নিউ জার্সির গভর্নর পদপ্রার্থী স্টিভেন ফুলপকে গীতা উপহার

16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

স্বপ্নের বহিঃশিখা হোক প্রবাস জীবন

গাজী তারকে আজজি

‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হইতে শুধু দুই পা ফেলিয়া...।’ এই কবিতার পঙ্ক্তির মতোই, আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রবাসী শ্রমিক রওনা হন অজানা ভবিষ্যতের দিকে। হাতে থাকে সামান্য কিছু টাকা, বুকভরা স্বপ্ন এবং একটি অদৃশ্য টান-পরিবারকে রক্ষা করার, সমাজে সম্মান পাওয়ার, দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার। অথচ এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা যেন অদৃশ্য থেকেই যান আমাদের নীতিনির্ধারকদের চোখে। এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারা থেকে যান উপেক্ষিত। অধরা থেকে যায় তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নের পরিমন্ডল।

তারা শুধু রেমিটেন্স পাঠান, অথচ রেমিটেন্সের উৎসের মুখগুলো ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়- দুর্ঘটনা, রোগ, অতিরিক্ত কাজের চাপে। আজকের বাংলাদেশ যে বৈদেশিক মুদ্রার শক্তিতে দাঁড়িয়ে, তার ভিত্তি তৈরি করা এই শ্রমিকরা অনেক সময়ই রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার শিকার। যা দেখেও কেউ যেন দেখে না! তাদের চিংকার কেউ শোনে না! তাদের বোবাকামার ঢেউ স্পর্শ করে আমাদের দেশের উঁচু তলায় বসতি গড়া লোকগুলোকে।

বর্তমানে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি বিভিন্ন দেশে কর্মরত। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ- সবখানেই ছড়িয়ে আছে তারা। কিন্তু এই ‘শ্রম রণািনর’ ধারণাটিই প্রশ্নবদ্ধ। কারণ, মানবিক মর্যাদা ছাড়া কোনো শ্রম প্রকৃত অর্থে ‘সম্পদ’ নয়। প্রসঙ্গ সশ্রমিকতার নামান্তর!

প্রবাসীরা কাজ করেন নির্মাণ সাইটে, ফ্যাক্টরিতে, কৃষিক্ষেত্রে, গৃহপরিচারিকারূপে- অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে। একদিকে মালিক পক্ষের নিপীড়ন, অন্যদিকে নিয়োগকারী দেশের আইনগত দুর্বলতা- এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে যান শ্রমিকেরা। অনেকেই বেতন পান না, অনেকে মৃত্যুর পর ফেরত আসেন কফিনবন্দি হয়ে। অথচ দক্ষ শ্রম বাজার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্পদ। আমরা সেদিকে নজর দেয়ার কি কারো সময় রয়েছে?

আমাদের রাষ্ট্র কেবল রেমিটেন্স প্রবাহে খুশি। বছরে ২২-২৫ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রবেশ করে। অথচ রাষ্ট্রীয় নীতি, কূটনৈতিক চাপ, আইনি সহায়তা-সবই গড়পড়তা। এসবই আমরা জানতে পারি প্রবাসে অবস্থানরত শ্রমিকদের কাছে থেকে। যা চরম হতাশার। বিভিন্ন সময় অভিযোগ ওঠে, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসগুলোতে শ্রমিকদের প্রতি অবহেলা রয়েছে। কনসুলার সেবায় দীর্ঘসূত্রতা, শ্রমিকদের ভাষায় অস্পষ্টতা এবং সহযোগিতার অভাব তাদের দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়। অথচ এর থেকে উত্তরণের কোন উপায় খুঁজতে সকলের এত এত অনীহার



পেছনের কারণ অনুসন্ধান করাও খুব জরুরি।

কাজের পরিবেশ, বাসস্থান, চিকিৎসা, বীমা- এসব মৌলিক চাহিদার দিকে কোনো নজর নেই। অথচ উন্নত দেশগুলোতে এমনকি কৃষিশ্রমিকের জন্যও স্পষ্ট চুক্তি, ইনস্যুরেন্স, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা রাখা হয়। আমরা তা পারি না কেন? আমাদের দুর্বলতা ঠিক কোথায়, কেউ দেখিয়ে দেবেন? কেন আমরা স্পষ্ট হতে শিখিনি!

যখন প্রবাসে কোনো শ্রমিক মারা যান, তখন পরিবারে নেমে আসে সর্বনাশ। একটি স্বপ্নের মৃত্যুতে গোটা ভবিষ্যৎ মুখ থুবড়ে পড়ে। বহু নারী বিধবা হন, সন্তান এতিম হয়। অনেক সময় তাদের লাশ আনতেও অসহনীয় ভোগান্তি, বিলম্ব হয়, প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের অনুমতি আর দীর্ঘ কাগজপত্রের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় পরিবারকে। এসবেও পরিবারগুলো ধাতস্ত হয়েছে, এর বিকল্পই বা কী?

কিন্তু এরপরও এই পরিবারগুলো নীরব থাকে। কারণ তারা জানে-আর কোনো উপায় নেই। আবার কেউ না কেউ পরবর্তী প্রজন্ম থেকে সেই দিকেই পা বাড়াবে। বৃত্তটি ভাঙে না। যে কেউ অদৃশ্য থেকে চোখ রাঙাচ্ছে। যাতে অসন্তুষ্ট হলে তাদের ওপর ভিন্ন কোন চাপ নেমে আসে! এই দেখে তারা সয়ে যায়। সয়ে যেতে শেখে। সয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে যেন নিস্তার পায়! হাফ ছেড়ে বাঁচে। যেন এটাই হওয়ার কথা ছিল।

হয়েছেও তাই।

প্রবাসী শ্রমিকদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হলে চাই কূটনৈতিক দৃঢ়তা, শ্রমচুক্তিতে মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত করা, এবং নিয়োগপ্রাপ্ত দেশগুলোর আইনি কাঠামোতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

যখন ভারত বা ফিলিপাইনের মতো দেশগুলো চুক্তিভিত্তিক বিদেশি শ্রম পাঠায়, সেখানে বেতন, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিরতির নিশ্চয়তা থাকে। বাংলাদেশ তেমন অবস্থানে নেই কেন? এই যৌক্তিক প্রশ্নটি করার হিম্মতও কি কারো নেই? আমরা এখনো দালালদের মাধ্যমে শ্রমিক পাঠাই, যাদের হাত ধরে কোটি কোটি টাকা বিদেশে যায়, অথচ শ্রমিক পড়ে যান দারিদ্র্যের গভীরে। রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা না আনলে এই শ্রমবাজার ধসে পড়বে। যদিও সরকারি হিসেবের চেয়ে বেশি খরচ নেয় এজেন্সি তথা দালাল চক্র! সরকার শ্রমবাজারের এই যোদ্ধাদের সে অধিকারটুকুও নিশ্চিত করতে পারেনি। অন্যদিকে দালাল চক্র এক কাজের কথা বলে অন্য কাজে নিয়ে দেয়। যা বাস্তবতার সাথে না মেলায় শ্রমিকও যথাযথ শ্রম প্রদানে ব্যর্থ। ঋণ করে প্রবাস জীবন বেছে নিয়ে একই ঋণের বোঝা তাড়া করে ফেরে। এর থেকেও পরিব্রাজ খুব সহজে মেলেন না।

প্রবাসী নারীদের অবস্থাও করুণ। অনেক নারী গৃহপরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে যৌন নিপীড়ন, শারীরিক নির্যাতন, এমনকি নিখোঁজ হওয়ার

শিকার হন। কয়েক বছর আগে সৌদি আরব থেকে অনেক নারী ফিরেছিলেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে। এই নারীদের জন্য আলাদা চুক্তি, পর্যবেক্ষণ দল এবং দেশে ফেরার পর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া প্রয়োজন। তারা যেন সমাজে অবজ্ঞার শিকার না হন, বরং লড়াই করে ফেরত আসা একজন যোদ্ধা হিসেবে মর্যাদা পান। সেদিকটা নিশ্চিত করাও দেশেরই দায়িত্ব। পুনর্বাসনে গড়িমসি করলে তারা সমাজের মূল শ্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হতাশায় পড়ে ‘অপ্রাসঙ্গিক’ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। যা হবে আরও হতাশার।

রাষ্ট্রের ভেতরেও একটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব আছে। প্রবাসী শ্রমিকদের আমরা দেখি কেবল ‘ডলার পাঠানো’র যন্ত্র হিসেবে। অথচ তারা হচ্ছেন জাতির সবচেয়ে সাহসী অংশ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, অচেনা ভাষা ও সংস্কৃতির মাঝে, দিনে ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন। তাদের সন্তানরা বেড়ে ওঠে বাবার বা মায়ের ছায়া ছাড়া। বৃদ্ধ পিতা-মাতা অপেক্ষায় থাকেন ফোনের ওপারে। এ এক ধীরে বিষপানে বাঁচা জীবন। আর তারাই আর্থিক নিশ্চয়তা ব্যতীত দেশে এসে অনেকটা ধুঁকে ধুঁকে চলেন। যা কতটা নির্মম কেবল ভুক্তভোগী পরিবার ছাড়া কেউ না জানলেও সমাজে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। তাই সরকার যেমন করে বৈধ প্রবাহে রেমিট্যান্স পাঠানোয়

উৎসাহ দিতে প্রতি লক্ষ টাকায় ১-৩ পার্সেন্ট হিসেবে বাড়তি প্রণোদনা দিয়ে আসছিল। ঠিক তেমন করেই, স্থায়ীভাবে প্রবাস ফেরত সকলকে এককালীন উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ দিয়ে, তাদেরকেসহ অন্যান্যদের প্রবাসের প্রতি উৎসাহী করাও কাজে আসতে পারে। এতে তারা অসহায় বোধ করবে না।

সমাধান কী?

প্রথমত, রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াকে দালালনির্ভর থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও স্বচ্ছ করতে হবে। প্রতিটি শ্রমচুক্তি নিরীক্ষা ও অনুবাদের মাধ্যমে শ্রমিকদের জানিয়ে পাঠাতে হবে। যা ব্যয় তা-ই গ্রহণ করতে হবে, এর বেশি হয়। দ্বিতীয়ত, গণ্ডব্য দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে মানবাধিকার, চিকিৎসা, সুরক্ষা ও পারিশ্রমিক নির্ধারণে কঠোরতা চাই। তৃতীয়ত, প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড ও দূতাবাসে শ্রমিক সেবা সেল গঠন করে তা তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। চতুর্থত, দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের জন্য পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেন তারা নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারেন।

অর্থ পাঠানো মানেই দায়িত্ব শেষ নয়। রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে, প্রবাসীরা শুধু অর্থের উৎস নয়- তারা আমাদের কূটনৈতিক সম্মান, মানবিক মুখ এবং অর্থনৈতিক ভিত। তাদের মৃত্যু যেন কেবল সংখ্যা না হয়, তাদের কামা যেন বাতাসে মিলিয়ে না যায়। রাষ্ট্র যদি সত্যিই জনমুখী হতে চায়, তবে এই শ্রমিকদের মুখেই তার প্রকৃত চেহারা দেখা যাবে।

একটি জাতির মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার দুর্বলতম মানুষের প্রতি আচরণে। প্রবাসী শ্রমিকেরা আমাদের অর্থনীতির শক্তি, আমাদের গর্ব। কিন্তু আমরা যদি তাদের অভিবাসনের পেছনে থাকা কষ্ট, অপমান ও মৃত্যু ভুলে যাই, তবে আমাদের আত্ম-পরিচয়ের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়।

না হলে শ্রমবাজারে দেশের মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হবে না। এতে করে- ‘চোরের কিল মতনে খাওয়া’র মতো করে হজম করে যেতে যেতে আগ্রহ হারিয়ে দেশে কিংবা প্রবাসে বেআইনি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়তে পারে। যা দেশের জন্য মঙ্গল তো নয়ই অমঙ্গল জেক্রে আনবে।

আমরা চাই, তারা হোক স্বপ্নের বহিঃশিখা- শোষণের শিকার নয়। তাদের জীবন হোক নিরাপদ, শ্রম হোক মর্যাদার, আর প্রবাস হোক শুধু টাকা নয়, সম্মানের ঠিকানা। তারপরই একটা দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে।

লেখক: অ্যাডভোকেট, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

শোনার গান দেখার টান অনুভূতি ভোঁতা

গাজী তারেক আজিজ

একসময় গান ছিল কানে শোনার বিষয়। চোখ বন্ধ করে রেডিও শুনত মানুষ, মনের ভেতর ছবি আঁকত, গানের কথায় ভেসে যেত দূর অতীতে। তখন ক্যাসেট প্লেয়ার, রেডিও, ডেকসেট কিংবা কম্প্যাক্ট ডিস্কের যুগ। তারপরই এক্সিফায়ার, এমপিথ্রি প্লেয়ার, এফএম রেডিও, তারপর মেমোরি কার্ডে ডাউনলোড করে শোনা গান ছিল শব্দ, সুর আর আবেগের সহাবস্থান। কিন্তু আজকের বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা। এখন গান ‘শোনা’ নয়, ‘দেখা’ হয়। গান এখন ইউটিউব, ফেসবুক, রিলস বা টিকটকের ক্রিনে- চোখের আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছে শ্রবণ অভিজ্ঞতা।

এই পরিবর্তন কেবল প্রযুক্তিগত নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। গান এখন আর নিছক সুর বা কথা নয়- এটা একটি ভিজুয়াল প্যাকেজ, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দৃশ্য, পোশাক, লোকেশন ও শরীরী ভাষা। প্রশ্ন হচ্ছে, এই রূপান্তর আমাদের ব্যক্তিজীবন, সংস্কৃতি ও সমাজে কী প্রভাব ফেলেছে? এর পর আমাদের জন্য আর কি কি অপেক্ষা করছে?

শ্রোতা থেকে দর্শক: মননের পরিবর্তন
গান শোনার মাধ্যম বদলেছে। রেডিওর জায়গা নিয়েছে স্মার্টফোন, ক্যাসেটের জায়গায় এসেছে স্ট্রিমিং অ্যাপস। কিন্তু শুধু মাধ্যম নয়, বদলেছে গানের স্বরূপও। মানুষ এখন পুরো গান শোনে না, ৩০ সেকেন্ডের ‘ক্লিপ’ দেখে। গানের আবেদন এখন সুর-শব্দে নয়, ভিডিওর গ্ল্যামারে। যার পোশাক ঝলমলে, যার ভিডিওতে বিদেশি লোকেশন আছে, নাচ আছে, সে-ই এখন ‘ভিউস’ রাজ।

এই ‘ভিউস’ নির্ভরতা শ্রোতাকে রূপান্তরিত করছে দর্শকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের জায়গা নিচ্ছে চোখ। আর তাতে হারিয়ে যাচ্ছে সেই মনোযোগ, যেটা গান শোনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতে করে অবিশ্রান্ত চোখ, মস্তিষ্ক, কান সবকিছুই ব্যস্ত থাকছে।

প্ল্যাটফর্ম বদলে গেছে। একসময় গান শোনার জন্য অপেক্ষা করতাম বিবিধ ভারতী বা বিটিভির ‘ছায়াছন্দ’-এ। আজ ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম

রিলস, টিকটক- এসব প্ল্যাটফর্মে ভিউস পাওয়ার প্রতিযোগিতা। গান এখন আর শ্রবণভিত্তিক নয়, ভিজুয়াল কনটেন্ট ভিত্তিক হয়ে গেছে।

গান এখন ‘হিট’ হয় যদি ভিডিওটা ভাইরাল হয়। গানের মান, কথা, সুর, শিল্পীর কর্তৃ- এসব অনেক সময় গৌণ হয়ে পড়ে। মিউজিক ভিডিওতে নাচ, গায়ার, শরীরী উপস্থাপনা, দৃষ্টিনন্দন লোকেশন বা ক্যামেরার কারসাজি যদি ভালো হয়- তবেই গান জনপ্রিয় হয়। এই জনপ্রিয়তা অবশ্য ‘দীর্ঘস্থায়ী শ্রবণ’ নয়, ক্ষণস্থায়ী ‘দেখা’র জন্য।

প্রযুক্তির উৎকর্ষ না বাজারের অপব্যবহার আমরা স্বীকার করি, প্রযুক্তির উৎকর্ষ আমাদের অনেক সুবিধা এনে দিয়েছে। ইউটিউব, স্পটিফাই, অ্যামাজন মিউজিক- সবখানে গান এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু এই সুবিধা যখন শুধুই মনোযোগ কাড়ার প্রতিযোগিতায় পড়ে যায়, তখন সেটা সংস্কৃতির ক্ষতি ডেকে আনে। সে ক্ষতি সমাজে ক্ষত সৃষ্টি করছে। এর প্রভাব বুঝতে হলে আরও কিছু সময় অপেক্ষায় থাকতে হবে।

একটা সময় গান ছিল অভাস্তরীণ অভিজ্ঞতা। এখন সেটা বাহ্যিক প্রদর্শন। এখন গানের চেয়ে ভিডিও বানাতে বেশি বাজেট খরচ হয়। শিল্পীর কর্ত্তের চেয়ে মডেলের শরীর গুরুত্ব পায় বেশি। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে গান আগে নয়, ভিডিওর ক্রিপ্ট আগে লেখা হয়।

গানের প্রযোজকরা এখন গানের চেয়ে ভিডিওতে বেশি বাজেট বরাদ্দ করছেন। একটি গানের ভিডিওতে ব্যয় হচ্ছে লক্ষাধিক টাকা, অথচ গানের কথা বা সুরে মৌলিকত্ব অনুপস্থিত। অনেক সময় গান পরে তৈরি হয়, আগে ভিডিওর প্লট তৈরি হয়। শিল্পী নির্বাচনেও কর্ত নয়, ভিডিওতে কে ‘দেখতে ভালো লাগবে’ সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই কারণে অনেক ভালো কর্তৃশিল্পী গান প্রকাশ করতে পারছেন না শুধুমাত্র ভিজুয়াল না থাকার কারণে।

একটা সময় ছিল, গান ছিল একান্ত অনুভূতির জগত। কেউ ভালোবাসায় আঘাত পেলে গান শুনত, কেউ আনন্দে নাচতে গিয়ে গান ধরত। এখন গান শুনে



কেউ কাঁদে না, বরং ‘কোন সেলিব্রিটি কীভাবে নেচেছে’ সেটাই বেশি আলোচনায় আসে। আগে নৌকা বাইচ, মাটি কাটার লোক, নৌঘমণে গানই ছিল আনন্দের অনুষ্ণ। যা এখন বিলীন হতে চলেছে। মানুষ গান শুনে চিন্তামগ্ন হতো, এখন গান দেখে মস্তব্য করে, ‘ওর জামাটা কী সুন্দর ছিল’।

সামাজিক প্রভাব: পরিবারের ভিত নড়ে- পরিবারে একসঙ্গে বসে গান শোনার যে সংস্কৃতি ছিল, তা আজ হারিয়ে গেছে। এখন গান মানেই কানেকানে নয়, ক্রিনের সামনে একা। শিশুরা গান শুনে শেখে না, দেখে শেখে- আর সেখানে থাকে ফ্যাশন, গ্ল্যামার আর কখনো কখনো অশালীন অঙ্গভঙ্গির বিরূপতা। এই ভিজুয়াল সংস্কৃতি তাদের ভাষা, রুচি ও মননে প্রভাব ফেলেছে।

মার্কিন এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত ক্রিন নির্ভর গান গ্রহণ করলে শিশু-কিশোরদের একাগ্রতা কমে যায় এবং তাদের ভাষার ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশেও এর ছাপ লক্ষণীয়।

আমাদের আশেপাশেই এরূপ দেখতে পাওয়া যায়। দূরে যেয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন পড়ছে না। এর ভুক্তভোগী পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র।

অবগচ্চার অবসান: স্মৃতিহীন প্রজন্ম? একটা সময় ‘অন্তরে গান বাজে’-এই কথা বললে মানুষ বুঝত গান কিভাবে অন্তর্লীন হতে পারে। আজ সেটা বলা যায় না। কারণ গান এখন চটুল, ক্ষণস্থায়ী, স্মৃতির নয়- মুহূর্তের জন্য তৈরি। এই প্রজন্ম হয়তো দশ বছর পর কোনো গান মনে করে বলবে না, ‘ওই গানটা শুনে প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম।’ বরং বলবে, ‘ওই রিলটা ভাইরাল হয়েছিল’।

উদ্বেগ: শ্রোতা সংস্কৃতির বিলুপ্তি- শ্রোতা হারিয়ে গেলে গায়কও হারিয়ে যায়। শ্রোতা তৈরি হয় পরিবারে, স্কুলে, ক্লাবে-সেখানে গান শোনার একটা সংস্কৃতি থাকে। সেটা এখন নেই। সবাই ‘দেখে’- শুনে না। একে একে হারিয়ে যাচ্ছে- কবিতার গানের ঐতিহ্য;

লোকগানের প্রাণ; আধ্যাত্মিক গানের গভীরতা। এমনকি রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি কিংবা আধুনিক বাংলা গান, বাউল সঙ্গীত, পালাগান, মরমী গান- সবকিছুই আজ ভিজুয়াল সংস্কৃতির চাপে কোণঠাসা।

পথ আছে, যদি চাওয়া থাকে আমরা কি পারি না আবার শ্রোতা হয়ে উঠতে? অবশ্যই পারি। তার জন্য দরকার অডিও সংস্কৃতি চর্চা: রেডিও শোনা, প্লিকার দিয়ে গান চালানো। মনোযোগী শ্রবণ অভ্যাস: গান শুনে কথা বোঝা, সুর অনুধাবন। ভালো শিল্পীদের উৎসাহ: যারা ভিডিও নয়, গানকে ভালোবাসেন। শিশুদের শেখানো: শুধু গান নয়, গান শোনা কীভাবে হয়- তাও শেখানো।

এসব নিয়েই গানের নাম ও বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। সুর বা কথা নয়, ভিডিও ভাইরাল হবে কি না-তাই মূল বিবেচনা। ফলে সত্যিকারের শিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছেন। যারা ভালো গাইতে পারেন, কিন্তু ভিজুয়াল উপস্থাপন দিতে পারেন না- তারা কোণঠাসা। তাদের গান প্রকাশিত হলেও পৌঁছায় না শ্রোতার কাছে। অথচ এই ভিজুয়াল অঙ্গনে হিরো আলমদের উত্থান!

প্রবণচর্চার অবসান: স্মৃতিহীন প্রজন্ম? একটা সময় ‘অন্তরে গান বাজে’-এই কথা বললে মানুষ বুঝত গান কিভাবে অন্তর্লীন হতে পারে। আজ সেটা বলা যায় না। কারণ গান এখন চটুল, ক্ষণস্থায়ী, স্মৃতির নয়- মুহূর্তের জন্য তৈরি। এই প্রজন্ম হয়তো দশ বছর পর কোনো গান মনে করে বলবে না, ‘ওই গানটা শুনে প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম।’ বরং বলবে, ‘ওই রিলটা ভাইরাল হয়েছিল’।

উদ্বেগ: শ্রোতা সংস্কৃতির বিলুপ্তি- শ্রোতা হারিয়ে গেলে গায়কও হারিয়ে যায়। শ্রোতা তৈরি হয় পরিবারে, স্কুলে, ক্লাবে-সেখানে গান শোনার একটা সংস্কৃতি থাকে। সেটা এখন নেই। সবাই ‘দেখে’- শুনে না। একে একে হারিয়ে যাচ্ছে- কবিতার গানের ঐতিহ্য; লোকগানের প্রাণ; আধ্যাত্মিক গানের গভীরতা। এমনকি রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি কিংবা আধুনিক বাংলা গান, বাউল সঙ্গীত, পালাগান, মরমী গান- সবকিছুই আজ ভিজুয়াল সংস্কৃতির চাপে কোণঠাসা।

পথ আছে, যদি চাওয়া থাকে আমরা কি পারি না আবার শ্রোতা হয়ে উঠতে? অবশ্যই পারি। তার জন্য দরকার অডিও সংস্কৃতি চর্চা: রেডিও শোনা, প্লিকার দিয়ে গান চালানো। মনোযোগী শ্রবণ অভ্যাস: গান শুনে কথা বোঝা, সুর অনুধাবন। ভালো শিল্পীদের উৎসাহ: যারা ভিডিও নয়, গানকে ভালোবাসেন। শিশুদের শেখানো: শুধু গান নয়, গান শোনা কীভাবে হয়- তাও শেখানো।

লেখক: অ্যাডভোকেট, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

উপকারী?

ডোপামিন নিঃসরণ: প্রিয় গান শোনার সময় মস্তিষ্কে ডোপামিন হরমোন নিঃসরণ হয়, যা আনন্দ ও তৃপ্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে। এটা চোখ নয়, মূলত কানের মাধ্যমে সংগীতের রিদম ও সুর মস্তিষ্কে পৌঁছালে ঘটে।

স্ট্রেস হরমোন কমা়: ধীর গতির সুরেলা গান শোনা করটিসল হরমোন (স্ট্রেস হরমোন) কমা়। তাই সংগীত থেরাপিতে শুধুই অডিও গান ব্যবহার করা হয়।

মনোযোগ বাড়ায় ও স্মৃতিশক্তি উন্নত করে: নিয়মিত গান শোনা মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করে। আলঝেইমার বা স্মৃতিভ্রংশ রোগীদের ক্ষেত্রে সংগীত থেরাপি কার্যকর।

গান দেখা কি ক্ষতিকর

গান দেখা একেবারে খারাপ নয়- ভালো ভিডিও হলে তা ভিজুয়াল আনন্দ দেয়। তবে বারবার ক্রিন দেখায় চোখ ও মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়; মনোযোগ ছুটে যায় সুর নয়, দৃশ্যের দিকে; প্রশান্তি নয়, উত্তেজনা বা বিভ্রান্তি বাড়ে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এটা বেশি নেতিবাচক। তারা গানের কথা নয়, ভিডিওর রঙ-ঢং দেখে শেখে। চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে, শ্রবণ সংগীত মানে কানে শোনা গান- এটাই প্রকৃত ‘সঙ্গীতচিকিৎসা’। গান যদি হৃদয় ছোঁয়, সে তখন প্রশান্তির ওষুধ হয়ে ওঠে। ক্রিন-নির্ভর গান শুধু বিনোদন- প্রশান্তি নয়।

গান ফিরে পাক তার প্রাণ, প্রযুক্তি দরকার, ভিজুয়াল দরকার- কিন্তু গানকে যদি শুধু চোখের আনন্দে সীমাবদ্ধ করে ফেলি, তাহলে সেটা হবে এক ধরনের সাংস্কৃতিক আত্মঘাত। গান যদি আর মনকে না ছোঁয়, কানে না বাজে, তবেগে না নড়ে- তাহলে সে গান নয়, কেবল আরেকটা ডিজিটাল ক্লিপ। এই রোবটিক যুগে দরকার কিছু আবেগের আশ্রয়। গান অনুধাবন। ভালো শিল্পীদের উৎসাহ: যারা ভিডিও নয়, গানকে ভালোবাসেন। শিশুদের শেখানো: শুধু গান নয়, গান শোনা কীভাবে হয়- তাও শেখানো।

লেখক: অ্যাডভোকেট, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

আমরা যে কারণে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বা ওমান নই

ড. ইজাজ আহসান

প্রশ্নটা হলো নীতি-নৈতিকতা আর নেতৃত্বের সাথে আর্থসামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক কী? নীতি-নৈতিকতা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এর সাথে সামাজিক আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে জড়িত? হ্যাঁ, এটার একটা যোগসূত্র আছে। নীতি-নৈতিকতা বিবর্তিত নেতৃত্ব যে একটা দেশের কী পরিমাণ ক্ষতির কারণ হতে পারে, তা অনুমান করা সহজ হবে যদি এ ব্যাপারে আমি একটা বড় উদাহরণ দিই।

উপসাগরীয় অঞ্চলের দুটি দেশ ইয়েমেন ও ওমান। দেশ দুটির আয়তন প্রায় সমান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ-প্রায় সবই এক। পাশাপাশি এই দেশ দুটির একটি পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ আর অপরটি বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ। সবকিছুই যেহেতু এক, তাই হয় দুটো দেশেরই হয় দরিদ্র, না হয় ধনী হওয়ার কথা। কিন্তু সবকিছু এক হলেও এক জায়গায় বিস্তার গরমিল। আর তা হলো-দেশ দুটির নেতৃত্ব।

ওমানের নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান কাবুস বিন কাবুস। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ওমানের জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন আর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান করা। তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে তিনি ওমানি জনগণের একজন সুযোগ্য অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। কয়েক দশকে ওমানকে নিয়ে এসেছেন বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশের তালিকায়। তেল সম্পদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে দেশের উন্নয়নে। দেশের সম্পদকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করে বসেননি।

এবার আসি ইয়েমেনের কথা। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের একটি। ইয়েমেনের নেতৃত্বে ছিলেন আলী আব্দুল্লাহ সালেহ। যদিও ইয়েমেনের এই দুর্দশার পেছনে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চক্রের চালবাজি ছিল। দেশটাকে তারা ভাগ করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। এর মধ্যে রাশিয়া, আমেরিকা, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ফলে এখানে গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে সব রকম অশান্তি বিরাজ করেছে। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, তা হলো নেতৃত্বের সংকট। এই আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত অসৎ। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষজ্ঞ দল এক রিপোর্ট পেশ করে, যেখানে বলা হয়-আলি আব্দুল্লাহ সালেহ তাঁর ৩৩ বছরের ক্ষমতায় থাকার সময় অসৎ উপায়ে ৩২ থেকে ৬০ বিলিয়ন ডলার অর্জন করেন এবং তা বিভিন্ন দেশে পাচার করেন। তাই তেল সম্পদ থাকার পরও ইয়েমেনিরা হতদরিদ্র।

আর নেতৃত্ব যদি অসৎ হয়, তবে সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তার সাজপাঙ্গরও কোমর বেঁধে নেমে পড়ে চুরি করতে। বিদেশি শক্তিগুলো চায় এই চোর-ডাকাতগুলো যেন



ক্ষমতায় থাকে। তাতে তাদেরও লুটতরাজে সুবিধা হয়। এদের দ্বারা দেশের মধ্যে বিভেদ আর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এক পক্ষকে আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ফলে তাদের অস্ত্র বিক্রি, সম্পদ লুট-এগুলো নির্বিঘ্ন হয়, আর বিপর্যস্ত হয় আপামর জনগণের জীবন-জীবিকা। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে অসৎ নেতৃত্ব।

অপর দিকে ওমানের সুলতান কাবুস ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং তাঁর দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি ওমানকে একটা স্থিতিশীল ধনী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ওমানের আইন-শৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি দেশটাকে দেশি-বিদেশি সবার জন্য এক নিরাপদ শান্তিপূর্ণ স্থানে পরিণত করেছে। ওমানিরা জানে, সবার আগে ওরা ওমানি, এটা সবারই দেশ। এমনকি বিদেশি অভিযাত্রীরাও এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করে। এই সবকিছুর পেছনে আছে সুলতান কাবুসের রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় দক্ষ, সৎ আর দূরদর্শী চিন্তা।

এবারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে আসি। প্রথমেই আসে সিঙ্গাপুরের কথা। ১৯৬০-এর দশকে সিঙ্গাপুর ছিল একটা হতদরিদ্র দেশ। মাদক, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি আর দারিদ্র্য ছিল

১৯৭০-এর দশকে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া-এরা সবাই দরিদ্র দেশের তালিকায় ছিল। এমনকি চীনের অবস্থানও প্রায় ভারতের কাছাকাছি ছিল। আজ তাদের সাথে আমাদের মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আমরা আর ওরা কোথায়।

সিঙ্গাপুরের বৈশিষ্ট্য। একটা লম্বা ইতিহাস আছে, সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের এই অগ্রযাত্রার পেছনে আছে লি কুয়ানের সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব। সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট লি কুয়ানের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসনের অভিযোগ আছে। কিন্তু সিঙ্গাপুরকে এই অবস্থায় আনার জন্য সেটা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সিঙ্গাপুর মাদক ও দুর্নীতি দমনের জন্য কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করে। আমরা

কথায় কথায় যে শব্দটা ব্যবহার করি ‘জিরো টলারেজ’-সেটারই বাস্তব প্রয়োগ ছিল সিঙ্গাপুরে। এর ফলে দুর্নীতি আর মাদক-দুটিই নির্মূল হয়ে যায় সিঙ্গাপুর থেকে। এর জন্য সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এখনো তা বলবৎ।

এসবই করা হয়েছিল সিঙ্গাপুরকে বাচানোর জন্য, লি কুয়ানের ব্যক্তিগত লাভের জন্য না। একবার কথা প্রসঙ্গে লি কুয়ান এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, ‘আমার সামনে দুইটা সিদ্ধান্ত ছিল: এক. আমি আর আমার পরিবার বড় লোক হব অথবা আমার দেশ সিঙ্গাপুর সমৃদ্ধ হবে। আমি দ্বিতীয়টা বেছে নিয়েছি। লি কুয়ান যদিও বহুদিন সিঙ্গাপুরের শাসনক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর ছেলে-মেয়ে-নাতি-পুত্রিকে ক্ষমতার অংশীদার করে যাননি। তাঁদের দেশের বাইরে সম্পদ পাচার করার সুযোগ করে দেননি। সুযোগ করে দিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরের মতো একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে। আরও আশ্চর্য ব্যাপার সিঙ্গাপুরের প্রাকৃতিক সম্পদ বলে তেমন কিছু নেই। কিছুটা একনায়কতান্ত্রিক বা পশ্চিমা সুশীলদের ভাষায় যেটাকে বলা হচ্ছে, গাইডেড ডেমোক্রেসি-সেটাই তিনি করেছিলেন

দেশের জন্য; তাঁর নিজের বা পরিবারবর্গের জন্য না। আর যাই হোক তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সত্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, আর উঠবেও না।

সিঙ্গাপুরের পাশের দেশ মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদের কথাও আমরা জানি। আর বেশি কিছু বলার আশা করি দরকার নেই। বিপরীত চিত্রের বহু উদাহরণও আছে। যেটা আরও অনেক বড়। আমি শুধু দুটো উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। এক. সিরিয়া, আর দুই. বাংলাদেশ। সিরিয়ার স্বৈরশাসক হাফিজ আল আসাদ আমৃত্যু সিরিয়া শাসন করার পর তাঁর গুণধর পুত্র বাশার আল আসাদকে সিরিয়ার মসনদে বসার ব্যবস্থা করে যান। তার পরের ইতিহাস আর বলার দরকার নেই। কারণ সবার জন্য। লাখ লাখ মানুষের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এই কুখ্যাত শাসকের শাসন। শুধু বিদেশি শক্তির ঝুঁতির জেরেই তাঁকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখে। তাঁর নিজের দেশের মানুষের হাফিজের তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি মুহুর্তের জন্যও। এমনকি এক পর্যায়ে বিসাক্ত গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করার গুরুতর অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এবার আসি আমাদের কথা। আমাদের দেশে গত পনেরো বছর যে চুরিচামারি, টাকা পাচার, খুন, গুমের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটে গত বছর ৫ আগস্ট। ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হলেও পরতরেকেরা তার ক্ষত চিহ্ন রেখে গেছে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে। অবুঝ শিশুরাও নিস্তার পায়নি তাদের হাত থেকে। এই উদ্ধৃত অহংকারীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা না গিয়ে যদি কোনো লি কুয়ান, মাহাথির বা সুলতান কাবুস বা নেলসন ম্যান্ডেলার হাতে ক্ষমতা যেত, তবে বাংলাদেশ এত দিনে হয়তো সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেত।

১৯৭০-এর দশকে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া-এরা সবাই দরিদ্র দেশের তালিকায় ছিল। এমনকি চীনের অবস্থানও প্রায় ভারতের কাছাকাছি ছিল। আজ তাদের সাথে আমাদের মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আমরা আর ওরা কোথায়।

বাংলাদেশের সব আছে, নেই শুধু সৎ আর নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব। সৎ, দক্ষ আর নিষ্ঠাবান লোকও আছে, কিন্তু আমাদের খুঁজে নিতে হবে। সামনে আমাদের নির্বাচন। বাংলাদেশের মানুষ নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এই স্বপ্ন আবার দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, যদি ঠিক মানুষকে চিনতে ভুল করি। তবে এবার আর ভুল করবে না বাংলাদেশ। বংশ পরিচয়ে আর কেউ ক্ষমতা পাবে না। সত্যতা, দক্ষতা আর প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দেবে বাংলার জনগণ; ছাড়িয়ে যাবে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ব্যবসায় শিক্ষা, বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাধ্যমি, ওমান



SECI Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DFS NJ, DFS MI, DB&F GA, DCFR MD AND FLOPR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590			

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সামষ্টিক মূল্যবোধে ধবিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ইফতেখার ইসলাম

মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী নিয়ে একই চাদের নিচ্ছে থাকা। মা, চাচীকে ঘিরে বসে একসাথে খাবার খাওয়া। দিনভর স্কুল-খেলাধুলা শেষে আবার সন্ধ্যা হলে ঘিরে আসা। তারপর রাত একটু হলে দাদীর কাছে বসে গল্প শোনা। একসাথে উৎসবে আনন্দ করা, আড্ডা দেওয়াসহ আরও কত কী। এসব বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোর পরিচিত চিত্র। সামষ্টিকতার যে কী মজা তা এসব দেশের মানুষ খুব ভালোভাবেই জানে। আর এসব দেশের মানুষের এমন চালচলন যেন প্রভাবিত করছে বিদেশিদেরও।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা ও আত্মনির্ভরতার সংস্কৃতিকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা একটি দেশ। তবে সম্প্রতি এ দেশের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির মতো এ দেশের মানুষও ধীরে ধীরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে সামষ্টিকেন্দ্রিক মূল্যবোধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তা কি বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের জীবনধারণর প্রভাব নাকি দেশের মানুষের নিজস্ব আত্মোপলব্ধি তা নিশ্চিত নয়।

তবে এটা নিশ্চিত যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ ও ইলন মাস্কের প্রভাবে এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধন আগের থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যা এদেশকে ব্যক্তিবাদী থেকে সমষ্টিবাদী সংস্কৃতির পথে ধাবিত করতে পারে এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এ ছাড়া বর্তমান প্রশাসনের একাধিক কার্যকালাপ ও সিদ্ধান্ত পারিবারিক বন্ধনকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্ষমতা গ্রহণের পর ট্রাম্পজেন্ডার মতবাদের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তোঁরতা, শিশু জন্ম হলে মায়াদের জন্য বোনাস—এসব বিষয় মানুষকে পারিবারিক বন্ধনে আরও আবদ্ধ করবে। এ ছাড়া ইলন মাস্কের ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে এদিকে সেদিক ঘুরে বেড়ানো কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্পের খুনসুটির মতো বিষয়গুলো সামষ্টিক জীবনধারাকেই প্রাধান্য দেয়।

ইতিহাস বলছে, ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, জীবন এবং সুখ অন্বেষণকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পুঁজিবাদ, মুক্ত বাজারনীতি ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি—এসবই ব্যক্তির উদ্যোগ ও পরিশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। বিখ্যাত বাণী ‘দ্যা আমেরিকা ড্রিম’ মূলত ব্যক্তির কর্তোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের ধারণাকে প্রতিফলিত করে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, তরুণ প্রজন্ম ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে সমাজকল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিশ্বব্যাপী সংহতির আবহে বেড়েছে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ।



সমাজবিজ্ঞানী ড. এলেনা রিভেরা বলেন, আমেরিকার সাংস্কৃতিক ডিএনএতে ব্যক্তিবাদী মনোভাব থাকলেও, বর্তমান প্রজন্ম ক্রমেই একটি পরস্পর-নির্ভর সমাজ গঠনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এটি রাজনীতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষানীতিতেও প্রভাব ফেলছে।

ট্রাম্পজেন্ডার নিয়ে কর্তোঁরতা পরিবার বিচ্ছিন্নতা কমাবে

বিকৃত হিসেবে আখ্যায়িত বিতর্কিত ট্রাম্পজেন্ডার মতবাদ নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই কর্তোর অবস্থান নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। একাধিক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ট্রাম্পজেন্ডার ব্যক্তিদের সরকারি পরিচয়পত্রে সঠিক লিঙ্গ পরিচয়, ফেডারেল তহবিল কেটে নেওয়া এবং সরকারি ওয়েবসাইট ও শিক্ষাক্রম থেকে ট্রাম্প ইতিহাস মুছে ফেলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ট্রাম্পের মতে মানুষ কেবল নারী বা পুরুষ। এ ছাড়া সম্প্রতি সেনাবাহিনীতে ট্রাম্পজেন্ডার নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ কামনা করে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ।

মূলত ট্রাম্পজেন্ডার মতবাদের কারণে প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে নিজেদের রূপান্তরিত করে ফেলে। যার ফলে ওইসব সন্তান নিজেদের বাবা মা থেকে ‘সিস্টেমेटিকলি’ অনেক দূরে চলে

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, তরুণ প্রজন্ম ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে সমাজকল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিশ্বব্যাপী সংহতির আবহে বেড়েছে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ।

যায়। অধিকাংশ ট্রাম্পজেন্ডার নিজেদের মতো জীবনযাপন করে। আর এই মতবাদের ফলে তরুণরা নিজেদের ধ্বংসের পথে ধাবিত করে এমটাই মতামত সমালোচকদের। ট্রাম্পপন্থীদের দাবি, এই ‘বিকল্প লিঙ্গ চিন্তা’ আমেরিকার ঐতিহ্য ও পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করছে। তারা মনে করেন, তরুণদের রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা পরিবারের ভাঙন বাড়াচ্ছে এবং ট্রাম্পজেন্ডার মতবাদ থেকে দূরে রাখা গেলে পরিবারে সন্তানদের সংযুক্তি বাড়বে।

নবজাতকের জন্মে ৫ হাজার ডলার প্রাণোদনা, লক্ষ্য পরিবার গঠনে আগ্রহী করা

সন্তান জন্মদানে নতুন মায়াদের জন্য ৫ হাজার ডলারের আর্থিক প্রাণোদনা দেওয়ার একটি পরিকল্পনায় সমর্থন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ২২ এপ্রিল ওভাল অফিসে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমার কাছে এটা একটা ভালো ধারণা মনে হচ্ছে।

জানা গেছে, হোয়াইট হাউস আমেরিকানদের মধ্যে বিয়ে ও সন্তান ধারণে আগ্রহ বাড়াতে নানা ধরনের পরিকল্পনা বিবেচনা করছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, এই প্রাণোদনার লক্ষ্য শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, দীর্ঘমেয়াদে পরিবার গঠন ও সমাজে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

প্রতিটি নবজাতকের জন্য প্রস্তাবিত এই ৫ হাজার ডলার প্রদানের পরিকল্পনার পাশাপাশি নারীদের গর্ভধারণ বিষয়ক জ্ঞান বাড়ানোর জন্য একটি শিক্ষামূলক কর্মসূচির কথাও ভাবা হচ্ছে। এতে নারীরা মাসিক চক্র ও ডিম্বেক্ষোঁটন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে সচেতন হতে পারবেন। একই সঙ্গে ফুলব্রাইট ইউএস স্টুডেন্ট প্রোগ্রামের একটি অংশে সন্তানধারী ও বিবাহিত শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাবও রয়েছে।

ট্রাম্প এর আগে এক নির্বাচনী প্রচারণায় জানিয়েছিলেন, নবজাতকের খরচ কর থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে তিনি। তিনি ইন ভিত্রো ফাটিলাইজেশন চিকিৎসার ব্যয় সরকারের পক্ষ থেকে বহনের পক্ষেও মত দেন। তিনি বলেন, আমরা আরও শিশু চাই, খুব সুন্দরভাবে বলতে গেলে। ইন ভিত্রো ফাটিলাইজেশনচিকিৎসা অনেকের পক্ষে খুব ব্যয়বহুল, তাই আমরা এটিকে সহজলভ্য করতে চাই।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই প্রাণোদনা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবারভিত্তিক সামাজিক কাঠামো পুনঃগঠনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এটি কতটা কার্যকর ও টেকসই হবে, তা নির্ভর করবে আসন্ন নির্বাচন এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ওপর।

গবেষকদের চোখে পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব পিউ রিসার্চ সেন্টার ও আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, ৭৩ শতাংশ আমেরিকান তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক সম্পর্ককে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করছেন। গবেষণায় উঠে এসেছে, সুস্থ এবং মজবুত পারিবারিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়, কর্মক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন ও সামষ্টিক মূল্যবোধের বিষয়ে গবেষকদের প্রকাশিত বক্তব্যে দেখা গেছে ইতিবাচক ভঙ্গি।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানী ড. এলিজাবেথ হিউবার্ট বলেন, করোনাভাইরাস মহামারি আমাদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিকে নড়া-চড়া করেছে। মানুষ এখন আরও বেশি করে পরিবারের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে। এটি শুধু ব্যক্তি জীবনের উন্নতির জন্য নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক ঐক্য এবং সহানুভূতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ড. রবার্ট স্মিথ উল্লেখ করেন, অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণে থেকে, সঠিক পরিবার ও সামাজিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি আরও লাভজনক এবং সফল হতে পারে। একটি সুস্থ পারিবারিক কাঠামো মানসিক স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, যা সোজা অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সংযুক্ত।

সাংস্কৃতিক বিশ্লেষক মেরি চেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যেখানে আগের তুলনায় ব্যক্তি স্বাধীনতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেখানে আজকাল আবার পরিবার এবং সম্পর্কগুলোর প্রতি গুরুত্ব বাড়ছে। এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন, কারণ এটি সমাজে আরও সংহতি এবং সাম্প্রতিক সময়ের উদ্বেগ এবং একাকীত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

সামাজিক গবেষক ডঃ জন উইলিয়ামস মতামত দেন, পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ প্রযুক্তির অতি ব্যবহার মানুষকে একাকী করে তুলছে। এখন মানুষ চায় সেরা মানসিক স্বাস্থ্য এবং স্থিতিশীলতা পেতে, এবং তার জন্য তারা পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির দিকে আরও মনোযোগ দিচ্ছে।

ইউরোপের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বনাম এশিয়ার স্বল্পমেয়াদি যুদ্ধ

মিহিরকান্তি চৌধুরী

ইতিহাসে সব মহাদেশেই যুদ্ধের ছাপ রয়েছে, তবে ইউরোপ ও এশিয়ার যুদ্ধের প্রকৃতি ও স্থায়ীত্বে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। ইউরোপের যুদ্ধগুলো সাধারণত এশিয়ার যুদ্ধের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল হতো। এশিয়ায় যুদ্ধ দ্রুত শুরু হয়ে দ্রুত শেষ হতো, অথচ ইউরোপে তা দশক বা শতাব্দী ধরে চলত, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করত। গ্রিক-পারস্য যুদ্ধ (৪৯৯–৪৪৯ খ্রিঃপূঃ) থেকে শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুগোশ্লাভ সংঘাত এবং বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপের যুদ্ধের ধারাবাহিকতা বিন্ময়কর।

এই পার্থক্য বোঝার জন্য আমাদের সমাজকাঠামো, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সামরিক কৌশল, ভূপ্রকৃতি, অর্থনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক মানসিকতার দিকে তাকাতে হয়। যুদ্ধের ইতিহাস আসলে সভ্যতার ভিন্ন মনস্তত্ত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা ও টিকে থাকার লড়াইয়ের প্রতিফলন।

ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রধান কারণ বিভক্ত রাজনৈতিক দৃশ্যপট রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপ হয়ে ওঠে নানা ছোটো ছোটো রাজ্য, প্রিন্সিপালিটি আর নগর-রাষ্ট্রের জটিল গুচ্ছ। এখানে প্রতিযোগিতা, বিশ্বাসভঙ্গ আর অস্থায়ী জোট ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ফলে যুদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না, দ্রুত গোটা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত। এমনকি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যও ছিল আলগা কনফেডারেশন সম্রাটের ক্ষমতা ছিল রাজপুত্রদের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮–১৬৪৮) ধর্ম ও রাজনীতির জটিল মিশ্রণে এক বিধ্বংসী দীর্ঘ সংঘাতে পরিণত হয়েছিল, যার অবসান এসেছিল দীর্ঘকালীন কূটনীতির মাধ্যমে (ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি)।

ধর্মীয় বিভাজন

ষোড়শ শতকে প্রোটেষ্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের ধর্মীয় ঐক্য ভেঙে দেয়। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টদের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর বিভাজন, যা যুদ্ধকে রাজনৈতিকের পাশাপাশি নৈতিক ও অস্তিত্বের লড়াইয়ে পরিণত করে। আশি বছরের যুদ্ধ বা ত্রিশ বছরের যুদ্ধ ছিল শুধু ভূখণ্ডের জন্য নয়, বিশ্বাসের জন্য রক্তক্ষয়। যেহেতু উভয় পক্ষই নিজেদের সত্যের একমাত্র ধারক মনে করত,



আপসের সম্ভাবনাম কম ছিল, আর সংঘাত হতো দীর্ঘায়িত।

সামরিক উদ্ভাবন ও অচলাবস্থা ইউরোপীয়রা দুর্গনগরী, স্থায়ী সেনাবাহিনী ও নতুন ধরনের যুদ্ধ কৌশল তৈরি করে যুদ্ধকে মহুর করে তোলে। দুর্গগুলোর অবরোধ মাসের পর মাস চলত। সামরিক সংগঠনের উন্নতি হলেও তা দ্রুত বিজয় নিশ্চিত করত না। ফলে অবরোধ, প্রতিআক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সংঘর্ষ যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করত। সামরিক ও কূটনৈতিক অচলাবস্থা যুদ্ধের সময়কাল বাড়িয়ে দিত।

রাজবংশীয় রাজনীতি ইউরোপীয় রাজনীতি রাজবংশীয় দাবিদাওয়া ও উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আবদ্ধ ছিল। বিয়ের মাধ্যমে সিংহাসনের দাবি উঠত, আর তা নিয়েই দশকের

পর দশক যুদ্ধ চলত। স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭০১–১৭১৪) কিংবা শতবর্ষের যুদ্ধ (১৭৩৭–১৪৫৩) তার বড়ো উদাহরণ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রাজারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন, কারণ সামরিক বিজয়ে সমস্যা মিটত না। বরং আবার নতুন দাবিদার উঠে আসত। এশিয়ায় স্বল্পমেয়াদি যুদ্ধের কারণ এশিয়ায় স্বল্পমেয়াদি যুদ্ধের ইতিহাস কেবল যুদ্ধের নয়, দুটি ভিন্ন ধরনের সভ্যতার মনস্তত্ত্ব ও টিকে থাকার লড়াইয়ের চিত্রও তুলে ধরে। ইউরোপের তুলনায় এশিয়ায় যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ। পার্শ্ববর্তী ভারত-পাকিস্তানের চারবারের যুদ্ধ ও চীন-ভারত যুদ্ধ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য ও প্রশাসন: এশিয়ায় অনেক বড়ো সাম্রাজ্য যেমন মৌর্য, গুপ্ত, মুঘল, তাং, সাং, মিং, ছিং এবং উসমানীয় সাধারণত

অধিকতর কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। একটি শক্তিশালী সম্রাট বা সুলতানের হাতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকায় বিদ্রোহ বা যুদ্ধ তীব্রভাবে দমন করা সম্ভব হতো। ফলে অধিকাংশ যুদ্ধ ছিল সংক্ষিপ্ত ও নিষ্পত্তিমূলক। সামরিক কৌশল এবং দ্রুত নিষ্পত্তি: এশিয়ার বহু সাম্রাজ্যতাত্ত্বিক শক্তি যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা না বানিয়ে দ্রুততম সময়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের চেষ্টা করত। বিশেষ করে যোড়সওয়ার অস্কারোহী সেনাবাহিনী (যেমন মঙ্গোলদের) ব্যবহারে যুদ্ধ অত্যন্ত দ্রুত ও বিধ্বংসী হতো। মঙ্গোল সাম্রাজ্য নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যে বিশাল এলাকা দখল করা হয়েছিল, এবং যুদ্ধ তুলনামূলকভাবে কম সময়ে নিষ্পন্ন হতো।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একতা: যদিও এশিয়ায় বহু ধর্ম ও ভাষা ছিল, তারপরও বৃহৎ

সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অথবা বৃহৎ সংখ্যক জনগণের মধ্যে ধর্মীয় একতা দেখা যেত। যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের সময়, আকবরের নীতিমালা ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রচলন করা। ফলে ইউরোপের মতো গভীর ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ এশিয়ায় কম ছিল।

ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশের বাস্তবতা: এশিয়ার বিশাল মরুভূমি, অরণ্য, পাহাড় ও নদী যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার পথে প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টি করত। অনেক সময় এক মৌসুমে যুদ্ধ অসমাপ্ত থাকলে পরবর্তী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো, ফলে দ্রুত নিষ্পত্তির একটা তাগিদ থাকত।

জনগণের জীবনদৃষ্টিভঙ্গি ও শাসকের মনোভাব: এশীয় শাসকেরা প্রায়শই যুদ্ধকে রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনঃবন্টনের মাধ্যম হিসেবে দেখতেন, যেখানে যুদ্ধের পর দ্রুত প্রশাসনিক স্থিতি ফিরিয়ে আনা ছিল লক্ষ্য। ধ্বংসাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে শাসকগোষ্ঠীগুলো দ্রুত শান্তিচুক্তি বা নতুন সমঝোতার দিকে এগিয়ে যেত।

প্রযুক্তিগত পার্থক্য: ইউরোপের তুলনায় এশিয়ায় কিছু অঞ্চলে সামরিক প্রযুক্তির পরিবর্তন ও বিকাশ তুলনামূলকভাবে দেরিতে এবং আলাদাভাবে ঘটেছিল। ফলে যুদ্ধের গতি দ্রুত ছিল এবং প্রযুক্তিগত যুদ্ধের অচলাবস্থা কম দেখা যেত। দেখা যায়, ইউরোপের যুদ্ধগুলো ছিল দীর্ঘস্থায়ী, বিধ্বংসী, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলমান। যুদ্ধগুলোর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে গভীরভাবে বদলে দেয়। ওয়েস্টফালিয়া চুক্তির মতো কূটনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ধারণা জন্ম নেয়, এবং দীর্ঘ যুদ্ধপর্ব প্রযুক্তি ও সামরিক সংগঠনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।

অন্যদিকে এশিয়ায়, বৃহৎ ও কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য রাষ্ট্রসমূহ বৃহৎ ভূখণ্ডের ওপর শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ রাখত। ফলে সংঘাত বেশিরভাগ সময় দ্রুত দমন হতো। এখানে সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল শত্রুকে দ্রুত হার মানানো, দীর্ঘ অবরোধ নয়। ধর্মীয় বিভাজনও তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ফলে যুদ্ধও তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকত। এশীয় যুদ্ধে সম্পূর্ণ ধ্বংসের প্রতি কম মনোযোগ থাকার ফলে এশিয়ায় সংস্কৃতি, ভাষা ও প্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে টিকে থাকত, ইউরোপে ছিল ভিন্নতা।

লেখক: অনুবাদক ও নির্বাহী প্রধান, টেগোর সেন্টার, সিলেট।

ইতিহাস সেই জবাব জানতে চাইবে

এইচ বি রিতা

যখন অন্যায় ঘটে, তখন শুধু অন্যায়কারীর জন্যই ইতিহাস লেখা হয় না—নীরব দর্শকদের চূপ করে থাকা, তাদের পিছু হটাও সেই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ধে মাঝামাঝি কোনো অবস্থান থাকে না। ইতিহাস সাক্ষী, অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে যারা নীরব থাকে, তারা নিপীড়কের সমান অপরাধী। ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ধে নিরপেক্ষতা কেবলই একটি ভান্ডি, আর এখানেই নীরবতা একপ্রকার সত্যতির ভাষা হয়ে ওঠে। সময়ের পরীক্ষায় প্রতিটি মানুষকে দাঁড়াতে হয় সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে, যেখানে কণ্ঠধর তুলতে না পারা মানেই বিবেকের মৃত্যুর দিকে একধাপ এগিয়ে যাওয়া।

ফ্রেডেরিক ডগলাস বলেছিলেন, "যেখানে ন্যায়বিচার অস্বীকৃত হয়, যেখানে দারিদ্র্য চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে অজ্ঞতা বিরাজ করে, এবং যেখানে কোনো একটি শ্রেণিকে এই অনুভূতি দেওয়া হয় যে সমাজ একটি সুপারিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের দমন, শোষণ ও অবমাননা করছে—সেখানে ব্যক্তি বা সম্পদ কোনোভাবেই নিরাপদ থাকতে পারে না।"

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট আমাদের সামনে যে বাস্তবতা উন্মোচন করেছিল, তা ইতিহাসের এক নির্মম রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। এবং এ কেবল রাজনীতি বা বিপ্লবের অধ্যায় নয়; এটি এক নৈতিক সংকটের প্রতিচ্ছবিও, যেখানে কিছু কলমধারীর নীরবতা সবচেয়ে ভয়াবহ রূপে ধরা দিয়েছিল। তখন যারা কলম ধরেছিলেন, তারা কেবল সত্যের পক্ষেই দাঁড়াননি—তারা প্রজন্মের বিবেকের প্রতিশ্পর্নি হয়ে উঠেছেন। আর যারা যারা লিখতে পারত, যারা সত্য উচ্চারণ করতে পারত, তারা যখন চূপ ছিলেন, তাদের নীরবতা কি নিরপেক্ষ ছিল, নাকি অন্যায়ের ছায়াতলে গিয়ে দাঁড়ানোর নামান্তর? এসব প্রশ্নই আজ মনে দোলা দেয়।

ইতিহাস কখনো নিস্তরঙ্গতার সাক্ষী রাখে না, বরং যারা নির্ধাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের আত্মদানের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ নির্মিত হয়। সেই জুলাই আগস্টের সংকটময় সময়ে কিছু কবি ও লেখকদের নীরবতা আমাকে গভীরভাবে বাথিত করেছিল। কারণ, প্রথমত, লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। সমাজের দর্পণ হিসেবে লেখকগণ সমাজের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরবেন এবং সেগুলোর সমাধানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবেন, এমনটাই জানি। একজন লেখক হিসাবে আমার মনে হয়েছে, আমাদের কলম শুধু সৃষ্টির মাধ্যম নয়, বরং সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। তাই জুলাই আগস্টে দিনরাত কলম ধরেছি। যখন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের উপর নিপীড়ন চালায়, তখন আমাদের দায়িত্ব হয় সেই অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা। কিন্তু আমরা যখন সেই মুহূর্তে নীরব থাকি, তখন তা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পিছিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয়।

তাছাড়া, নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা যায় কী? সমাজে যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গুরুতর অন্যায় সংঘটিত হয়, এবং নিরপরাধ মানুষ নিপীড়নের শিকার হয়, গণহত্যা ঘটে, তখন নীরবতা সেই অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, নীরবতা অপরাধের সমতুল্য হয়ে ওঠতে পারে। লেখকদের নৈতিক দায়িত্ব হল সত্য প্রকাশ করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। নীরবতা শুধুমাত্র নিপীড়কের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন কর না, বরং সমাজে অবিচারকে স্থায়ী করে তোলে। লেখকরা যদি নিজেদের স্বার্থে বা ভয়ে নীরব থাকেন, তবে তা নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। দক্ষিণ আফ্রিকার ফটোগ্রাফারের কেভিন



কার্টারের কথা অনেকেই জানেন। তিনি ১৯৯৩ সালে সুদানে একটি ভয়াবহ ছবি তোলেছিলে, যেখানে একটি ক্ষুধার্ত শিশু শকুনের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং শকুনটি শিশুটিকে ছমকি দিচ্ছিল। এই ছবি বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আফ্রিকার দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা তুলে ধরেছিল। কঙ্কালসার শিশু আর ক্ষুধার্ত শকুনের ছবি তুলে তিনি পেয়েছিলেন পুলিৎজার পুরস্কার।

কার্টার তার দায়িত্ববোধ অনুযায়ী দুর্ভিক্ষ ও মানবিক সংকটের বাস্তব চিত্রটিই বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

তবে, এই ছবি তোলার পর কার্টার ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন, বিশেষ করে তার এই সিদ্ধান্তের জন্য যে তিনি শিশুটিকে সাহায্য করার পরিবর্তে ছবি তুলেছেন। একসময় কার্টার প্রাণও অনুশোচনার মুখোমুখি হন। শিশুটিকে শকুনের থাবা থেকে কেন রক্ষা করতে পারেননি, সেই অনুশোচনায় পরবর্তীতে কার্টার নিজের দুঃখ ও অনুতপ্ত হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করেন ১৯৯৪ সালে আত্মহত্যা করে।

কার্টারের অনুশোচনা এবং পরবর্তীতে তার আত্মহত্যা থেকে আমাদের কি কিছুই শেখার নেই? আমরা যদি শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবি এবং বিপদগ্রস্ত কাউকে সাহায্য না করি, তাহলে তা কেবল নৈতিক ব্যর্থতাই নয়, বরং ভবিষ্যতে আমাদের নিজেদের জন্যও অনুশোচনার কারণ হতে পারে, যা মানসিকভাবে বিবেকবানদের জন্য কঠিন অবস্থা তৈরি করতে পারে। কেভিন কার্টারের ঘটনা আমাদের দেখায়, কাউকে মৃত্যুর রথে ছেড়ে দিতে নেই।

ইতিহাসে অনেক লেখক নির্যাতন, দমন-পীড়ন ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে কারাবরণ করেছেন। ফিওদর দস্তয়েভস্কি ১৮৪৯ সালে জার শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হন। তাকে পিটার অ্যান্ড পল দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়,

যেখানে সে সময়ের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আসামীদের রাখা হতো। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে শাস্তি কমিয়ে সাইবেরিয়ায় ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই অভিজ্ঞতা তার অনেক সাহিত্যকর্মে প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' ও 'দ্য হাউজ অফ ডেড' বইয়ে।

আন্তোনিও গ্রামশি ছিলেন একজন মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও লেখক, তিনি ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এক সময়ের নেতা ছিলেন। ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিটো মুসোলিনি এবং ফ্যাসিবাদের একজন কট্টর সমালোচক হিসাবে তাকে ১৯২৬ সালে মুসোলিনির সরকার গ্রেফতার করে এবং ১১ বছরের জন্য কারাগারে পাঠায়। তিনি কারাগারে বসেই তার বিখ্যাত 'প্রিজন নোটবুকস' লিখেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে বামপন্থী চিন্তাধারার ভিত্তি হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত শাসনের কঠোর সমালোচক ছিলেন আলেক্সান্ডার সলঝেনিন্সিন। ১৯৪৫ সালে তদানীন্তন জোসেফ স্টালিন সরকারের সমালোচনা করার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৮ বছরের জন্য গুলাগে বন্দি রাখা হয়। এ নিয়ে তার প্রথম বই 'ওয়ান ডে ইন্ দ্য লাইফ অফ ইভান দেনিসোভিচ' (ইভান দেনিসোভিচের জীবনে একটি দিন) ১৯৬০ সালে ছাপা হয়। মুক্তির পর তিনি 'দ্য গুলাগ আর্কিপেলাগো' (গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ) তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন, যা গুলাগ সিস্টেমের বর্বরতা এবং সোভিয়েত কমিউনিজমের প্রকৃত চরিত্র সমগ্র বিশ্বের কাছে তুলে ধরে।

ভাকলাভ হ্যাভেল ছিলেন চেক লেখক ও নাট্যকার, যিনি কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তার লেখা এবং 'চাটার ৭৭' আন্দোলনের কারণে ১৯৭৯ সালে তাকে কারাবন্দি করা হয়। পরে তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন।

ইন্ডিয়ান লেখক মুনশি প্রেমচাঁদ তার মডার্ন হিন্দুস্তানি সাহিত্যের জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯০৯

সালে, তাঁর উপন্যাস 'সোজ-ই-ওয়াতান' ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসে, যারা এটিকে বিদ্রোহী রচনা বলে নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এমনকি প্রেমচাঁদের বাড়িতে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন, যেখানে 'সোজ-ই-ওয়াতান'-এর প্রায় ৫০০ কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। যদিও তাকে দীর্ঘমেয়াদী কারাবরণ করতে হয়নি, তবে ব্রিটিশ সরকার তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে এবং তাকে নিপীড়নের শিকার হতে হয়।

এই যে তাদেরকে আজও আমরা স্মরণ করি, কেন করি? কারণ তারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে কলমকে নিজের শক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, যা তাদের সাহসী কণ্ঠকে ইতিহাসে অমর করেছে।

কাজুকি তাকাহাশির কথা না বললেই নয়, জনপ্রিয় জাপানি সিরিজ "ইউ-গি-ওহা"-এর স্রষ্টা কাজুকি তাকাহাশি ২০২২ সালের ৪ জুলাই, ভুবে যাওয়া তিনজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মারা যান। তার বয়স ছিল ৬০। আরো একজন ওয়েসলি অট্ট্রে, যিনি ছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়ে স্টেশনের নির্মানকর্মী। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে, তিনি তার দুই কন্যার সঙ্গে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে, ক্যামেরন হলোপিটার নামের ২০ বছর বয়সী একজন ছাত্র মৃগীারোগের কারণে ট্র্যাকের ওপর পড়ে যান। অট্ট্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্র্যাকের ওপর রাঁপ দেন এবং হলোপিটারকে একটি খাদের মধ্যে ঠেলে দেন। ট্রেনটি তাদের উপর দিয়ে চলে যায়, কিন্তু তারা দুজনেই অক্ষত থাকেন। এই কাজের জন্য আজও তিনি প্রশংসীত।

কাজুকি তাকাহাশি এবং ওয়েসলি অট্ট্রে থেকেও আমরা শিখি, কখনো কখনো নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে হলেও অন্যদের রক্ষা করা সত্যিকারের বীরত্ব। এবং সংকটের মুহূর্তে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

জুলাই আন্দোলনে যেসব লেখকরা ছাত্র জনতাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে দেখেও চূপ

ছিলেন, তাদের কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন, প্রতিবাদ করা বা না করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অংশ। তারা বলছেন, নীরবতা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, এবং তারা মনে করেন যে প্রতিটি লেখকের দায়িত্ব সমান নয়। কেউ কেউ মনে করেন, রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রকাশ্যে মত দেওয়া তাদের কাজ নয়, বরং তারা সাহিত্য, সংস্কৃতি, বা অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগী থাকতে চান। তারা যুক্তি দেন, তাদের লেখার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব, কিন্তু সরাসরি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়ানো তাদের দায়িত্ব নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, নীরবতা কি সত্যিই নিরপেক্ষ অবস্থান? যখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলতে থাকে, যখন নিরপরাধ ছাত্রদের হত্যা করা হয়, যখন একটি প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়—তখন কি একজন লেখক শুধু নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারেন? ইতিহাস দেখিয়েছে, নীরবতা অনেক সময় নিপীড়কের পক্ষ নেওয়ার সমান। যখন আমরা কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলি না, তখন তা অন্যায়কে পরোক্ষভাবে সমর্থন করার শামিল হয়ে যায়। এ কারণেই আমরা দেখি, ফিওদর দস্তয়েভস্কি, আন্তোনিও গ্রামশি, আলেক্সান্ডার সলঝেনিন্সিন, বা ভাকলাভ হ্যাভেলের মতো লেখকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে তার জন্য চরম মূল্যও দিতে হয়েছে।

তাছাড়া, প্রতিবাদ করা মানে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অনুসারী হওয়া—এই ধারণাটাও সম্পূর্ণ ভুল। ন্যায়বিচার, অধিকার, ও সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কোনো পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত প্রতিবাদ আসে বিবেকের তাড়না থেকে, যা অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

একটি সুস্থ সমাজের জন্য লেখক, শিল্পী, ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা শুধুমাত্র বিনোদন বা নান্দনিক সৃষ্টির জন্য কলম ধরেন না, বরং সমাজকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার কাজটিও করেন। বিশেষ করে, যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গণহত্যা ঘটে, দমন-পীড়নের কালো ছায়া সমাজের উপর নেমে আসে—তখন তাঁদের কণ্ঠধর আরও বেশি প্রয়োজন হয়।

এজন্যই ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন শুধু একটি ছাত্র আন্দোলন ছিল না; এটি ছিল একটি জাতীয় গণজাগরণ, যেখানে জনগণের অধিকারের প্রশ্ন উঠতে ছিল। এই সময়ে যারা নীরব ছিলেন, তারা কেবল নিজেরাই ইতিহাসের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ হননি, বরং তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছেও ব্যাখ্যার ঋণী হয়ে থাকবেন—কেন তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেননি? কেন তারা কলম তুললেন না?

যারা যুক্তি দেন, প্রতিবাদ করা বা না করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অংশ, তাদের মনে রাখা উচিত—এই যুক্তি সেই সীমা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য, যেখানে তা অন্যের জীবন ও অধিকার হরণ করার সাথে জড়িয়ে যায় না। ন্যায়বিচারের জন্য দাঁড়ানো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া—এটি শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়, এটি নৈতিক ও মানবিক দায়িত্বও বটে। তাই ভবিষ্যতে, যখন কোনো জাতীয় সংকট আসবে, যখন কোনো ধ্বরাচাুরী শক্তি জনগণের অধিকার দমনে সচেষ্ট হবে, তখন সত্যিকারের লেখকরা কোন পক্ষ নেবেন? তারা কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, নাকি নীরব থেকে অপরাধের অংশীদার হয়ে যাবেন? ইতিহাস সেই জবাব জানতে চাইবে।

আগে বদলাতে হবে নিজেকে



এই একই চিত্র আমরা সমাজের প্রতিটি স্তরে দেখতে পাই। সাধারণ জনগণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, অথচ সুযোগ পেলে নিজেরাই ঘুষ দেওয়ার পথ খোঁজে। ব্যবসায়ীরা নৈতিকতার কথা বলেন, অথচ বাজারে সুযোগ বুঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেন। শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু

সেখানেই প্রশ্নপত্র ফাঁস, অর্থের বিনিময়ে ভর্তি এবং দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। আমরা অন্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসততার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। সমাজের কোনো ব্যক্তি যখন অন্যায় করে, আমরা তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করি, কিন্তু যখন নিজের স্বজন বা

পরিচিতজন একই ধরনের কাজ করে, তখন আমরা তাকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করি। পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরেও এই দ্বিচারিতা স্পষ্ট—অন্যের সন্তান ভুল করলে আমরা তীব্র সমালোচনা করি, কিন্তু নিজের সন্তান ভুল করলে তা লঘু করে দেখি।

ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও এই দ্বিমুখী

আচরণ দৃশ্যমান। আমরা ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলি, কিন্তু সেই অনুশাসনকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করি। আমরা অন্যদের ধর্মীয় অবমাননার জন্য তাদের প্রতি বিদ্বেষ দেখাই, কিন্তু নিজেদের ভুলগুলো এড়িয়ে যাই। ধর্মীয় নেতা, যারা সমাজে শুদ্ধাচারের কথা বলেন, তাদের মারোও সুবিধাবাদী মনোভাব দেখা যায়। কেউ কেউ ধর্মের নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হন, ব্যবসা করেন, অথচ সাধারণ মানুষের কাছে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের বয়ান দেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রসারের পর মানুষের এই দ্বিচারিতা আরও প্রকটভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে। এখানে সবাই নীতিমান, সবাই অন্যের দোষ খোঁজার জন্য সদা প্রস্তুত। কেউ দুর্নীতির বিরুদ্ধে পোস্ট দেন, কিন্তু বাস্তবে নিজেই অনৈতিক লেনদেনে জড়িয়ে থাকেন। কেউ নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলেন, অথচ গোপনে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। কেউ সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলেন, কিন্তু সুযোগ পেলেই অন্যের প্রতি অন্যায় করেন। মিডিয়ায় যারা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তারাও অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এই দ্বিচারিতার সংস্কৃতি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা। সমাজ বদলাতে হলে আগে ব্যক্তিকে বদলাতে হবে। আমরা অন্যের ভুল ধরার আগে নিজেদের ভুল বুঝতে শিখলে, অন্যের বিচারের আগে নিজেদের বিচার করলে, হয়তো এই সমাজে সত্যিকারের পরিবর্তন সম্ভব হবে। কিন্তু সেই পরিবর্তন কবে আসবে? নাকি আমরা চিরকালই আপন পাশের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপতে থাকব?

প্রতি বছর ১লা মে শ্রমিক দিবস। এই দিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রত্যেক শ্রমজীবীর অবদান অপরিসীম, যা আমাদের সম্মান ও দায়বদ্ধতার দাবি রাখে। এই দায়বদ্ধতার অনুভূতি নিয়ে আমরা এই সংখ্যা আপনাদের উৎসর্গ করছি—**এইচ বি রিতা**

রক্ত ও ফাঁসির রজ্জু বেয়ে

তমিজ উদ্দীন লোদী

নীল আভা বিকিরণ হয় ঐশ্বরিক অন্ধকারের নিচে।
সোনালি আলো বলসে ওঠে উজ্জ্বল করিডোর থেকে,
রক্তপাতের সমুদ্র সাঁতরে যখন ছায়াগুলি পাশ দিয়ে যায় এবং চোখের পাতা
আরও শক্ত হয়ে বন্ধ হয়-তখন ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলি
বলমল করে, বুক ভেদ করা সীসার বারুদ যখন স্ফটিকের জাল হয়ে দোলে —
তখন মনে পড়ে দরজায় নরম টোকা, কে এলো হাতকড়া হাতে!
গভীর নিভ্রা থেকে জাগিয়ে কারা প্রতিপক্ষকে হত্যা করে ফেলে দেয় খোলা রাস্তায়।

কারা অধিকারকে হরণ করে
স্বাসের পর স্বাস, উদ্বন্ধন উজিয়ে ওঠে পাইন গুড়ির মধ্যে। ঘাম জমে পিঠে,
একটি ক্ষয়ে যাওয়া ধাতব মাথা বলমল করে হে মার্কেটের কাছে
আঙুলগুলি প্লাস্টিকের হলুদ হাতলকে আঁকড়ে ধরে,
পুরানো, ময়লা কুড়ুল উঠে আসে, গাঁহিতি-কাস্তে উঠে আসে

রক্ত ও ফাঁসির রজ্জু বেয়ে
শ্রম নির্গীত হয় শ্রমিক- মানুষের অভীষ্ণার কাছে।

মে দিবস কথা কয়

দীপংকর গৌতম

খালি কলসের মতো পেট, খায় কি খায় না
ক্ষুধার আগুন জ্বলে পেটে, চুলা জ্বলে না
গাজীপুর, টঙ্গী রাস্তা বসে আছে ক্ষুন্ন শ্রমিক
সড়ক বন্ধ, বন্ধ কারখানা, গাড়ি চলে না।

বকেয়া ওভার টাইম, বেতনও বকেয়া থাকে,
চাকরি যখন তখন আছে কি নাই কে বলবে কাকে
দাবি শুধু দাবি, মারপিট খাবি
মে দিবস আসে আর যায়, মে দিবস কে বলবে কাকে।

চুরি হয় স্বপ্ন, চুরি হয় শ্রম
ট্রেড ইউনিয়ন তাও চুরি হয়
মে দিবস হাতুড়ি-কাস্তের কথা কয়।

শ্বেতাভ পুষ্পের প্রতি

শঙ্খশুভ্র পাত্র

সিঞ্চ-সকালের ফুল প্রস্ফুটিত— যেন সমর্পিতা
শ্বেতাভ রঙের দিকে প্রতিদিনই— অনিন্দ্য সুবাস
আমি যে নিবিড় করে পাই তাকে, পুবের আকাশ
রবিতে বিভোর— ছবি, মনে-মনে মাধবী বিতান
কী আগ্রহে ঐকে ফেলি— জানে এই গৃহমুখী দোরা
বিজন দুয়ারে কার ছায়া পড়ে, সে কি দয়াবৃত্তা?
কী জানি জানালা, দ্বিধা... শ্বেতশ্রম্ময় এই আয়ু
কমলে কোমল, মল, রনুবুনু, জাগরুক স্নায়ু
সারাদিন সুখপাখি— খুঁজে ফেরে চাঁদের শিখানা

পুষ্পঘোর, ঘর-দোর, আলস্যে, প্রণয়ে একাকার
শয্যা ছেড়ে উঠি তবে— সাজসজ্জা এই জড়সড়া
নিকটে আসো না, তবু, মনে মনে আমাকেই পড়ো—
এই তো মাধবী ঢের, মধুবাতা, "ফিরে এসো চাকা..."
পাগল না হলে লিখি— কেন এই শিশুমতি, টান—
শ্বেতাভ পুষ্পের প্রতি, তুমি জানো ভোরের বাগান?



দাহ্যতা ও তুমি

আশরাফ হাসান

দাহ্যতা ধারণ করেছি বলেই তুমি বেশ আছো
আছো আলো-আঁধারির মধ্যখানে অক্ষত
স্বর্ণকামারের মতো তোমার হাত পোড়েনি এখনো।

যে অস্তিত্ব জেনেছে প্রজ্জ্বলনের ইশতেহার
চেত্নদুপুরের মাঠ থেকে তুলতে শিখেছে সবুজ সাহস
প্রান্তিকে চাষির মতো যে মাঠে জ্বলে উঠে
খরার অবাধ অনাচার
তারে কী পোড়াবে এই অরম্ভদ আগুন
তোমার বাসনার কোমল শিখা
তারে কী নিনাদ শোনাবে ভৈরবী মেঘের দেশ!

জ্বলতে শিখেছি বলেই
তোমার ঘরে এখনো আলোর এষণা
রাত্রির ভনিতা ধামিয়ে দিয়ে সলতের মতো জাগি
জ্বলি যুগপৎ হয়ে তোমার অনুপম অনুপ্রেরণা।
তুমি জ্বালানি যোগান দিয়েছো অবিরাম
অথচ কী বিস্ময়
স্বর্ণকামারের মতো তোমার হাত পোড়েনি এখনো।



অর্ধসমাপ্ত মানুষ

বেনজির শিকদার

‘আজ’ কিছুতেই আমার হয় না।
প্রতিটি দিন আমি দান করে দিছি।
কেউ না কেউ হরণ করে নিচ্ছে আমার প্রতিটি দিন।
দখলি দৌরাত্ম্যে অধিকার করে নিচ্ছে আমার মুহূর্তগুলো।
কেউ না কেউ গ্রহণ বা বর্জনের খাতায় রাখছে
আমার প্রতিটি উদ্যমী ‘আজ’।
আমি কিছুতেই আগামীর কাছে পৌঁছুতে পারছি না।
আমার সবটাই যেন নিমূল নসি্য কাজ।

আমি কিছুতেই হাতে ধরতে পারছি না ছায়া।
আমি কিছুতেই কুয়াশার মিছিলে
দেখতে পারছি না আমার নিজের মুখচ্ছবি।
আমাকে কেউ আঁকেনি!
আমাকে নিয়ে কাব্য করেনি কোনও কবি।
আমি সময়ের মেঝেতে গড়াগড়ি খাছি
কিছুতেই গতি-বাহনে চেপে যেতে পারছি না—
আরাধ্য আগামীর কাছে!

অনাবাদী সূর্যটা এখনও অনন্ত ঘুমে
আশাবাদের গান গেয়ে কৃষকও যায়নি জমিনের কাছে।
পথহীন পরবাসী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর যে পাখিটা;
এখনও সে চূপ করে বসে আছে আগামীর আশায়।
যেন অনামি হাওয়ার ঢেউ এসে তাকে ঠিক ভাসায়!
যেন আগামী ভোর তার একান্ত হয়
যেন আগামী জাগরণ হয়—
আমার মতোই অতলান্তিক অনুভবে;

আমি অর্ধসমাপ্ত মানুষ—
কেবল প্রতীক্ষায় আছি, কালকের দিনটি আমার হবে।

চাকার বিবর্তন

সাকিব জামাল

কৌশলে, শ্রমিকের মাথার সাথে পা লাগিয়ে-
চাকা তৈরি করে আধুনিক কর্মকার!
সভ্যতা এগিয়ে চলেছে সামনে...
হিসাব, ভাস্তি লুকানো চমৎকার!
ধারণা করি, এই চাকা আবিষ্কারের পূর্বেই-
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভালো ছিল।
এখন তারা ভালো না-থাকা মানুষের দলে!
শান্তিকে যদি সূচক ধরো,
সভ্যতা এগিয়েছে কতোটুকু?
চাকার সংখ্যা বেড়েছে মাত্র।
নিরানব্বই শতাংশ মানুষই চাকা।
আর চাকার প্রতিটি বিন্দুই পিষ্ট হয়!

কথোপকথন

আবদুল বাতেন

-সিঙ্গু প্যাক বডি তোমার, কিভাবে বানালে?
কোন জিমে যাও, ধারে- কাছে; নিয়মিত?
যুবক হাসিফোয়ারায় ভিজে আঙুল তুলে দ্যাখায়-
আদিগন্ত এক মাঠ। ধান, ভুট্টা, গম, আখের খেত।

-ইস, তোমার অমন জিরো ফিগার! দারুণ, দারুণ
ট্রেড মিলে ঘাম ঝরাও, সকাল- বিকাল?
শীর্ণ মেয়েটি আমার হাতে হাতুড়ি তুলে দ্যায়
-ইট, পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমার এমন!

-সুগার ঠিক রাখতে কি কি মেপে যাও?
আর চর্বি ঝরাতে, ইয়োগা?
বৃদ্ধ তাঁর পলিথিনের তাঁবুতে নিয়ে যায়-
পোড়া রুটি, বাসি সবজি সানকির; দ্যাখায়।

-উচ্চ রক্তচাপ তোমাকেও নিশ্চয় ভোগায় খুব?
তুমি ভিগেন, বুঝি; এখন?
পোশাক শ্রমিক নারীটি মাথার আঁচল ফেলে
আমার সামনে নির্ধিধায়
তাঁর ফোন্স পড়া হাতের তালু তুলে ধরে।

-ঐ বিল্ডিং তৈরিতে তুমি পড়ে গিয়ে হাত- পা ভেঙ্গেছিলে
তোমার মাথা পুঁতেলে গিয়েছিল।
তোমার জন্য সেখানকার কামরা বরাদ্দ হয়েছিল? শুনে
গড়িয়ে গড়িয়ে বালকটি বস্তির দিকে যেতে থাকে।

-তোমারা কি ধর্ম- কর্ম মানো, নামাজ- রোজা?
পথশিশুটির ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর
-হার, আমরা প্রতিদিন রোজা।
ডাঙ্কিবিনে খাবার খোঁজাই আমাদের ৫ ওয়াক্ত নামায।

'শ্রম' আর 'শ্রমজীবী' শব্দ দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'শ্রম' শব্দের আভিধানিক অর্থ মেহনত বা খাটুনি। আর 'শ্রমজীবী' শব্দের অর্থ দৈহিক শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী। সেই অর্থে আমরা সবাই শ্রমজীবী। যদিও শ্রমের ধরন আলাদা। গৃহবাসী মানুষ গৃহায় বসেই হয়তো শ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলো। আর উপলব্ধির প্রাপ্তে দাঁড়িয়ে তারা একসময় গৃহা ছেড়ে অরণ্যচারী হয়েছিলো-পা রেখেছিলো শক্ত মাটিতে। এই শক্ত মাটিই শিখিয়েছিলো শ্রমের প্রয়োজনীয়তা। শ্রমকে সাধী করে, নানা কৌশল উদ্ভাবন করে নিজেকে করেছিলো প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণ করেছিলো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব।

আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি একটা বাক্য, পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি। বাসায় শুনেছি মা-বাবার কাছে আর স্কুলে শুনেছি শিক্ষকদের কাছে। কথাটাকে তাই খুব সাধারণ মনে হতো। কিন্তু আসলেই কি তাই! বড়ো হয়ে বুঝেছি আর মনে মনে হেসেছি। না, বাক্যটা সাধারণ না!

অসাধারণ বাক্য! যে বাক্যটি বুকে ধরে আছে উন্নতি আর অগ্রগতির মূলমন্ত্র!
নিউইয়র্ক থেকে রিতার ফোন পেলাম 'শ্রমিক দিবস' নিয়ে লিখতে হবে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, রিতার ফোন আমাকে উজ্জীবিত করে। ওর কথামতো লিখতে বসে গেলাম। মনে মনে নিজেকে বললাম, এ দিনের কথা তো সারা বিশ্ব জানে! এ তো ইতিহাস! ইতিহাস যত পুরোনো হয় ততই জ্বলজ্বল করে-ততই গুরুত্ব পায়! এটাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য!

লিখতে বসে মনে পড়লো আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকদের

শ্রমিক দিবস আমাদের অনুপ্রেরণা

রাশিদা কামাল

আত্মত্যাগের কথা। যারা দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবীতে একত্রিত হয়েছিলো। ভয়ানক কিছু ঘটবে জেনেও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। ভয়ানক কিছু ঘটেছিলো! শ্রমিকদের ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের ফলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। দশ বারোজন পুলিশ আর শ্রমিক এ সময় নিহত হয়। এর পর থেকেই দিনটি শ্রমিক দিবস নামে পরিচিতি পায়।

এ দাবী উত্থাপনের আগে শ্রমিকদের অমানবিক পরিশ্রম করতে হতো। বিনিময়ে মজুরি মিলত সামান্য। মানবেতর জীবন যাপন করতো শ্রমিকরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৪ সালে একদল শ্রমিক আট ঘন্টা কাজের দাবীতে সোচ্চার হয়। এ জন্য তারা সময় বেঁধে দেয়



১৮৮৬ সালের পয়লা মে। কিন্তু কারখানার মালিকরা এ দাবী মেনে নিলো না। এ দাবী বাস্তবায়নের জন্য তারা শিকাগোর হে মার্কেটের বাণিজ্যিক এলাকায় জড়ো হয়। আগস্ট স্পিচ নামের এক নেতা তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ

পুলিশের কাছেই এক বিক্ষোরণ ঘটে। এতে একজন পুলিশের মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় এগারোজন শ্রমিক নিহত হয়। আগস্ট স্পিচসহ আটজনকে অভিযুক্ত করে ১৮৮৭ সালে ছয়জনের

ফাঁসি কার্যকর করা হয়। একজন কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করে আর একজনকে পনেরো বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কিন্তু বোমা বিক্ষোরণকারীর সন্ধান কখনও পাওয়া যায়নি। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের আগে আগস্ট স্পিচ বলেছিলেন , আমাদের নিস্তর্রতা তোমাদের আওয়াজ থেকে অধিক শক্তিশালী হবে।

শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের আট ঘন্টা কাজ করার অধিকার বাস্তবায়িত হয়। আর এভাবেই দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের আশিটি দেশে দিনটি জাতীয় ছুটির দিন। এরও অনেক পর ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।সে প্রস্তাবে বলা হয় সকল শ্রমিক সংগঠন মে মাসের এক তারিখে কোন কাজ করবে না। সেই সাথে এ দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে পালনের দাবীও জানানো হয়। কোন কোন স্থানে হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আগুনও প্রজ্জ্বলিত হয়। মজার ব্যাপার হলো আমেরিকায় দিনটি পালিত হয় সেপ্টম্বরের প্রথম সোমবার।

আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ দিনটি পালন করে ছুটির আবেশ নিয়ে। ভুলে যায় এ দিনের মূল উদ্দেশ্যকে। আর শ্রমজীবীরা বকেয়া বেতনের দাবীর কথা বলেই

দিনটি পার করে। হয়তো বকেয়া বেতন পায় হয়তো বা পায় না। শ্রমিকদের গুরুত্ব এই দিনটিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এতদিনেও বদলায় নি শ্রমিকদের ভাগ্য-বাস্তবায়িত হয়নি ওদের অনেক দাবী। বাস্তবায়িত হোক ওদের মৌলিক দাবী এটাই আমাদের কাম্য।



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

TEL: 718-828-6610 1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472

WE WELCOME WALK INS



পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE

ASTHMA DIABETES CENTER

CARDIOLOGY

PHYSICAL THERAPY

UROLOGY

GYNECOLOGY

PODIATRY

GASTRO-ENTEROLOGY

ORTHO-PEDICS

HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	--	---------------------------



শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার

সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার

সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার

সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া



Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ-

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



ABRAMS LAW GROUP আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED? WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consultation



Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY! 718-997-9797

WE ALSO HANDLE

- ✓ CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- ✓ TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- ✓ TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- ✓ UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- ✓ DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ✓ ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ✓ ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- ✓ VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- ✓ FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- ✓ FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- ✓ EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- ✓ UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

[abramslawgroupny.com](https://www.abramslawgroupny.com)

<https://g.co/kgs/iC36XA>

[abramslawgrouppe](#)

[abramslawgrouppe](#)

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন



গত শনিবার নিউইয়র্কের ইয়র্ক কলেজ একাডেমিক কোর এট্রিয়ামে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বর্ষবরণ। জাহাঙ্গীরনগর আলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার আয়োজনে এতে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই।

এবারের বাজেট শ্রমজীবী মানুষের জন্য ‘সর্বকালের সেরা’: এরিক

এইচ বি রিভা

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ২০২৬ অর্থবছরের জন্য ১১৫.১ বিলিয়ন ডলারের নির্বাহী বাজেটকে ‘সর্বকালের সেরা বাজেট’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যা জননিরাপত্তা, আবাসন ও শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শহরের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গত সপ্তাহে কুইন্সের বেসাইড হাই স্কুলে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনকালে অ্যাডামস জানান, এ বাজেট শুধু সংখ্যার হিসাব নয়, বরং নগরবাসীর নিরাপত্তা, সাশ্রয়ী জীবনযাপন এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে একটি রূপরেখা।

প্রস্তাবিত বাজেটে শিশুদের যত্ন, আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম, শিক্ষার মানোন্নয়ন, সিভিক শিক্ষা, এবং লাইব্রেরি ও কিউনি ব্যবস্থার জন্য ১.৪ বিলিয়ন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যার ৬৭৫ মিলিয়ন স্থায়ী। বাজেটের অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক পুলিশ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

খালিল'স ফুড
Khalil's Food
Khalil Biryani House ☎ 718-409-8840
Khalil Halal Chinese ☎ 646-763-5071
Khalil Pizza & Grill ☎ 718-677-7957
Khalil Supermarket ☎ 718-821-4993
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্ক রাষ্ট্র জন্ম
বিক্রয়ের বিশ্ব প্রতীক
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-8417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

এক্সিডেন্ট কেইসেস বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাজী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Law offices of Timothy Bompert 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompert is admitted in NY only

ট্রাম্পের বাজেট প্রস্তাব

বাজেটে অভ্যন্তরীণ কর্মসূচিগুলোর তহবিল কমিয়ে আনার পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তায় ব্যয় বাড়ানোর আশ্বাস জানানো হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত শুক্রবার (২ মে) বাজেট প্রস্তাব প্রকাশ করেছেন, যাতে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিচ্ছন্ন শক্তি খাতের মতো অভ্যন্তরীণ কর্মসূচিগুলোতে তহবিল কমিয়ে আনার পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর ব্যয় বাড়ানোর আশ্বাস জানানো হয়েছে।

৪০ পৃষ্ঠার এই বাজেট অনুরোধ কংগ্রেসের নেতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং এটির সাথে যুক্ত ছিল অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

M MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
(BANGLA TRAVELS)
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল 917-396-4140, 917-592-7828
\$৫৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

হোম কেয়ার
Intelligent Elder Home Care LLC
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরণ উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

‘বৈশাখী আবাহনে মানবের জয়গান’ এই স্লোগানে উদযাপিত হলো সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরণ ১৪৩২। জাহাঙ্গীরনগর আলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা আয়োজনে এতে অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক।

গত শনিবার (৩ মে) নিউইয়র্কের ইয়র্ক কলেজ একাডেমিক কোর এট্রিয়ামে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪



আবদুল হামিদের দেশত্যাগ

এসপি প্রত্যাহার, আরও তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ঘটনায় তাঁর নিজের জেলা প্রশাসকের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাছান চৌধুরীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে প্রত্যাহার এবং উপপরিদর্শক ও সহকারী উপপরিদর্শক পদমর্যাদার দুজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ সদর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

রবীন্দ্রজয়ন্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [২৫ বৈশাখ ১২৬৮-২২ আষাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ]

চির নতুনের দিল ডাক

জাহীদ রেজা নূর

রবীন্দ্রনাথই তো শিশুতীর্থ কবিতায় একদা লিখেছিলেন, ‘ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।’ পরক্ষণেই বলেছেন, ‘পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি পশুশক্তিই শাস্তা।’ বলেছেন, ‘সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।’ রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে তাঁরই বলা মানুষের ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত দুই দিক যদি এভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহলে বাস্তবের দ্বন্দ্বটা ফুটে ওঠে সহজভাবে। আজীবন মানুষ এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেই বেঁচে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ দেখেছেন, ধর্ম-সংঘাত দেখেছেন, ঔপনিবেশিক শোষণ দেখেছেন এবং সব ধরনের অন্যায় - অত্যাচার থেকে শান্তির পথ খুঁজেছেন। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কষ্ট নিবারণের জন্য মানুষকে দেখিয়েছেন পথ। তাই যখন মানুষের প্রতি আস্থা রাখতে চাইছেন, তখন এ কথাও

মানছেন, পশুরা সেই বিশ্বাসকে গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। বর্তমান পৃথিবীর হালহকিকত রবীন্দ্রনাথের বলা এই বৈপরীত্যকে আরও নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। এই স্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেও ছিল। বন্ধুর পথ অতিক্রম করার শক্তি তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছেন। চোখ থাকলে যে কেউ দেখতে পারে, কিন্তু সব দেখার মানে থাকে না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের রচনাকে সংহত করে তোলার পাশাপাশি উন্মিলিত করেছেন তাঁর দেখার চোখ। চোখের দেখা মনকে আরাম দেয়, সেটা সহজ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যকে, সাহিত্যের নানা স্তরকে তিনি নান্দনিক আবেশের উচ্চাচর বসিয়েছেন। নির্মোহ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে যাবেন যিনি, তিনি হিমালয়ের সন্ধান পেয়ে যাবেন। সেই পাছড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপেই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
25-78-31ST, ASTORIA, NY 11102
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে দক্ষগোষ্ঠীর জন্য কল করুন
RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
সময়সীমা: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisteria Dr, #300
Germantown, MD 20884

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন নোটারি পাবলিক
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hossain, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS-Certifying Acceptance Agent

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
• Income Tax • Business setup
• Sales Tax • Payroll (W2, 1099)
• Corporate Tax • All Immigration Services
• Partnership Tax • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: HillsideTax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের জেব্বা চাকরুর
• অফিসের ও অনলাইন সার্ভিস
• অফিসের ও অনলাইন সার্ভিস
• অফিসের ও অনলাইন সার্ভিস
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং ইন্টিগ্রেশন এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372